কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

সাদ্‌কা-খায়রাত

শাইখ মোস্তাফিজুর রহ্‌মান বিন্‌ আব্দুল আজিজ আল-মাদানী

ح) المركز التعاوني لدعوة وتوعية الجاليات بمدينة الملك خالد العسكرية، ١٤٣٤هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

عبدالعزيز، مستفيض الرحمن حكيم

الصدقة./ مستفيض الرحمن حكيم عبدالعزيز.- حفر الباطن، ١٤٣٤هـ.

١٠٤ ص؛ ١٤ × ٢١ سم

ردمك: ٠ - ٢٧ - ٨٠٦٦ - ٦٠٣ - ٩٧٨

١- الصدقات ٢- الفضائل الإسلامية أ. العنوان

ديوي ٢١٢،٢ ١٤٣٤/٤٦٨

رقم الإيداع: ١٤٣٤/٤٦٨

ردمك: ٠ - ٢٧ - ٨٠٦٦ - ٦٠٣ - ٩٧٨

حقوق الطبع محفوظة

إلا لمن أراد طباعته وتوزيعه مجاناً

بعد التنسيق مع المركز

الطبعة الثانية

١٤٣٤هـ - ٢٠١٣م

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

اِتَّقُوْا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

“তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো। এমনকি একটি খেজুরের একাংশ সাদাকা করে হলেও।” (মুসলিম, হাদীস ১০১৬)

الصَّدَقَةُ

فِيْ ضُوْءِ مَا وَرَدَ فِيْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

“কুর’আন ও সহীহ হাদীসের আলোকে”

সাদ্‌কা-খায়রাত

সংকলন :

শাইখ মোস্তাফিজুর রহ্‌মান বিন্ আব্দুল আজিজ আল-মাদানী

সম্পাদনায় :

শাইখ আবদুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

প্রকাশনায়ঃ

مركز دعوة وتوعية الجاليات بمدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن

বাদ্‌শাহ্‌ খালিদ্‌ সেনানিবাস প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা কেন্দ্র

পোঃ বক্স নং ১০০২৫ ফোনঃ ০৩-৭৮৭২৪৯১ ফ্যাক্সঃ ০৩-৭৮৭৩৭২৫

কে, কে, এম, সি. হাফ্‌র আল্‌-বাতিন ৩১৯৯১

"কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে"

সাদ্‌কা-খায়রাত

সংকলন :

মোস্তাফিজুর রহমান বিন্ আব্দুল আজিজ আল-মাদানী

লেখক ও গবেষক, বাংলা বিভাগ

বাদ্‌শাহ্ খালিদ্ সেনানিবাস প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা কেন্দ্র

পো: বক্স নং ১০০২৫ ফোন: ০৩-৭৮৭২৪৯১ ফ্যাক্স: ০৩-৭৮৭৩৭২৫

মোবাইল: ০০৯৬৬-৫৫৭০৪৯৩৮২ ই-মেইল: Mmiangi9@gimail.com

Mrhaa_123@hotmail.com / Mrhaam_12345@yahoo.com

Mostafizur.rahman.miangi@skype.com & nimbuzz.com

www.mostafizbd.wordprees.com / mostafizmia1436@fring.com

কে, কে, এম, সি. হাফ্‌র আল্-বাতিন ৩১৯৯১

সম্পাদনা :

শাইখ আবদুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

দ্বিতীয় প্রকাশ : অক্টোবর ২০১২

সূচীপত্রঃ

বিষয়	পৃষ্ঠা
লেখকের কথা	১৩
অবতরণিকা	১৫
সর্বদা সাদকা-খায়রাত করা মানে এ সংক্রান্ত আল্লাহ্’র নির্দেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বাস্তবায়ন করা	১৬
আল্লাহ্ তা‘আলার পথে সাদাকা-খায়রাত করলে তা বহু গুণে পাওয়া যায়	১৭
আল্লাহ্ তা‘আলার সন্তুষ্টির জন্য সাদাকা-খায়রাত করলে তা কখনোই বৃথা যায় না	১৯
সাদাকা-খায়রাত এমন এক ব্যবসা যার কোন ক্ষয়-ক্ষতি নেই	২৩
কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা‘আলার পথে সর্বদা সাদাকা-খায়রাতকারীর কোন ভয়-ভীতি থাকবে না	২৪
আল্লাহ্ তা‘আলার পথে নিজের পছন্দনীয় বস্তু সাদাকা করা মানে সমূহ কল্যাণের নাগাল পাওয়া	২৪
শুধু সাদাকা করার মধ্যেই নয় বরং কাউকে সাদাকা দেয়ার আদেশের মধ্যেও মহা কল্যাণ ও উত্তম প্রতিদান রয়েছে	২৪
আল্লাহ্ তা‘আলার পথে সাদাকা-খায়রাত তাঁর ক্ষমা ও জান্নাত পাওয়ার একটি বিরাট মাধ্যম এবং তা একজন আল্লাহ্ভীরুর বিশেষ বৈশিষ্ট্যও বটে	২৫
যাঁরা আল্লাহ্ তা‘আলার পথে সাদাকা-খায়রাত করেন তাঁরা প্রকৃত ঈমানদার	২৬
আল্লাহ্ তা‘আলার পথে সাদাকা-খায়রাত সাদাকাকারীকে সকল প্রকারের গুনাহ্ ও পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র করে	২৬
আল্লাহ্ তা‘আলার পথে সাদাকা-খায়রাত সাদাকাকারীর সঠিক বিচার-বুদ্ধির পরিচয় বহন করে	২৭
যাঁরা আল্লাহ্ তা‘আলার পথে সাদাকা-খায়রাত করেন সত্যিকারার্থে তাঁরাই কুর‘আনুল কারীম ও আল্লাহ্ তা‘আলার নিদর্শনাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাসী	২৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
যাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার পথে সাদাকা-খায়রাত করেন তাঁরা সত্যিকারার্থেই বিনয়ী	২৯
সাদাকা-খায়রাত পুণ্য তথা জান্নাতের পথ এবং কার্পণ্য অনিষ্ট তথা জাহান্নামের পথকে সহজ করে দেয়	২৯
কার্পণ্যকে ঝেড়ে-মুছে সর্বদা সাদাকা-খায়রাত করতে থাকা সফলতারই সোপান	২৯
আল্লাহ্ তা'আলার পথে সাদাকা-খায়রাত তাঁর নৈকট্য লাভের একটি বিরাট মাধ্যম	৩০
আল্লাহ্ তা'আলার পথে সাদাকা-খায়রাত জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি বিরাট মাধ্যম	৩১
সাদাকাকারীর জন্য প্রতিদিন একজন ফিরিশ্‌তা বরকতের দো'আ করেন	৩৩
লুক্কায়িতভাবে সাদাকা-খায়রাত করলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার আর্‌শের নিচে ছায়া পাওয়া যাবে	৩৩
লুক্কায়িত সাদাকা আল্লাহ্ তা'আলার রাগ ও ক্রোধ নিঃশেষ করে দেয়	৩৪
সাদাকা-খায়রাতের হাত হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ হাত	৩৪
সাদাকা-খায়রাত রুগ্ন ব্যক্তির জন্য এক মহৌষধ	৩৪
সাদাকা-খায়রাত কিয়ামতের দিন সাদাকাকারীকে সূর্যের ভীষণ তাপ থেকে ছায়া দিবে	৩৫
সাদাকা-খায়রাত সাদাকাকারীকে কবরের উত্তাপ থেকে রক্ষা করবে	৩৫
সাদাকা-খায়রাত সাদাকাকারীকে সমূহ বিপদাপদ থেকে রক্ষা করে	৩৫
দীর্ঘস্থায়ী সাদাকার সাওয়াব মৃত্যুর পরেও পাওয়া যায়	৩৬
সাদাকা-খায়রাত হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ আমল	৩৬
সাদাকা-খায়রাতের পাল্লা হচ্ছে সবচাইতে বেশি ভারী	৩৬
সাদাকা সম্পর্কে সাল্‌ফে সালি'হীনদের কিছু কথা	**৩৭**
সাদাকা সংক্রান্ত কিছু কথা	**৪০**
যে ধনী সাদাকা-খায়রাত করে না সে নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্ত	৪০

বিষয়	পৃষ্ঠা
সময় থাকতেই সাদাকা করুন	৪১
ঈমান ও কার্পণ্য আল্লাহ্’র কোন বান্দাহ্’র অন্তরে কখনো একত্রিত হতে পারে না	৪২
সম্পদের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে এমন মুহূর্তে সামান্যটুকু সাদাকা করলেও অনেক বেশি সাওয়াব পাওয়া যায় প্রয়োজনাতিরিক্ত অধিক সম্পদ সাদাকা করার চাইতে	৪৩
আপনি নিজে সাদাকা দিতে সুযোগ পাচ্ছেন না ; তাই অন্যকে বলে রাখবেন আপনার পক্ষ থেকে সাদাকা দিতে, তাতে আপনার সাওয়াবের এতটুকুও ঘাটতি হবে না	৪৪
নিজের কাছে সাদাকা দেয়ার মতো কোন কিছু না থাকলেও অন্যের সাদাকা বন্টনের দায়িত্ব পালন করলে তাতে সাদাকার সাওয়াব পাওয়া যায়	৪৫
নিজের কাছে সাদাকা দেয়ার মতো কোন কিছু না থাকলেও অন্যকে সাদাকা দেওয়ার পরামর্শ দিলে তাতে সাদাকার সাওয়াব পাওয়া যায়	৪৫
আত্মীয়-স্বজনকে সাদাকা-খায়রাত করলে দু’টি সাওয়াব পাওয়া যায়	৪৫
আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যে আবার আপনার প্রতি অধিক শত্রুভাবাপন্ন তাকে সাদাকা-খায়রাত করা আরো বেশি সাওয়াবের কাজ	৪৬
কোন ব্যক্তি তার কোন আত্মীয়-স্বজন বা মনিবের নিকট কোন কিছু চাইলে সে যদি তাকে তা না দেয় তা হলে আল্লাহ্ তা’আলা তার জন্য জাহান্নামের একটি বিষধর সাপ নির্ধারিত করবেন যা তাকে লাগাতার দংশন করবে	৪৬
এ পর্যন্ত কতো টাকা সাদাকা করেছেন অথবা এখন আপনি কতো টাকা সাদাকা করতে যাচ্ছেন তা হিসেব রাখা ঠিক নয়	৪৭
যা পারুন সাদাকা করুন ; টাকা-পয়সা সর্বদা পকেটে পুরিয়ে রাখবেন না	৪৭
সাদাকা-খায়রাত শরীয়ত সম্মত একটি ঈর্ষণীয় বিষয়	৪৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাদাকা লুক্কায়িতভাবে এবং ডান হাতে দিতে হয়	৪৮
কোন কিছু আল্লাহ্ তা'আলার পথে সাদাকা করতে মনে চাইলেই সাথে সাথে তা সাদাকা করুন ; এতটুকুও দেরি করবেন না	৪৯
সাদাকাকারী ও কৃপণের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত	৪৯
প্রত্যেক মুসলিমেরই একান্ত কর্তব্য, নিজের পক্ষ থেকে কিছু না কিছু সাদাকা করা তা যেভাবেই হোক না কেন; তবে সাদাকা দেয়ার মতো তার কাছে কোন কিছু না থাকলে সে যেন কোন না কোন ভালো কাজ করে দেয় তাও তার জন্য সাদাকা হয়ে যাবে	৫০
কেউ সাদাকা করলে তার জন্য দো'আ করতে হয়	৫২
কেউ আপনার নিকট সাদাকা নিতে আসলে আপনি তাকে যথাসাধ্য সন্তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করবেন	৫৩
যারা দুনিয়াতে অঢেল সম্পদের মালিক তারা কিয়ামতের দিন অত্যন্ত গরিব হবেন যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্ তা'আলার পথে বিপুলভাবে সাদাকা-খায়রাত করেন	৫৩
একমাত্র হালাল, পবিত্র এবং উত্তম বস্তুই আল্লাহ্ তা'আলার পথে সাদাকা করতে হয়	৫৪
হারাম বস্তু সাদাকা করলে কোন সাওয়াব পাওয়া যায় না	৫৫
সাদাকা করলে মানুষ গরিব হয়ে যায় এ কথা একমাত্র শয়তানেরই প্রবঞ্চনা	৫৫
কোন জায়গায় সাদাকার আলোচনা চললে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম সাদাকা করবে সে তৎপরবর্তী সকল সাদাকার সাওয়াব একাই পাবে	৫৬
সাদাকাকারীদেরকে তিরস্কার করা মুনাফিকের আলামত	৫৭
কোন জিনিস অতি সামান্য হলেও তা সাদাকা করতে অবহেলা করবেন না	৫৮
যে ব্যক্তি অত্যন্ত গরিব ; অথচ সে এতদ্সত্ত্বেও কারোর কাছে কোন কিছু চায় না তাকেই সাদাকা করা উচিৎ	৫৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
মুত্তাকি ব্যক্তিকে সাদাকা দেয়া অনেক ভালো ; তবে কেউ যদি অভাবে পড়ে ঈমান হারানোর ভয় থাকে তা হলে তাকেও সাদাকা করা প্রয়োজন	৫৯
কৃপণতা সমূহ ধ্বংসের মূল	৬০
কোন দুধেল পশু অথবা যা থেকে সাদাকা গ্রহণকারী সর্বদা বা সুদীর্ঘ কাল লাভবান হতে পারে এমন বস্তু সাদাকা করা বা ধার দেয়া অত্যধিক সাওয়াবের কাজ	৬০
কোন মৃত ব্যক্তির জন্য সাদাকা করলে তা অবশ্যই তার আমলনামায় পৌঁছোয়	৬১
নিজ স্ত্রী-সন্তানের প্রয়োজনীয় খরচ চালানোর মধ্যেও সাদাকার সাওয়াব রয়েছে	৬১
কাউকে কোন কিছু ঋণ দেয়া মানে তাকে তা সাদাকা করা	৬২
যার খাদ্য নেই আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছে করলেই তাকে খাদ্য দিতে পারেন তা হলে আমরা কেন তাকে খাদ্য দেবো এ চিন্তা কাফিরদেরই চিন্তা	৬৩
সময় থাকতেই সাদাকা-খায়রাত করুন ; যাতে মৃত্যুর সময় আপসোস করে বলতে না হয়, আহ্! আর একটু সময় পেলে তো সবগুলো সম্পদ সাদাকা করে ফেলতাম	৬৪
যারা কুর'আন-হাদীস ও মাদ্রাসা-মক্তব নিয়ে ব্যস্ত তাদেরকে যারা সাদাকা দিতে নিষেধ করে তারা মুনাফিক	৬৪
কৃপণতা একমাত্র মুনাফিকেরই পরিচয় এবং তারাই অন্যদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার পথে সাদাকা-খায়রাত করতে নিষেধ করে	৬৫
যারা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এ মর্মে দো'আ করছে যে, হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে যথেষ্ট সম্পদ দিলে আপনার পথে অবশ্যই ব্যয় করবো ; অথচ সম্পদ পেলে আর তাঁর পথে কিছুই ব্যয় করে না তারা খাঁটি মুনাফিক	৬৫
সাদাকা দিতে গিয়ে হঠকারিতা দেখানো অথবা আক্রমণাত্মক আচরণ করা সাদাকা না দেয়ারই শামিল	৬৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
সাধারণত নিজের সচ্ছলতা বজায় রেখেই সাদাকা করা অধিক শ্রেয়	৬৬
তবে কারোর ঈমান সবল হলে তার সামান্য আয় থেকেও কিছু সাদাকা করা তার জন্য অনেক ভালো	৬৭
যা সাদাকা-খায়রাত করা হয় তাই আসল সম্পদ	৬৮
কারোর দেয়া দান-সাদাকা ওয়ারিশি সূত্রে পুনরায় আবার তার নিকট ফেরত আসলে তা গ্রহণ করতে তার কোন অসুবিধে নেই	৬৯
কোন কিছু সাদাকা দেয়ার পর তা কোন ভাবেই নিজের কাছে ফেরত আনা ঠিক নয়	৬৯
একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য সঠিক পন্থায় সাদাকা উসুলকারী আল্লাহ্ তা'আলার পথে যুদ্ধ করার সাওয়াব পাবে যতক্ষণ না সে ঘরে ফিরে আসে	৭০
সাদাকাকারীর জন্য এটা বাধ্যতামূলক নয় যে, সে যথাস্থানে গিয়ে তার সাদাকা পৌঁছিয়ে দিবে। বরং সাদাকা উসুলকারীর উচিৎ তার কাছে গিয়ে সাদাকা উসুল করা	৭০
সাদাকা বা ব্যয়ের স্তর বিন্যাস	৭০
সাদাকা দেয়ার কিছু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র	৭১
জন কল্যাণে পাড়ায় পাড়ায় পানি সরবরাহের জন্য পুকুর বা নলকূপ খনন করা	৭১
কাউকে কোন দুধেল পশু ধার দেয়া	৭৩
কোন ঋণগ্রস্তকে তার ঋণ পরিশোধে সহযোগিতার জন্য যথাসাধ্য সাদাকা দেয়া	৭৪
সুযোগ পেলেই কাউকে খানা খাওয়ানো	৭৪
মানুষের মাঝে যে কোন ধরনের বিশুদ্ধ ধর্মীয় বই-পুস্তক, কুরআন মাজীদ, তাফসীর, সহীহ হাদীস, ওয়ায-নসীহতের বিশুদ্ধ অডিও-ভিডিও কিংবা সিডি ক্যাসেট ও লিফলেট ইত্যাদি বিতরণ করা	৭৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
কুর'আন মাজীদ, তাফসীর, সহীহ হাদীস কিংবা যে কোন বিশুদ্ধ ধর্মীয় বই-পুস্তক, লিফলেট, দেয়ালিকা ইত্যাদি মানুষের মাঝে ফ্রি বিতরণের জন্য দেশে দেশে অত্যাধুনিক প্রিন্টিং প্রেস অথবা আধুনিক রুচি ও উচ্চ মান সম্পন্ন ইসলামী পুস্তক প্রকাশনী প্রতিষ্ঠা করা	৭৭
জায়গায় জায়গায় মসজিদ-মাদ্রাসা ও ধর্মীয় সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা	৭৮
সর্ব সাধারণের জ্ঞান আহরণের সুবিধার জন্য জায়গায় জায়গায় পাঠাগার বা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা	৮০
মানুষের সুবিধার জন্য জায়গায় জায়গায় ফলদার বৃক্ষ রোপণ করা	৮০
মুসাফিরদের রাত্রি যাপনের সুবিধার জন্য ট্রেন বা বাস স্টেশনগুলোর আশে-পাশে খাবারের ব্যবস্থা সহ সম্পূর্ণ আবাসিক হোটেল তৈরি করা	৮১
কোন এতিমের ভরণপোষণের দায়িত্বভার গ্রহণ করা	৮১
বিধবা ও মিসকীনের ভরণপোষণের দায়িত্বভার গ্রহণ করা	৮১
যে কোন রোযাদারকে ইফতার করানো	৮২
পূর্ব যুগের নিষ্ঠাবান সাদাকাকারীদের কিছু ঘটনা	৮২

❊ ❊ ❊

অভিমত

সমাজ নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন এবং সমাজ-জমির বুক থেকে যাঁরা আগাছা তুলে ফেলার চেষ্টা করেন, তাঁদের মধ্যে লেখক মুস্তাফিযুর রহমান মাদানী সাহেব একজন। হক জেনে ও মেনে নিয়ে তার প্রচার করার গুরুদায়িত্ব এবং তার পথে তাঁর অদম্য প্রয়াস ও প্রচেষ্টা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

সমাজ-সংস্কারের সহায়করূপে কাজে দেবে তাঁর এ পুস্তিকাটিও। সমাজে এত পাপ ও পাপীর দাপট যে, অনেকের সাপ থেকে বাঁচা সম্ভব, কিন্তু পাপ থেকে বাঁচা সহজ নয়। বিশ্বায়নের যুগে দ্বীন-বিমুখ সমাজ বহুবিধ পাপের বন্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে। তা দেখে-শুনে প্রত্যেক দায়িত্বশীলের যে কর্তব্য হওয়া উচিৎ, তার কিঞ্চিৎ বহিঃপ্রকাশ এই পুস্তিকার প্রণয়ন।

মহান আল্লাহ্‌'র কাছে আকুল মিনতি, তিনি যেন আমাদেরকে ও লেখককে কলমের জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার তওফীক দিন। দেশে-বিদেশে ইসলামী সর্বাঙ্গ-সুন্দর পরিবেশ গড়ার মহান লক্ষ্যে পুস্তক রচনার কাজ চালিয়ে যাওয়ার তওফীক দিন এবং পাঠক-পাঠিকাকে পুস্তিকার নির্দেশানুযায়ী আমল করার প্রেরণা ও মুসলিম ঘর ও সমাজ গড়ার চেতনা দান করুন। আমীন।

বিনীত-

আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী আল-মাদানী

আল-মাজমাআহ, সঊদী আরব

৩০/১১/১১

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

লেখকের কথাঃ

الْحَمْدُ للهِ الَّذِيْ بِحَمْدِهِ تَدُوْمُ النِّعَمُ، وَالشُّكْرُ للهِ الَّذِيْ بِشُكْرِهِ تَزْدَادُ النِّعَمُ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ أَجْمَعِيْنَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌ তা'আলার জন্য যাঁর প্রশংসায় নিয়ামত স্থিতিশীল হয় এবং সকল কৃতজ্ঞতাও তাঁরই যাঁর কৃতজ্ঞতায় নিয়ামত বেড়ে যায়। সকল সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহ্‌ তা'আলার সর্ব শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির উপর যিনি হচ্ছেন আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবায়ে কিরামের উপর। আরো বর্ষিত হোক ওঁদের উপর যাঁরা কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের নিষ্ঠাবান অনুসারী।

যখন কাউকে ধর্মীয় কোন কাজে দান বা সাদাকা করতে বলা হয় তখন সে মনে করে, আরে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে পয়সা-কড়ি আমি দীর্ঘ দিন যাবৎ অর্জন করেছি কারোর সামান্য কথায় এমনিতেই আমি তা দিয়ে দেবো তা কি করে হয়? এ কষ্টের পয়সা বিনিয়োগের আগে সর্ব প্রথম আমাকে যে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে তা হচ্ছে, এতে আমার কি লাভ? এর বিনিময়ে দুনিয়া বা আখিরাতে আমি কি পাবো? ইত্যাদি ইত্যাদি।

উক্ত মানসিকতার দ্বিধা নিরসনের জন্যই অত্র পুস্তিকাটির অবতারণা। পুস্তিকাটিতে সাদাকার কিছু ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হয়েছে।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হচ্ছে এই যে, এ পুস্তিকাটিতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পৃক্ত যতগুলো হাদীস উল্লিখিত হয়েছে সাধ্যমত উহার বিশুদ্ধতার প্রতি সযত্ন দায়িত্বশীল দৃষ্টি রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে নিদেনপক্ষে সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা নাসেরুদ্দীন আল্‌বানী (রাহিমাহুল্লাহ) এর হাদীস শুদ্ধাশুদ্ধনির্ণয়ন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও সকল যোগ্য গবেষকদের পুনর্বিবেচনার সুবিধার্থে প্রতিটি হাদীসের সাথে তার প্রাপ্তিস্থাননির্দেশ সংযোজন করা হয়েছে। তবুও সম্পূর্ণরূপে নিরেট নির্ভুল

হওয়ার জোর দাবি করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছি না।

শব্দ ও ভাষাগত প্রচুর ভুল-ভ্রান্তি বিজ্ঞ পাঠকবর্গের চক্ষুগোচরে আসা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে ভুল গুরুসামান্য যতটুকুই হোক না কেন লেখকের দৃষ্টিগোচর করলে চরম কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকবো। যে কোন কল্যাণকর পরামর্শ দিয়ে দাওয়াতী স্পৃহাকে আরো বর্ধিত করণে সর্বসাধারণের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি। আল্লাহ্ তা'আলা সবার সহায় হোন।

এ পুস্তিকা প্রকাশে যে কোন জনের যে কোন ধরনের সহযোগিতার জন্য সমুচিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে এতটুকুও কোতাহী করছি না। ইহপরকালে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেককে আকাঙ্ক্ষাতীত কামিয়াব করুন তাই হচ্ছে আমার সর্বোচ্চ আশা। আমীন সুম্মা আমীন ইয়া রাব্বাল 'আলামীন।

সর্বশেষে জনাব শায়েখ আব্দুল হামীদ ফায়যী সাহেবের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে পারছিনে। যিনি অনেক ব্যস্ততার মাঝেও আমার আবেদনক্রমে পাণ্ডুলিপিটি আদ্যপান্ত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখেছেন এবং তাঁর অতীব মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এর উত্তম প্রতিদান দিন এবং তাঁর জ্ঞান আরো বাড়িয়ে দিন এ আশা রেখে এখানেই শেষ করলাম।

লেখক

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অবতরণিকাঃ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য যিনি সর্ব জাহানের প্রতিপালক। সকল দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলদের অধিনায়ক আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবায়ে কিরাম এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের নিষ্ঠাবান সকল অনুসারীদের উপর।

গরিব ও দুস্থ মানুষের সহযোগিতা, তাদের মুখে হাঁসি ফুটানো, সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং পবিত্র ইসলামের প্রচার ও প্রসারে সাদাকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সত্যিই অনস্বীকার্য। তাই তো আল্লাহ্ তা'আলা ইসলাম প্রচারে নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করাকে তাঁর পথে জিহাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَاهَدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ط أُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ (١٥) ﴾

"সত্যিকার মু'মিন ওরা যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর ঈমান আনার পর আর কোন সন্দেহ পোষণ করেনি এবং নিজ সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার পথে জিহাদ করেছে তারাই সত্যনিষ্ঠ"। ('হুজুরাত : ১৫)

বরং আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আন মাজীদে যখনই জিহাদের কথা উল্লেখ করেছেন তখনই মালের জিহাদকে জানের জিহাদের আগেই উল্লেখ করেছেন। উপরোক্ত আয়াত এরই প্রমাণ বহন করে। তবে কুর'আনের একটিমাত্র জায়গায় আল্লাহ্ তা'আলা জানের জিহাদকে মালের জিহাদের আগেই উল্লেখ করেন। যা নিম্নরূপঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّ اللهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ কিনে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। তারা আল্লাহ্ তা'আলার পথে যুদ্ধ করবে। তারা অন্যকে হত্যা করবে এবং পরিশেষে হয়তোবা তারা নিজেরাও হত্যা হয়ে যাবে। (তাওবাহ্ : ১১১)

তাই নিম্নে সাদাকার কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফযীলত বর্ণনা করা হলো। আশা করি মুসলিম জনসাধারণ এতে নিশ্চয়ই উদ্বুদ্ধ হবেন।

১. সর্বদা সাদাকা-খায়রাত করা মানে এ সংক্রান্ত আল্লাহ্'র নির্দেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বাস্তবায়ন করাঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوْا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَ يَوْمٌ لاَ بَيْعٌ فِيْهِ وَلاَ خِلَالٌ ﴾

"(হে রাসূল!) তুমি আমার মু'মিন বান্দাহ্দেরকে বলে দাও, যেন তারা সলাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে (একমাত্র আল্লাহ্'র সন্তুষ্টির জন্য তাঁরই পথে) ব্যয় করে সে দিন আসার পূর্বে যে দিন ক্রয়-বিক্রয় এবং বন্ধুত্ব বলতে কিছুই থাকবে না"। (ইব্রাহীম : ৩১)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ اٰمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهٖ وَأَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ط فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوْا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيْرٌ (٧) ﴾

"তোমরা আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি ঈমান আনো এবং আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন তা থেকে কিছু (তাঁর রাস্তায়) ব্যয় করো। অতএব তোমাদের মধ্য থেকে যারা (আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর) ঈমান এনেছে এবং (তাঁর রাস্তায় নিজেদের ধন-সম্পদ) ব্যয় করেছে তাদের

জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার"। ('হাদীদ : ৭)

২. আল্লাহ্ তা'আলার পথে সাদাকা-খায়রাত করলে তা বহু গুণে পাওয়া যায়ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ أَضْعَافًا كَثِيْرَةً ط وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ص وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ (٢٤٥)﴾

"তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে আল্লাহ্ তা'আলাকে উত্তম ঋণ দিবে তথা আল্লাহ্ তা'আলার পথে সাদাকা করবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তা বহু বহু গুণে বাড়িয়ে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলাই কাউকে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল করেন এবং তাঁর দিকেই তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তিত হতে হবে"। (বাক্বারাহ্ : ২৪৫)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ط وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ط وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (٢٦١) اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ أَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ أَذًى لا لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ج وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (٢٦٢)﴾

"যারা আল্লাহ্ তা'আলার পথে নিজেদের ধন-সম্পদগুলো ব্যয় করে তাদের উপমা যেমন একটি শস্য বীজ। যা থেকে উৎপন্ন হয়েছে সাতটি শীষ। প্রত্যেক শীষে রয়েছে শত শস্য। আর আল্লাহ্ তা'আলা যার জন্য ইচ্ছে করবেন তাকে আরো বাড়িয়ে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা হচ্ছেন মহান দাতা ও মহাজ্ঞানী। যারা আল্লাহ্ তা'আলার পথে নিজেদের ধন-সম্পদগুলো ব্যয় করে এবং সে জন্য কাউকে খোঁটাও দেয় না, না দেয় কষ্ট। তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে বিশেষ পুরস্কার। বস্তুতঃ তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা কখনো চিন্তাগ্রস্তও হবে না"।

(বাক্বারাহ্ : ২৬১-২৬২)

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ إِنْ تُقْرِضُوْا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، وَاللهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴾

"তোমরা যদি আল্লাহ্ তা'আলাকে উত্তম ঋণ দান করো তথা তাঁর পথে সাদাকা-খায়রাত করো তা হলে তিনি তোমাদেরকে তা বহু গুণে বাড়িয়ে দিবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা মহা গুণগ্রাহী ও অত্যন্ত সহনশীল"। (তাগাবুন : ১৭)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ إِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوْا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضَاعَفُ لَهُمْ، وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيْمٌ ﴾

"নিশ্চয়ই দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারী এবং যারা আল্লাহ্ তা'আলাকে উত্তম ঋণ দান করে তাদেরকে দেয়া হবে বহুগুণ বেশী সাওয়াব এবং তাদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত সম্মানজনক মহা পুরস্কার।

('হাদীদ : ১৮)

তিনি আরো বলেনঃ

﴿يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِيْ الصَّدَقَاتِ، وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيْمٍ ﴾

"আল্লাহ্ তা'আলা সুদের বরকত উঠিয়ে নেন এবং সাদাকা বর্ধিত করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা অতি কৃতঘ্ন তথা কাফির পাপাচারীদেরকে ভালোবাসেন না"। (বাক্বারাহ্ : ২৭৬)

কোন সাদাকায় সাতটি গুণ পাওয়া গেলে তা বহুগুণে বেড়ে যায়। যা নিম্নরূপঃ

ক. সাদাকা হালাল হওয়া।

খ. নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও সাদাকা করা।

গ. দ্রুত সাদাকা করা।

ঘ. পছন্দনীয় বস্তু সাদাকা করা।

ঙ. লুক্কায়িতভাবে সাদাকা করা।

চ. সাদাকা দিয়ে তুলনা না দেয়া।

ছ. সাদাকা গ্রহিতাকে কোনভাবে কষ্ট না দেয়া।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

مَنْ تَصَدَّقَ بِعِدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ – وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ – فَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِيْنِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّيْ أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ حَتَّى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ

"যে ব্যক্তি হালাল কামাই থেকে একটি খেজুর সমপরিমাণ সাদাকা করবে (আর আল্লাহ্ তা'আলা তো একমাত্র হালাল বস্তুই গ্রহণ করে থাকেন) আল্লাহ্ তা'আলা তা ডান হাতে গ্রহণ করবেন। অতঃপর তা তার কল্যাণেই বর্ধিত করবেন যেমনিভাবে তোমাদের কেউ একটি ঘোড়ার বাচ্চাকে সুন্দরভাবে লালন-পালন করে বর্ধিত করে। এমনকি আল্লাহ্ তা'আলা পরিশেষে সে খেজুর সমপরিমাণ বস্তুটিকে একটি পাহাড় সমপরিমাণ বানিয়ে দেন"। (বুখারী, হাদীস ১৪১০)

৩. একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য সাদাকা-খায়রাত করলে তা কখনোই বৃথা যায় নাঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۢ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ج فَإِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ط وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (٢٦٥) ﴾

"যারা পরকালের প্রতিদানে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যই তাঁর পথে দান করে তাদের উপমা যেমন উঁচু জমিনে অবস্থিত একটি উদ্যান। তাতে প্রবল বৃষ্টি হলে ফসল হয় দ্বিগুণ। আর তা না হলে শিশিরই সে জমিনের জন্য যথেষ্ট। তোমরা যাই করছো আল্লাহ্ তা'আলা তা সবই দেখছেন"। (বাক্বারাহ্ : ২৬৫)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ، وَمَا تُنْفِقُوْنَ إِلاَّ ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللهِ، وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُوْنَ ﴾

“তোমরা যে ধন-সম্পদগুলো আল্লাহ্ তা‘আলার পথে ব্যয় করো তা তো তোমাদের নিজেদের জন্যই। তবে একমাত্র আল্লাহ্ তা‘আলার সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে নিজেদের ধন-সম্পদগুলো ব্যয় করো না। যা কিছুই তোমরা আল্লাহ্ তা‘আলার পথে ব্যয় করবে তা তোমাদেরকে পূর্ণভাবেই দেয়া হবে। এতটুকুও তোমাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।
(বাক্বারাহ্ : ২৭২)

তিনি আরো বলেনঃ

﴿ وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً وَّلَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴾

“তেমনিভাবে তারা ছোট-বড় যা কিছুই (আল্লাহ্ তা‘আলার পথে) ব্যয় করুক না কেন এবং যে প্রান্তরই তারা অতিক্রম করুক না কেন তা সবই তাদের নামে লেখা হবে যেন আল্লাহ্ তা‘আলা তাদের কৃতকর্ম সমূহের অতি উত্তম বিনিময় দিতে পারেন”। (তাওবাহ্ : ১২১)

আল্লাহ্ তা‘আলা আরো বলেনঃ

﴿وَمَآ أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ﴾

“তোমরা যা কিছু দান করবে আল্লাহ্ তা‘আলা উহার প্রতিদান অবশ্যই দিবেন। তিনি তো হলেন উত্তম রিযিকদাতা”। (সাবা’ : ৩৯)

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

انَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ لِيْ: أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ

“আল্লাহ্ তা‘আলা আমাকে বলেছেনঃ তুমি দান করো। আমিও তোমাকে দান করবো”।[১]

আব্দুল্লাহ্ বিন্ ’উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

انَّ اللهَ إِذَا اسْتُوْدِعَ شَيْئًا حَفِظَهُ

---

১ (মুসলিম, হাদীস ৯৯৩)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কোন কিছু আমানত রাখা হলে তিনি তা হিফাজত করেন"।[১]

অনেকেই একটি টাকা সাদাকা করতে এক হাজার বার ভাবেন, এ টাকাটা কি কাজে লাগবে? এ টাকাটা কোথায় যাবে? এ লোকটার উপর তো আস্থা রাখা যায় না? মনে হয় সে খেয়ে ফেলবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

আরে আপনাকে এতো কিছু চিন্তা করতে হবে না। আপনি শুধু এতটুকুই দেখবেন যে, যদি লোকটি নিজের জন্যেই আপনার কাছে সাদাকা চেয়ে থাকে তা হলে লোকটি কি ব্যক্তিগতভাবে সাদাকা খাওয়ার উপযুক্ত? না কি নয়? তবে এ ব্যাপারটা তার বাহ্যিক রূপ দেখলেই সাধারণত অনুমান করা যায়। তার সম্পর্কে প্রচুর খোঁজাখুঁজির কোন প্রয়োজন নেই। বেশি খোঁজাখুঁজি করা মানে সাদাকা না দেয়ারই ভান করা।

একদা দু' ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিদায়ী হজ্জে তাঁর নিকট সাদাকা প্রার্থনা করে। তখন তিনি মানুষদের মাঝে সাদাকা বন্টন করছিলেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের দিকে এক পলক তাকিয়ে আবার নিজ চক্ষু নিম্নগামী করে নেন। তাদেরকে সুঠাম ও শক্তিশালীই মনে হচ্ছিলো। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ

انْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلاَ حَظَّ فِيْهَا لِغَنِيٍّ، وَلاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ

"যদি তোমরা চাও তা হলে আমি তোমাদেরকে সাদাকা দিতে পারি। তবে মনে রাখবে, কোন ধনী ও শক্তিশালী কর্মক্ষম ব্যক্তি সাদাকা খেতে পারে না তথা সাদাকায় তার কোন অধিকার নেই"।[২]

আর যদি লোকটি নিজের জন্য সাদাকা না চেয়ে বরং তিনি অন্য কোন ধর্মীয় কাজের জন্য সাদাকা চান তখন আপনার দেখার বিষয় হবে, লোকটি কি নিজেই কাজটি করতে যাচ্ছেন, না কি অন্য জন। যদি তিনি নিজেই কাজটি করতে যাচ্ছেন বলে দাবি করেন তা হলে দেখবেন, লোকটি কি উক্ত কাজ করার উপযুক্ততা রাখেন, না কি রাখেন না ? যদি তিনি সত্যিই উক্ত কাজ সম্পাদনের উপযুক্ততা রেখে থাকেন এবং এ সম্পর্কে তাঁর পূর্ণ

১ (স'হী'হুত্ তার্‌গীবি ওয়াত্ তার্‌হীব, হাদীস ৮৭৪)
২ (আবু দাউদ, হাদীস ১৬৩৩)

অভিজ্ঞতা রয়েছে বলে আপনার ধারণা হয় তা হলে তাঁর দিকে সহযোগিতার হাত যথাসাধ্য বাড়াবেন। আর যদি তিনি অথবা তিনি যাঁর প্রতিনিধি কেউই উক্ত কাজের পূর্ণ অভিজ্ঞতা রাখেন না। আর কাজটি উক্ত সমাজে সম্পাদিত হওয়া খুবই প্রয়োজন তা হলে আপনার কাজ হবে, তাঁকে সহযোগিতা না করে এ কাজের যোগ্য ব্যক্তি খুঁজে তাঁর হাতে উক্ত কাজের দায়িত্ব অর্পণ করে তাঁর যথাসাধ্য সহযোগিতা করা। উপরন্তু তিনি টাকাটি কাজে লাগাবেন, না কি খেয়ে ফেলবেন এ জাতীয় চিন্তা অমূলক। কারণ, এ জাতীয় চিন্তা করা মানে কাজটি না করার ভান করা। তবে লোকটির অর্থ আত্মসাতের পূর্ব রেকর্ড থাকলে তা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে এবং তাঁর বিকল্প খুঁজতে হবে।

এতটুকু বিশ্বাসের উপর আপনি যদি কাউকে কোন সহযোগিতা করলেন। কিন্তু বাস্তবে তিনি উক্ত কাজের অনুপযুক্ত প্রমাণিত হলেন অথবা তাঁর দ্বারা আত্মসাতের ন্যায় ঘৃণ্য কাজটি সংঘটিত হলো অথবা তিনি নিজেই সাদাকা খাওয়ার অনুপযুক্ত প্রমাণিত হলো তা হলে আপনার দান এতটুকুও বৃথা যাবে না। বরং তা আপনি আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট পূর্ণভাবেই পেয়ে যাবেন।

আবু হুরাইরাহ্‌ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

قَالَ رَجُلٌ : لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِيْ يَدِ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ : تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ، قَالَ: اللَّهُمَّ! لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ، لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِيْ يَدِ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ : تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ، قَالَ: اللَّهُمَّ! لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِيٍّ، لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِيْ يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ : تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ! لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ وَعَلَى سَارِقٍ، فَأُتِيَ فَقِيْلَ لَهُ : أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ، أَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ زِنَاهَا، وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا

أَعْطَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَعَلَّ السَّارِقَ يَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ

“জনৈক ব্যক্তি মনে মনে বললোঃ আজ রাত আমি সাদাকা দেবো। যখন রাত হলো তখন সে সাদাকা নিয়ে বের হলো এবং জনৈকা ব্যভিচারিণীকে তা দিয়ে দিলো। সকাল বেলায় লোকেরা বলতে শুরু করলোঃ আজ রাত জনৈকা ব্যভিচারিণীকে সাদাকা দেয়া হয়েছে। তখন সে বললোঃ হে আল্লাহ্! সকল প্রসংশা একমাত্র তোমারই জন্য। আমার সাদাকাটা তো পড়ে গেলো জনৈকা ব্যভিচারিণীর হাতে। আমি আবারো সাদাকা দেবো। যখন রাত হলো তখন সে সাদাকা নিয়ে আবারো বের হলো এবং জনৈক ধনী ব্যক্তিকে তা দিয়ে দিলো। সকাল বেলায় লোকেরা বলতে শুরু করলোঃ আজ রাত জনৈক ধনীকে সাদাকা দেয়া হয়েছে। তখন সে বললোঃ হে আল্লাহ্! সকল প্রসংশা একমাত্র তোমারই জন্য। আমার সাদাকাটা তো পড়ে গেলো জনৈক ধনীর হাতে। আমি আবারো সাদাকা দেবো। যখন রাত হলো তখন সে আবারো সাদাকা নিয়ে বের হলো এবং জনৈক চোরকে তা দিয়ে দিলো। সকাল বেলায় লোকেরা বলতে শুরু করলোঃ আজ রাত জনৈক চোরকে সাদাকা দেয়া হয়েছে। তখন সে বললোঃ হে আল্লাহ্! সকল প্রসংশা একমাত্র তোমারই জন্য। আমার সাদাকাটা তো পড়ে গেলো জনৈকা ব্যভিচারিণী, জনৈক ধনী এবং জনৈক চোরের হাতে। তখন তাকে স্বপ্নযোগে বলা হলোঃ তোমার সকল সাদাকাই গ্রহণযোগ্য হয়েছে। হয়তো বা তোমার সাদাকার কারণে ব্যভিচারিণী ব্যভিচার ছেড়ে দেবে, ধনী ব্যক্তি এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সেও আল্লাহ্'র পথে সাদাকা দেয়া শুরু করবে এবং চোরটিও চুরি করা ছেড়ে দিবে”।[১]

৪. সর্বদা সাদাকা-খায়রাত আল্লাহ্ তা'আলার সাথে এমন এক ব্যবসা যার কোন ক্ষয়-ক্ষতি নেইঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَأَقَامُوْا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ، لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُوْرَهُمْ وَيَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ، إِنَّهُ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ﴾

১ (বুখারী, হাদীস ১৪২১ মুসলিম, হাদীস ১০২২)

“নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্ তা‘আলার কিতাব তিলাওয়াত করে, সলাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিয্‌ক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে (একমাত্র আল্লাহ্’র সন্তুষ্টির জন্য তাঁরই পথে) ব্যয় করে বস্তুতঃ তারাই আশা করছে এমন এক ব্যবসার যার কোন ক্ষয়-ক্ষতি নেই। যেন আল্লাহ্ তা‘আলা তাদেরকে নিজ কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দিতে পারেন। এমনকি তিনি নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরো বেশী করে দিবেন। তিনি তো অত্যন্ত ক্ষমাশীল সুকৃতজ্ঞ”। (ফাত্বির : ২৯-৩০)

৫. কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা‘আলার পথে সর্বদা সাদাকা-খায়রাতকারীর কোন ভয়-ভীতি থাকবে নাঃ

আল্লাহ্ তা‘আলা বলেনঃ

﴿ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَـهُمْ بِاللَّيْـلِ وَالنَّهَـارِ سِرًّا وَّعَلاَنِيَةً فَلَهُـمْ أَجْـرُهُمْ عِنْـدَ رَبِّهِمْ، وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴾

“যারা নিজেদের ধন-সম্পদগুলো আল্লাহ্ তা‘আলার পথেই রাত-দিন প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে দান করবে তাদের প্রতিদান সমূহ তাদের প্রভুর নিকটই রক্ষিত থাকবে। কিয়ামতের দিন তাদের কোন ভয়-ভীতি থাকবে না এবং তারা কখনো চিন্তাগ্রস্তও হবে না”। (বাক্বারাহ্ : ২৭৪)

৬. আল্লাহ্ তা‘আলার পথে নিজের পছন্দনীয় বস্তু সাদাকা করা মানে সমূহ কল্যাণের নাগাল পাওয়াঃ

আল্লাহ্ তা‘আলা বলেনঃ

﴿ لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴾

“তোমরা কখনোই কল্যাণের নাগাল পাবে না যতক্ষণ না তোমরা নিজের পছন্দনীয় বস্তু সাদাকা করো। তোমরা যা কিছুই আল্লাহ্ তা‘আলার পথে ব্যয় করো তা সবই তিনি ভালোভাবে জানেন”। (আলি ’ইমরান : ৯২)

৭. শুধু সাদাকা করার মধ্যেই নয় বরং কাউকে সাদাকা দেয়ার আদেশের মধ্যেও মহা কল্যাণ এবং উত্তম প্রতিদান রয়েছেঃ

আল্লাহ্ তা‘আলা বলেনঃ

﴿لاَ خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوْفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ، وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ أَجْرًا عَظِيْمًا﴾

"তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই। তবে যে ব্যক্তি সাদকা-খায়রাত, সৎ কাজ ও মানুষের মাঝে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয় তাতে অবশ্যই কল্যাণ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি পাওয়ার আশায় যে ব্যক্তি এমন করবে তাকে আমি অচিরেই মহা পুরস্কার দেবো"।

(নিসা' : ১১৪)

৮. আল্লাহ্ তা'আলার পথে সর্বদা সাদাকা-খায়রাত তাঁর ক্ষমা ও জান্নাত পাওয়ার একটি বিরাট মাধ্যম এবং তা একজন আল্লাহ্‌ভীরুর বিশেষ বৈশিষ্ট্যও বটেঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَسَارِعُوْآ إِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ لا أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ لا (١٣٣) الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ط وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ج (١٣٤)﴾

"তোমরা নিজ প্রভুর ক্ষমা ও জান্নাতের প্রতি দ্রুত ধাবিত হও। যার প্রসারতা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সদৃশ। যা তৈরি করা হয়েছে আল্লাহ্‌ভীরুদের জন্য। যারা স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছলাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার পথে দান করে, ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে। আর আল্লাহ্ তা'আলা সৎকর্মশীলদেরকে ভালোবাসেন"। (আলি 'ইমরান : ১৩৩-১৩৪)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ لا (١٥) اٰخِذِيْنَ مَا اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ ط إِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ط (١٦) كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ (١٧) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ (١٨) وَفِيْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ (١٩)﴾

"সে দিন মুত্তাকীরা থাকবেন প্রস্রবণ বিশিষ্ট জান্নাতে। তাঁরা সেখানে

উপভোগ করবেন যা তাঁদের প্রভু তখন তাঁদেরকে দিবেন। কারণ, তাঁরা ছিলেন ইতিপূর্বে দুনিয়ার বুকে সৎকর্মপরায়ণ। তাঁরা রাত্রি বেলায় কম ঘুমাতো এবং শেষ রাতে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতো। তাদের সম্পদে রয়েছে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতের অধিকার"। (যারিয়াত : ১৫-১৯)

৯. যাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার পথে সর্বদা সাদাকা-খায়রাত করেন তাঁরা প্রকৃত ঈমানদারঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ج لا (٢) الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ط (٣) أُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ط لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ج (٤) ﴾

"সত্যিকারের মু'মিন ওরাই যাদের সামনে আল্লাহ্ তা'আলার কথা স্মরণ করা হলে তাদের অন্তরগুলো ভয়ে কেঁপে উঠে, তাঁর আয়াত সমূহ পাঠ করা হলে তাদের ঈমান আরো বেড়ে যায়, উপরন্তু তারা সর্বদা নিজ প্রভুর উপর নির্ভরশীল থাকে। যারা সলাত কায়েম করে এবং তাঁর দেয়া সম্পদ থেকে তাঁর পথে সাদাকা করে। তারাই হচ্ছে প্রকৃত ঈমানদার। তাদের জন্য রয়েছে তাদের প্রভুর নিকট সুউচ্চ আসন, ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা"। (আন্‌ফাল : ২-৪)

১০. আল্লাহ্ তা'আলার পথে সর্বদা সাদাকা-খায়রাত সাদাকাকারীকে সকল প্রকারের গুনাহ্ ও পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র করেঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ط إِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ط وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (١٠٣) أَلَمْ يَعْلَمُوْٓا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَأْخُذُ الصَّدَقٰتِ وَأَنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ (١٠٤) ﴾

“(হে নবী!) তুমি তাদের সম্পদ থেকে সাদাকা-খয়রাত নিয়ে তাদেরকে পাক ও পবিত্র করো এবং তাদের জন্য দো‘আ করো। নিশ্চয়ই তোমার দো‘আ তাদের জন্য শান্তি সরূপ। আল্লাহ্ তা‘আলা তো সবই শুনেন এবং সবই জানেন। তারা কি এ ব্যাপারে অবগত নয় যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর বান্দাদের তাওবা কবুল করেন এবং তাদের দান-খায়রাত গ্রহণ করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা‘আলা তাওবা কবুলকারী অতীব দয়ালু”। (তাওবাহ্ : ১০৩-১০৪)

জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কা’ব বিন্ ’উজরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু) কে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْـخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْـمَاءُ النَّارَ

“সাদাকা-খায়রাত গুনাহ্ সমূহ মুছিয়ে দেয় যেমনিভাবে নিভিয়ে দেয় পানি আগুনকে”।[১]

১১. আল্লাহ্ তা‘আলার পথে সর্বদা সাদাকা-খায়রাত সাদাকাকারীর সঠিক বিচার-বুদ্ধির পরিচয় বহন করেঃ

আল্লাহ্ তা‘আলা বলেনঃ

﴿ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمٰى ط إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ لا (١٩) الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ لا (٢٠) وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ أَمَرَ اللهُ بِهٖ أَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوءَ الْحِسَابِ ط (٢١) وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَأَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَّيَدْرَأُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ لا (٢٢) جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ج (٢٣) سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ط (٢٤) ﴾

১ (আহ্‌মাদ্ ৩/৩২১-৩৯৯)

"তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যে ব্যক্তি সত্য বলে বিশ্বাস করে সে আর অন্ধ কি সমান? বস্তুতঃ সত্যিকার বিবেকবানরাই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে। যারা আল্লাহ্ তা'আলাকে দেয়া অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং কোন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না। যারা আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশিত সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখে এবং তাঁকে ভয় পায়। আরো ভয় পায় কিয়ামতের কঠিন হিসাবকে। যারা তাদের প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ধৈর্য ধারণ করে, সলাত কায়েম করে, তাঁর দেয়া সম্পদ তাঁরই পথে গোপনে ও প্রকাশ্যে অকাতরে ব্যয় করে এবং ভালো দ্বারা মন্দ দূরীভূত করে। তাদের জন্যই রয়েছে শুভ পরিণাম স্থায়ী জান্নাত। যাতে তারা, তাদের সৎকর্মশীল পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততি প্রবেশ করবে। ফিরিশ্তাগণ হাজির হবে তাদের সম্মানার্থে প্রত্যেক দরোজা দিয়ে। তারা বলবেঃ তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। কারণ, তোমরা (দুনিয়াতে বহু) ধৈর্য ধারণ করেছিলে। কতোই না চমৎকার এ শুভ পরিণাম"। (রাদ্ : ১৯-২৪)

১২. যাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার পথে সর্বদা সাদাকা-খায়রাত করেন সত্যিকারার্থে তাঁরাই কুর'আনুল কারীম ও আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাসীঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَّسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ السجدة ج (١٥) تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّطَمَعًا ز وَّمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ (١٦) ﴾

"শুধুমাত্র তারাই আমার আয়াত ও নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে যাদেরকে এ ব্যাপারে স্মরণ করিয়ে দেয়া হলে তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের প্রভুর সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করে। উপরন্তু তারা এ ব্যাপারে এতটুকুও অহংকার দেখায় না। তারা (রাত্রিবেলায়) আরামের শয্যা ত্যাগ করে তাদের প্রভুকে ডাকে আশা ও আশঙ্কায় এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে আমার পথে সাদাকা-খায়রাত করে"। (সাজ্দাহ্ : ১৫-১৬)

১৩. যাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার পথে সর্বদা সাদাকা-খায়রাত করেন তাঁরা সত্যিকারার্থেই বিনয়ীঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيْنَ، الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَالصَّابِرِيْنَ عَلٰى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴾

"(হে রাসূল!) তুমি সুসংবাদ দাও বিনয়ীদেরকে। যাদের সামনে আল্লাহ্'র নাম স্মরণ করা হলে তাদের অন্তর ভয়ে কেঁপে উঠে এবং যারা বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করে ও সলাত কায়েম করে এবং তাদেরকে আমি যা রিয্ক দিয়েছি তা থেকে (তাঁর পথে) ব্যয় করে"। (হাজ্জ : ৩৪-৩৫)

১৪. সর্বদা সাদাকা-খায়রাত পুণ্য তথা জান্নাতের পথ এবং কার্পণ্য অনিষ্ট তথা জাহান্নামের পথকে সহজ করে দেয়ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطٰى وَاتَّقٰى ﻻ (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ﻻ (٦) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرٰى ﻁ (٧) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ﻻ (٨) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ﻻ (٩) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرٰى ﻁ (١٠) ﴾

"সুতরাং যে ব্যক্তি (একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য তাঁরই পথে) দান করলো, আল্লাহ্ভীরু হলো এবং পুণ্যের প্রতিদান তথা জান্নাতকে সত্য বলে জ্ঞান করলো অচিরেই আমি তার জন্য পুণ্য তথা জান্নাতের পথকে সহজ করে দেবো। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কার্পণ্য করলো ও নিজকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলো এবং পুণ্যের প্রতিদান তথা জান্নাতকে মিথ্যা বলে জ্ঞান করলো অচিরেই আমি তার জন্য কঠিন পরিণাম তথা জাহান্নামের পথকে সহজ করে দেবো"। (লাইল : ৫-১০)

১৫. কার্পণ্যকে ঝেড়ে-মুছে সর্বদা সাদাকা-খায়রাত করতে থাকা সফলতারই সোপানঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ﻁ وَاللهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيْمٌ (١٥) فَاتَّقُوا اللهَ مَا

اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا وَأَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ ط وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِه

فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (١٦)﴾

"তোমার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য একটি পরীক্ষার বিষয়। তবে (এ পরীক্ষায় পাশ করতে পারলে) তোমাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মহা পুরস্কার। তাই তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে যথাসাধ্য ভয় করো, তাঁর কথা শুনো, তাঁর আনুগত্য করো এবং তাঁরই পথে ব্যয় করো যা তোমাদের জন্য সত্যিই কল্যাণকর। বস্তুতঃ যারা হৃদয়ের কার্পণ্য থেকে মুক্ত তারাই সফলকাম"। (তাগাবুন : ১৫-১৬)

১৬. আল্লাহ্ তা'আলার পথে সাদাকা-খায়রাত তাঁর নৈকট্য লাভের বিরাট একটি মাধ্যমঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَآئِرَ ط عَلَيْهِمْ

دَآئِرَةُ السَّوْءِ ط وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (٩٨) وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ ط أَلَآ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ط

سَيُدْخِلُهُمُ اللهُ فِيْ رَحْمَتِه ط إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ع (٩٩)﴾

"মরুবাসীদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা (আল্লাহ্ তা'আলার পথে) ব্যয় করাকে জরিমানা মনে করে এবং তোমাদের প্রতি কালের আবর্তন তথা বিপদাপদের অপেক্ষায় থাকে। বস্তুতঃ কালের অশুভ আবর্তন তথা বিপদাপদ তাদের উপরই বর্তাবে। আল্লাহ্ তা'আলা তো সবই শুনেন এবং সবই জানেন। পক্ষান্তরে মরুবাসীদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালের প্রতি পূর্ণ ঈমান রাখে এবং তারা (আল্লাহ্ তা'আলার পথে) ব্যয় করাকে তাঁর সান্নিধ্য ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দো'আ লাভের উপকরণ বলে মনে করে। জেনে রাখো, তাদের উক্ত ব্যয় নিঃসন্দেহে তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভের বিরাট একটি কারণ। অচিরেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে নিজ রহ্মতে প্রবেশ করাবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু"। (তাওবাহ্ : ৯৮-৯৯)

১৭. আল্লাহ্ তা'আলার পথে সাদাকা-খায়রাত জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার বিরাট একটি মাধ্যমঃ

আল্লাহ্ তা'আলার পথে সাদাকা-খায়রাত করা জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি বিরাট মাধ্যম।

'আদি' বিন্ 'হাতিম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

اتَّقُوْا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

"তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো। এমনকি একটি খেজুরের একাংশ সাদাকা করে হলেও"।[১]

'আদি' বিন্ 'হাতিম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَطُوْفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ، لاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ، ثُمَّ لَيَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ، وَلاَ تَرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ، ثُمَّ لَيَقُوْلَنَّ لَهُ : أَلَمْ أُوْتِكَ مَالاً ؟ فَلَيَقُوْلَنَّ : بَلَى، ثُمَّ لَيَقُوْلَنَّ : أَلَمْ أُرْسِلْ إِلَيْكَ رَسُوْلاً ؟ فَلَيَقُوْلَنَّ : بَلَى، فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِيْنِهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ، ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ النَّارَ، فَلْيَتَّقِيَنَّ أَحَدُكُمُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ

"কিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না তোমাদের কেউ সাদাকা নিয়ে ঘুরে বেড়াবে। সে এমন লোক খুঁজে পাবে না যে তা গ্রহণ করবে। অতঃপর তোমাদের প্রত্যেককেই কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার সামনে উপস্থিত হতে হবে। তখন আল্লাহ্ তা'আলা ও তার মাঝে কোন পর্দা থাকবে না। না থাকবে কোন অনুবাদক। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বলবেনঃ আমি কি তোমাকে সম্পদ দেইনি? তখন সে বলবেঃ অবশ্যই দিয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে আরো বলবেনঃ আমি কি তোমার নিকট কোন রাসূল পাঠাইনি? তখন সে বলবেঃ অবশ্যই পাঠিয়েছেন। তখন সে তার ডানে

---

১ (বুখারী, হাদীস ১৪১৭ মুসলিম, হাদীস ১০১৬)

তাকাবে এবং আগুন ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। অতঃপর সে তার বামে তাকাবে এবং আগুন ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। অতএব তোমাদের প্রত্যেকেরই জাহান্নাম থেকে বাঁচতে চেষ্টা করা অবশ্যই কর্তব্য। এমনকি একটি খেজুরের অর্ধাংশ সাদাকা করে হলেও। আর যদি তা না পাও তা হলে একটি সুন্দর উপদেশ মূলক কথা বলে হয়েও"।[১]

'হারিস আশ্‌'আরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَى يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهِنَّ، وَيَأْمُرَ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَنْ يَعْمَلُوْا بِهِنَّ – فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ إِلَى أَنْ قَالَ فِيْهِ -: وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَمَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ، فَأَوْثَقُوْا يَدَهُ إِلَى عُنُقِهِ، وَقَرَّبُوْهُ لِيَضْرِبُوْا عُنُقَهُ، فَجَعَلَ يَقُوْلُ: هَلْ لَكُمْ أَنْ أَفْدِيَ نَفْسِيْ مِنْكُمْ؟ وَجَعَلَ يُعْطِيْ الْقَلِيْلَ وَالْكَثِيْرَ حَتَّى فَدَى نَفْسَهُ

"আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহ্‌ইয়া (আলাইহিস সালাম) এর নিকট পাঁচটি বাক্য প্রত্যাদেশ হিসেবে পাঠান ; যাতে তিনি সেগুলোর উপর আমল করেন এবং সকল বনী ইস্রাঈলকে আদেশ করেন সেগুলোর উপর আমল করার জন্য। তার মধ্যে একটি হচ্ছে, আমি তোমাদেরকে সাদাকার আদেশ করছি। সাদাকার দৃষ্টান্ত এমন এক ব্যক্তির ন্যায় যাকে শত্রু পক্ষ বন্দী করেছে। এমনকি তারা তার হাত-পা শক্ত করে বেঁধে তাকে হত্যা করার জন্য যথাস্থানে উপস্থিত করেছে। তখন সে বললোঃ তোমরা কি আমাকে সম্পদের বিনিময়ে ছেড়ে দিবে? এ বলে সে কম-বেশি যা পেরেছে দিয়ে তাদের হাত থেকে নিজকে মুক্ত করেছে"।[২]

১ (বুখারী, হাদীস ১৪১৩, ৩৫৯৫)
২ (তিরমিযী, হাদীস ২৮৬৩)

১৮. সাদাকাকারীর জন্য প্রতিদিন একজন ফিরিশ্‌তা বরকতের দো‘আ করেনঃ

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ إِلاَّ مَلَكَانُ يَنْزِلاَنِ، فَيَقُوْلُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُوْلُ الْآخَرُ: اللَّهُمْ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا

"প্রতিদিন সকাল বেলায় দু' জন ফিরিশ্‌তা অবতীর্ণ হন। তাদের একজন বলেনঃ হে আল্লাহ্! আপনি দানকারীর সম্পদ আরো বাড়িয়ে দিন। অন্য জন বলেনঃ হে আল্লাহ্! আপনি কৃপণের সম্পদ ধ্বংস করে দিন"[১]।

১৯. লুক্কায়িতভাবে সাদাকা-খায়রাত করলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা‘আলার আর্‌শের নিচে ছায়া পাওয়া যাবেঃ

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ تَعَالَى فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِيْ الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِيْ اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّيْ أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

"সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ্ তা‘আলা কিয়ামতের দিন আর্‌শের নিচে ছায়া দিবেন যে দিন আর কোন ছায়া থাকবে না। প্রথম শ্রেণী হচ্ছে এমন রাষ্ট্রপতি যিনি সর্বদা ইন্‌সাফের উপরই প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে এমন যুবক যে ছোট থেকেই আল্লাহ্ তা‘আলার ইবাদাতের উপর বেড়ে উঠেছে। তৃতীয় শ্রেণী হচ্ছে এমন ব্যক্তি যার অন্তর সর্বদা মসজিদের সাথেই লাগানো। চতুর্থ শ্রেণী হচ্ছে এমন দু' ব্যক্তি যারা একমাত্র আল্লাহ্ তা‘আলার

---

১ (বুখারী, হাদীস ১৪৪২ মুসলিম, হাদীস ১০১০)

সন্তুষ্টির জন্যই একে অপরকে ভালোবেসেছে। আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যই তারা পরস্পর একত্রিত হয় এবং তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়। পঞ্চম শ্রেণী হচ্ছে এমন পুরুষ যাকে কোন প্রভাবশালী সুন্দরী মহিলা ব্যভিচারের জন্য ডাকছে ; অথচ সে বলছেঃ আমি তা করতে পারবো না। নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় পাচ্ছি। ষষ্ঠ শ্রেণী হচ্ছে এমন ব্যক্তি যে এরূপ লুক্কায়িতভাবে সাদাকা করেছে যে, তার বাম হাত জানছে না তার ডান কি সাদাকা করছে। সপ্তম শ্রেণী হচ্ছে এমন ব্যক্তি যে একাকীভাবে আল্লাহ্ তা'আলার কথা স্মরণ করে দু' চোখের পানি প্রবাহিত করছে"।[১]

২০. লুক্কায়িত সাদাকা আল্লাহ্ তা'আলার রাগ ও ক্রোধ নিঃশেষ করে দেয়ঃ

মু'আবিয়া বিন্ 'হায়দাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ صَدَقَةَ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

"লুক্কায়িত সাদাকা আল্লাহ্ তা'আলার রাগ নিঃশেষ করে দেয়"।[২]

২১. সাদাকা-খায়রাতের হাত হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ হাতঃ

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে বলেনঃ

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْـمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ

"উপরের হাত অনেক ভালো নিচের হাতের চাইতে। বর্ণনাকারী বলেনঃ উপরের হাত বলতে দানের হাতকেই বুঝানো হচ্ছে এবং নিচের হাত বলতে ভিক্ষুকের হাত"।[৩]

২২. সাদাকা-খায়রাত রুগ্ন ব্যক্তির জন্য এক মহৌষধঃ

হাসান (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ

---

১ (বুখারী, হাদীস ১৪২৩)
২ (স'হী'হুত্ তার্গীবি ওয়াত্-তার্হীব, হাদীস ৮৮৮)
৩ (বুখারী, হাদীস ১৪২৯)

করেনঃ

دَاوُوْا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ

"তোমরা রুগ্নদের চিকিৎসা করো সাদাকা দিয়ে"।[১]

২৩. সাদাকা-খায়রাত কিয়ামতের দিন সাদাকাকারীকে সূর্যের ভীষণ তাপ থেকে ছায়া দিবেঃ

'উক্ববাহ্ বিন্ 'আমির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

كُلُّ امْرِئٍ فِيْ ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ

"প্রত্যেক ব্যক্তি (কিয়ামতের দিন) তার সাদাকার ছায়ার নিচেই অবস্থান করবে যতক্ষণ না সকল মানুষের মাঝে ফায়সালা করা হয়"।[২]

২৪. সাদাকা-খায়রাত সাদাকাকারীকে কবরের উত্তাপ থেকে রক্ষা করবেঃ

'উক্ববাহ্ বিন্ 'আমির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُوْرِ، وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ ظِلِّ صَدَقَتِهِ

"নিশ্চয়ই সাদাকা সাদাকাকারীকে কবরের উত্তাপ থেকে রক্ষা করবে এবং নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন একজন মু'মিন তার সাদাকার ছায়ার নিচেই অবস্থান করবে"।[৩]

২৫. সাদাকা-খায়রাত সাদাকাকারীকে সমূহ বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেঃ

আবু উমামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ

---

১ (স'হী'হুত্ তার্গীবি ওয়াত্-তার্হীব, হাদীস ৭৪৪)
২ (স'হী'হুত্ তার্গীবি ওয়াত্ তার্হীব, হাদীস ৮৭২)
৩ (স'হী'হুত্ তার্গীবি ওয়াত্ তার্হীব, হাদীস ৮৭৩)

করেনঃ

صَنَائِعُ الْمَعْرُوْفِ تَقِيْ مَصَارِعَ السُّوْءِ

"ভালো কাজ তথা সাদাকা-খায়রাত সদাকাকারীকে সমূহ বিপদাপদ থেকে রক্ষা করে"।[১]

২৬. দীর্ঘস্থায়ী সাদাকার সাওয়াব মৃত্যুর পরেও পাওয়া যায়ঃ

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ

"কোন মানুষ মারা গেলে তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমল তার মৃত্যুর পরও চালু থাকেঃ দীর্ঘস্থায়ী সাদাকা, এমন জ্ঞান যা দিয়ে মানুষ তার মৃত্যুর পরও লাভবান হয়, এমন নেককার সন্তান যে তার মৃত্যুর পর তার জন্য দো'আ করে"।[২]

২৭. সাদাকা-খায়রাত হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ আমলঃ

'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

ذُكِرَ لِيْ : أَنَّ الْأَعْمَالَ تَبَاهَى، فَتَقُوْلُ الصَّدَقَةُ: أَنَا أَفْضَلُكُمْ

"আমাকে বলা হয়েছে যে, আমলগুলো পরস্পর গর্ব করবে। তখন সাদাকা বলবেঃ আমি তোমাদের সবার চাইতে শ্রেষ্ঠ"।[৩]

২৮. সাদাকা-খায়রাতের পাল্লা হচ্ছে সবচাইতে বেশি ভারীঃ

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

إِنَّ رَاهِبًا عَبَدَ اللهَ فِيْ صَوْمَعَتِهِ سِتِّيْنَ سَنَةً، فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ إِلَى جَنْبِهِ، فَنَزَلَ إِلَيْهَا، فَوَاقَعَهَا سِتَّ لَيَالٍ، ثُمَّ سُقِطَ فِيْ يَدِهِ، فَهَرَبَ، فَأَتَى مَسْجِدًا فَأَوَى فِيْهِ

---

১ (স'হী'হুত্ তার্গীবি ওয়াত্ তার্হীব, হাদীস ৮৮৯)
২ (তিরমিযী, হাদীস ১৩৭৬)
৩ (স'হী'হুত্ তার্গীবি ওয়াত্ তার্হীব, হাদীস ৮৭৮)

ثَلاثًا، لاَ يَطْعَمُ فِيْهِ شَيْئًا، فَأُتِيَ بِرَغِيْفٍ، فَكَسَرَهُ، فَأَعْطَى رَجُلاً عَنْ يَمِيْنِهِ نِصْفَهُ، وَأَعْطَى آخَرَ عَنْ يَسَارِهِ نِصْفَهُ، فَبَعَثَ اللهُ إِلَيْهِ مَلَكَ الْمَوْتِ، فَقَبَضَ رُوْحَهُ، فَوُضِعَتِ السِّتُّوْنَ فِيْ كِفَّةٍ، وَوُضِعَتِ السِّتُّ فِيْ كِفَّةٍ، فَرَجَحَتِ السِّتُّ، ثُمَّ وُضِعَ الرَّغِيْفُ، فَرَجَحَ الرَّغِيْفُ

"জনৈক খ্রিস্টান ধর্ম যাজক ষাট বছর যাবত কোন এক গির্জায় আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাত করছিলো। ইতিমধ্যে জনৈকা মহিলা তার পাশেই অবস্থান নিচ্ছিলো। এ সুযোগে সে তার সাথে ছয় রাত্রি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। অতঃপর তার হুঁশ ফিরে আসলে সে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। পরিশেষে এক মসজিদে সে তিন দিনের জন্য অবস্থান নেয়। এ তিন দিন যাবত সে কিছুই খায়নি। ইতিমধ্যে তাকে একটি রুটি দেয়া হলে সে তা দু' ভাগ করে এক ভাগ তার ডান পার্শ্বের লোকটিকে এবং আরেকটি টুকরো তার বাম পার্শ্বের লোকটিকে দেয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা তার কাছে মৃত্যুর ফিরিশ্‌তা পাঠিয়ে তার মৃত্যু ঘটান। এরপর তার ষাট বছরের আমল এক পাল্লায় রাখা হয় এবং অন্য পাল্লায় রাখা হয় তার সে ছয় রাত্রির বদ্ আমল। এতে তার বদ্ আমলের পাল্লা ভারী হয়ে যায়। অতঃপর অন্য পাল্লায় তার সাদাকার রুটিটি রাখা হলে তা ভারী হয়ে যায়"।[১]

সাদাকা সম্পর্কে সাল্‌ফে সালি'হীনদের কিছু কথাঃ

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَجْعَلَ كَنْزَكَ حَيْثُ لاَ يَأْكُلُهُ السُّوْسُ، وَلاَ تَنَالُهُ اللُّصُوْصُ فَافْعَلْ بِالصَّدَقَةِ

"তোমার পক্ষে যদি সম্ভব হয় যে, তুমি তোমার ধন-ভাণ্ডারটুকু এমন এক জায়গায় রাখবে যেখান থেকে কোন পোকা খেয়ে তা কমিয়ে দিবে না এবং কোন চোর উহার নাগাল পাবে না তা হলে তা আল্লাহ্ তা'আলার পথে সাদাকা করে দাও"। (তাম্বীহুল-গাফিলীন ২৪৭)

১ (স'হী'হুত্ তার্‌গীবি ওয়াত্ তার্‌হীব, হাদীস ৮৮৫)

আবু যর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

الصَّلاَةُ عِمَادُ الْإِسْلاَمِ، وَالْجِهَادُ سَنَامُ الْعَمَلِ، وَالصَّدَقَةُ شَيْءٌ عَجِيْبٌ، وَالصَّدَقَةُ شَيْءٌ عَجِيْبٌ، وَالصَّدَقَةُ شَيْءٌ عَجِيْبٌ

"সলাত হচ্ছে ইসলামের খুঁটি। জিহাদ হচ্ছে একটি উন্নত আমল। আর সাদাকা তো একটি অত্যাশ্চর্য বস্তু। আর সাদাকা তো একটি অত্যাশ্চর্য বস্তু। আর সাদাকা তো একটি অত্যাশ্চর্য বস্তু"। (তাম্বীহুল-গাফিলীন ২৪৩)

জাবির বিন্ আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেনঃ একদা 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আমার হাতে গোস্ত দেখে বললেনঃ হে জাবির! তোমার হাতে এটি কি ? আমি বললামঃ গোস্ত খেতে ইচ্ছে হয়েছিলো তাই একটু খরিদ করলাম। তখন 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেনঃ যখনই তোমার কিছু খেতে ইচ্ছে হয় তখনই তা খরিদ করো ? হে জাবির! তুমি কি নিম্নোক্ত আয়াতকে ভয় পাও না ?

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِيْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ﴾

"(কাফিরদেরকে কিয়ামতের দিন বলা হবেঃ) তোমরা তো পার্থিব জীবনের সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ ভোগ করে শেষ করেছো"। (আ'হ্‌ক্বাফ : ২০)

ইয়াহ্‌য়া বিন্ মু'আয (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ

مَا أَعْرِفُ حَبَّةً تَزِنُ جِبَالَ الدُّنْيَا إِلاَّ الْحَبَّةَ مِنَ الصَّدَقَةِ

"আমি জানি না, দুনিয়াতে এমন কোন দানা আছে যা বিশ্বের সকল পাহাড় সমপরিমাণ ওজন রাখে একমাত্র সাদাকার দানা ছাড়া"।[১]

আবু সুলাইমান আদ-দারানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ যে ব্যক্তি রিযিকের ব্যাপারে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার উপর নির্ভরশীল তাঁর চরিত্র অবশ্যই ভালো হবে, তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীল হবেন, আল্লাহ্ তা'আলার পথে সাদাকা-খায়রাত করতে তিনি কখনো দ্বিধা করবেন না এবং তাঁর সলাতে শয়তানের কুমন্ত্রণা অবশ্যই কমে যাবে।

ফক্বীহ্ আবুল-লাইস আস-সামারকান্দী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ তুমি কম-

১ (এহ্‌ইয়া ১/২৬৭)

বেশি যা পারো সাদাকা করো। কারণ, তাতে দশটি ফায়েদা রয়েছে। যার পাঁচটি দুনিয়াতে আর পাঁচটি আখিরাতে। দুনিয়ার পাঁচটি হচ্ছে, তোমার ধন-সম্পদ পবিত্র হবে। তুমি গুনাহ্ থেকে নিস্কৃতি পাবে। তোমার রোগ-ব্যাধি ও বালা-মুসীবত দূর হয়ে যাবে। গরিবরা খুশি হবে যা সর্বোত্তম ইবাদাত। রিযিক বেড়ে যাবে এবং সম্পদে বরকত আসবে। পরকালের পাঁচটি হচ্ছে, কিয়ামতের দিন রোদ্রের তাপ থেকে ছায়া মিলবে। হিসাব সহজ হবে। নেকের পাল্লা ভারী হবে। পুলসিরাত পার হওয়া যাবে এবং জান্নাতে উচ্চাসন মিলবে।

তিনি আরো বলেনঃ সাদাকার মধ্যে যদি গরীবদের দো'আ ছাড়া আর কোন ফযীলত নাই থাকতো এরপরও একজন বুদ্ধিমানের কর্তব্য হতো সাদাকা দেয়া ; অথচ সাদাকার মধ্যে এ ছাড়াও রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি এবং শয়তানের অসন্তুষ্টি। তাতে আরো রয়েছে নেককারদের অনুসরণ।[১]

ইমাম শা'বী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ ফকির সাদাকার প্রতি যতটুকু মুখাপেক্ষী কেউ যদি নিজকে সাদাকার সাওয়াবের প্রতি এর চাইতেও বেশি মুখাপেক্ষী মনে না করলো তা হলে তার সাদাকা নিষ্ফল হবে।

আব্দুল আজীজ বিন্ 'উমাইর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ সলাত তোমাকে অর্ধেক রাস্তায় পৌঁছিয়ে দিবে। রোযা পৌঁছাবে প্রভুর দরোজায়। আর সাদাকা পৌঁছাবে তাঁরই সন্নিকটে।

'উবাইদ বিন্ 'উমাইর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ কিয়ামতের দিন সবাইকে উঠানো হবে অত্যন্ত ক্ষিদা ও পিপাসার্ত অবস্থায়। সুতারাং কেউ দুনিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কাউকে খাওয়ালে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন খাওয়াবেন। কাউকে পান করালে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পান করাবেন। কাউকে পরালে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পরাবেন।[২]

একদা হাসান বস্‌রী (রাহিমাহুল্লাহ) এর পাশ দিয়ে জনৈক গোলাম বিক্রেতা যাচ্ছিলো। তার সাথে ছিলো একটি বান্দি। তিনি লোকটিকে বললেনঃ তুমি

---

১ (তাম্বীহুল-গাফিলীন ২৪৭)

২ ('হিল্‌য়াতুল আউলিয়া' ১/১৩৫ স্বিফাতুস-স্বাফওয়াহ্ ১/৪২০)

কি বান্দিটিকে এক দিরহাম বা দু' দিরহাম দিয়ে বিক্রি করবে ? লোকটি বললোঃ না। তখন হাসান বস্‌রী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা একটি পয়সা বা একটি নেওলার পরিবর্তে জান্নাতের 'হূর দিয়ে দিবেন। আর তুমি এক দিরহাম বা দু' দিরহামের পরিবর্তে একে বিক্রি করতে রাজি হচ্ছো না।[১]

'আল্লামাহ্ ইব্‌নুল-ক্বায়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ যে কোন বালা-মুসীবত দূরীকরণে সাদাকার আশ্চর্যজনক এক প্রভাব রয়েছে। দানশীল ব্যক্তি ফাসিক, যালিম, কাফির যেই হোক না কেন। আল্লাহ্ তা'আলা সাদাকার কারণে সাদাকাকারীর হরেক রকমের বালা-মুসীবত দূর করে দেন। এটা সবারই জানা এবং বিশ্বের সকলেই এ ব্যাপারটি স্বীকার করেছেন। কারণ, তাঁরা পরীক্ষা করে তা সত্য পেয়েছেন।

সাদাকা সংক্রান্ত কিছু কথাঃ

যে ধনী সাদাকা-খায়রাত করে না সে নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্তঃ

আবু যর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাক্ষাতে গেলাম। তখন তিনি কা'বা শরীফের ছায়ায় বসা ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি আমাকে দেখে বললেনঃ

هُمُ الْأَخْسَرُوْنَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ! هُمُ الْأَخْسَرُوْنَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ! قُلْتُ: مَا شَأْنِيْ، أَيُرَى فِيَّ شَيْءٌ، مَا شَأْنِيْ ؟ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُوْلُ: فَمَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَسْكُتَ، وَتَغَشَّانِيْ مَا شَاءَ اللهُ، فَقُلْتُ: مَنْ هُمْ بِأَبِيْ أَنْتَ وَأُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: الْأَكْثَرُوْنَ أَمْوَالاً إِلاَّ مَنْ قَالَ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَفِيْ رِوَايَةٍ: مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، وَقَلِيْلٌ مَا هُمْ

"আল্লাহ্'র কসম! ওরাই ক্ষতিগ্রস্ত। আল্লাহ্'র কসম! ওরাই ক্ষতিগ্রস্ত। আবু যর বলেনঃ আমি মনে মনে বললামঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার মধ্যে

১ (এহ্ইয়া' ১/২৬৮)

ব্যতিক্রম কিছু দেখে ফেললেন কি ? হায়! আমার কি হলো। অতঃপর আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পার্শ্বেই বসলাম ; অথচ তিনি সে কথাই বার বার বলছেন। তখন আমি আর চুপ থাকতে পারলাম না। আমাকে যেন কোন কিছু ছেয়ে গেছে। আমি বললামঃ কারা ওরা ? হে আল্লাহ্'র রাসূল! আপনার জন্য আমার মাতা-পিতা আত্মোৎসর্গ হোক! রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তারা হলো ধনী-সম্পদশালী। তবে ওরা ক্ষতিগ্রস্ত নয় যারা এদিক ওদিক তথা সর্বদিকে সাদাকা-খায়রাত করলো। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, সামনে করলো, পেছনে করলো। ডানে করলো, বামে করলো। তথা সর্বদিকে সাদাকা-খায়রাত করলো এবং তাঁরা খুবই কম"।[১]

সময় থাকতেই সাদাকা করুনঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَأَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلاَ أَخَّرْتَنِيْ إِلَى أَجَلٍ قَرِيْبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِّنَ الصَّالِحِيْنَ ﴾

"আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার পথে এখনই ব্যয় করো তোমাদের কারোর মৃত্যু আসার পূর্বেই ; যাতে মৃত্যুর সময় আর বলতে না হয়ঃ হে আমার প্রভু! তুমি যদি আমাকে আরো কিছু কাল সময় দিতে তা হলে আমি বেশি বেশি সাদাকা করতাম এবং সৎকর্মশীল হয়ে যেতাম"। (মুনাফিক্বূন : ১০)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيْهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَّلاَ شَفَاعَةٌ، وَالْكَافِرُوْنَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴾

"হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা হতে আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় খরচ করো এমন দিন আসার পূর্বে যে দিন কোন ক্রয়-বিক্রয় চলবে না, না কোন বন্ধুত্ব কাজে আসবে, না কারোর সুপারিশ ফায়দা দিবে। কাফিররা তো সত্যিই যালিম"। (বাক্বারাহ্ : ২৫৪)

---

১ (বুখারী, হাদীস ৬৬৩৮ মুসলিম, হাদীস ৯৯০)

সময় থাকতেই সাদাকা করুন। কারণ, অচিরেই এমন একটি সময় আসবে। যখন সাদাকা গ্রহণ করার আর কেউই থাকবে না।

'হারিসা বিন্ ওয়াহাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

تَصَدَّقُوْا، فَإِنَّهُ يَأْتِيْ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِيْ الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلاَ يَجِدُ مَنْ يَّقْبَلُهَا، يَقُوْلُ الرَّجُلُ: لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالْأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلاَ حَاجَةَ لِيْ بِهَا

"তোমরা সময় থাকতে সাদাকা করো। কারণ, অচিরেই এমন একটি সময় আসবে যখন ধনী ব্যক্তি সাদাকা হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে ; অথচ সাদাকা নেয়ার মতো তখন সে আর কাউকে খুঁজে পাবে না। কারোর কাছে সাদাকা নিয়ে গেলে সে বলবেঃ গত কাল আসলে তা অবশ্যই গ্রহণ করতাম। কিন্তু আজ আমার কোন প্রয়োজন নেই"।[1]

আবু মূসা আশ্'আরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوْفُ الرَّجُلُ فِيْهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لاَ يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ، وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُوْنَ امْرَأَةً يَلُذْنَ بِهِ، مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ

"মানুষের মাঝে এমন একটি সময় আসবে যখন ধনী ব্যক্তি স্বর্ণের সাদাকা হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে ; অথচ সাদাকা নেয়ার মতো তখন সে আর কাউকে খুঁজে পাবে না। তখন আরো দেখা যাবে যে, একজন পুরুষের অধীনে রয়েছে চল্লিশ জন মহিলা। যারা সরাসরি তারই আশ্রয় গ্রহণ করছে। কারণ, তখন পুরুষ থাকবে খুবই কম এবং মহিলা থাকবে অনেক বেশি"।[2]

ঈমান ও কার্পণ্য আল্লাহ্ তা'আলার কোন বান্দাহ্'র অন্তরে কখনো একত্রিত হতে পারে নাঃ

---

১ (বুখারী, হাদীস ১৪১১ মুসলিম, হাদীস ১০১১)

২ (বুখারী, হাদীস ১৪১৪ মুসলিম, হাদীস ১০১২)

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِيْ جَوْفِ عَبْدٍ أَبَدًا، وَلاَ يَجْتَمِعُ شُحٌّ وَإِيْمَانٌ فِيْ قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا

“যুদ্ধক্ষেত্রের ধূলা ও জাহান্নামের ধোঁয়া কোন বান্দাহ্’র পেটে কখনো একত্রিত হতে পারে না। তেমনিভাবে কার্পণ্য ও ঈমান কোন বান্দাহ্’র অন্তরে কখনো একত্রিত হতে পারে না”।[১]

সম্পদের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে এমন মুহূর্তে সামান্যটুকু সাদাকা করলেও অনেক বেশি সাওয়াব পাওয়া যায় প্রয়োজনাতিরিক্ত অধিক সম্পদ সাদাকা করার চাইতেঃ

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا ؟ قَالَ: أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى، وَلاَ تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ: لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ

“জনৈক ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বললোঃ হে আল্লাহ্’র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! কোন্ সাদাকাতে বেশি সাওয়াব? তিনি বললেনঃ তুমি যখন এমতাবস্থায় সাদাকা করবে যে, তুমি তখন সুস্থ, সাদাকা করতে মন চায় না, গরিব হয়ে যাওয়ার ভীষণ ভয় পাচ্ছো এবং আরো বড়ো ধনী হওয়ার তোমার খুবই আশা। তবে সাদাকা করতে দেরি করো না। যাতে এমন অবস্থার সৃষ্টি না হয় যে, তোমার জীবনপ্রাণ বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম ; অথচ তুমি বলছোঃ অমুকের জন্য এতো। আর অমুকের জন্য অতো। যখন সবই অন্যের জন্য। তোমার জন্য আর কিছুই নেই”।[২]

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ

---

১ (নাসায়ী, হাদীস ৩১১২ স’হী’হুত্ তার্‌গীবি ওয়াত্ আর্‌হীব, হাদীস ২৬০৬)
২ (বুখারী, হাদীস ১৪১৯ মুসলিম, হাদীস ১০৩২)

করেনঃ

سَبَقَ دِرْهَمٌ مِئَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ رَجُلٌ : وَكَيْفَ ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ : رَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيْرٌ، أَخَذَ مِنْ عُرْضِهِ مِئَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ تَصَدَّقَ بِهَا، وَرَجُلٌ لَيْسَ لَهُ إِلاَّ دِرْهَمَانِ، فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ

"একটি দিরহাম কখনো কখনো (সাওয়াবের দিক দিয়ে) এক লক্ষ দিরহামকে অতিক্রম করে যায়। জনৈক ব্যক্তি বললোঃ সেটা আবার কিভাবে হে আল্লাহ্'র রাসূল! তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ জনৈক ব্যক্তির রয়েছে অনেক অনেক সম্পদ। সে তার অনেক সম্পদের এক সাইড থেকে এক লক্ষ দিরহাম সাদাকা করে দিলো। অপর দিকে আরেক জনের শুধুমাত্র দু'টি দিরহামই আছে। সে তার একটিই আল্লাহ্'র পথে সাদাকা করে দিলো"।[১]

আপনি নিজে সাদাকা দিতে সুযোগ পাচ্ছেন না ; তাই অন্যকে বলে রাখবেন আপনার পক্ষ থেকে সাদাকা দিতে, তাতে আপনার সাওয়াবের এতটুকুও ঘাটতি হবে নাঃ

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا

"কোন মহিলা নিজ ঘরের কোন খাদ্য সামগ্রী সাদাকা করলে (যাতে সংসারের কোন ক্ষতি হয় না) সে সাদাকা করার সাওয়াব পাবে। তার স্বামী উপার্জনের সাওয়াব পাবে এবং সংরক্ষণকারী সংরক্ষণের সাওয়াব পাবে। কেউ কারোর সাওয়াব এতটুকুও কমিয়ে দিবে না"।[২]

১ (নাসায়ী, হাদীস ২৫২৯, ২৫৩০ স'হী'হুত্ তার্‌গীবি ওয়াত্ তার্‌হীব, হাদীস ৮৭৩)
২ (বুখারী, হাদীস ১৪১৯ মুসলিম, হাদীস ১০২৪)

নিজের কাছে সাদাকা দেয়ার মতো কোন কিছু না থাকলেও অন্যের সাদাকা বন্টনের দায়িত্ব পালন করলে তাতে সাদাকার সাওয়াব পাওয়া যায়ঃ

আবু মূসা আশ্‌'আরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْأَمِيْنُ الَّذِيْ يُنْفِذُ مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا طَيِّبًا بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِيْ أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِيْنَ

"কোন আমানতদার অন্যের সম্পদ সংরক্ষণকারী মুসলিম ব্যক্তি যদি তাকে যা দিতে বলা হয়েছে তা পরিপূর্ণভাবে সন্তুষ্ট চিত্তে যাকে দিতে বলা হয়েছে তাকে দিয়ে দেয় তা হলে তাকেও একজন সাদাকাকারী হিসেবে গণ্য করা হবে"।[1]

নিজের কাছে সাদাকা দেয়ার মতো কোন কিছু না থাকলেও অন্যকে সাদাকা দেওয়ার পরামর্শ দিলে তাতে সাদাকার সাওয়াব পাওয়া যায়ঃ

আবু মূসা আশ্‌'আরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ أَوْ طُلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ قَالَ: اشْفَعُوْا تُؤْجَرُوْا، وَيَقْضِيْ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ مَا شَاءَ

"রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট কোন ভিক্ষুক আসলে অথবা তাঁর নিকট কিছু চাওয়া হলে তিনি বলতেনঃ তোমরা এর জন্য সুপারিশ করো। সাওয়াব পাবে। আল্লাহ্ তা'আলা তো তাঁর নবীর মুখ দিয়ে যা ইচ্ছে তা ফায়সালা করবেনই"।[2]

আত্মীয়-স্বজনকে সাদাকা-খায়রাত করলে দু'টি সাওয়াব পাওয়া যায়ঃ

সাল্‌মান বিন্ 'আমির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

১ (বুখারী, হাদীস ১৪৩৮ মুসলিম, হাদীস ১০২৩)
২ (বুখারী, হাদীস ১৪৩২)

ইরশাদ করেনঃ

الصَّدَقَةُ عَلَى الْـمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِيْ الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ

“গরিব-দুঃখীকে সাদাকা-খায়রাত করলে শুধু একটি সাওয়াব পাওয়া যায় যা হচ্ছে সাদাকার সাওয়াব। আর আত্মীয়-স্বজনকে সাদাকা-খায়রাত করলে দু’টি সাওয়াব পাওয়া যায়ঃ একটি সাদাকার সাওয়াব আর অন্যটি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার সাওয়াব”।[১]

আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যে আবার আপনার প্রতি অধিক শত্রুভাবাপন্ন তাকে সাদাকা-খায়রাত করা আরো বেশি সাওয়াবের কাজঃ

উম্মে কুলসূম বিন্তে ’উক্ববাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةُ عَلَى ذِيْ الرَّحِمِ الْكَاشِحِ

“সর্বোত্তম সাদাকা হচ্ছে শত্রুভাবাপন্ন আত্মীয়-স্বজনকে সাদাকা করা”।[২]

কোন ব্যক্তি তার কোন আত্মীয়-স্বজন বা মনিবের নিকট কোন কিছু চাইলে সে যদি তাকে তা না দেয় তা হলে আল্লাহ্ তা‘আলা তার জন্য জাহান্নামের একটি বিষধর সাপ নির্ধারিত করবেন যা তাকে লাগাতার দংশন করবেঃ

জারীর বিন্ আব্দুল্লাহ্ বাজালী (রাযিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

مَا مِنْ ذِيْ رَحِمٍ يَأْتِيْ ذَا رَحِمِهِ، فَيَسْأَلُهُ فَضْلاً أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ، فَيَبْخَلُ عَلَيْهِ إِلاَّ أَخْرَجَ اللهُ لَهُ مِنْ جَهَنَّمَ حَيَّةً يُقَالُ لَهَا: شُجَاعٌ يَتَلَمَّظُ فَيُطَوَّقُ بِهِ

“কোন আত্মীয় তার অন্য আত্মীয়ের নিকট আল্লাহ্ তা‘আলার দেয়া কোন সম্পদ চাইলে সে যদি তাকে তা দিতে কার্পণ্য করে তা হলে আল্লাহ্ তা‘আলা তার জন্য জাহান্নাম থেকে ”শুজা’” নামক একটি সর্প বের করে

১ (স’হী’হুত্ তার্গীবি ওয়াত্-তার্হীব, হাদীস ৮৯২)
২ (স’হী’হুত্ তার্গীবি ওয়াত্-তার্হীব, হাদীস ৮৯৪)

আনবেন যা তার গলা পেঁচিয়ে ধরে তার মুখ দংশন করবে”।[১]

বাহ্য তার পিতা থেকে এবং তার পিতা তার দাদা থেকে বর্ণনা করেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لاَ يَسْأَلُ رَجُلٌ مَوْلاَهُ مِنْ فَضْلٍ هُوَ عِنْدَهُ، فَيَمْنَعُهُ إِيَّاهُ إِلاَّ دُعِيَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَضْلُهُ الَّذِيْ مَنَعَهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ

“কোন ব্যক্তি তার মনিবের নিকট এমন কিছু চাইলে যা তার নিকট আছে যদি সে তাকে তা না দেয় তা হলে কিয়ামতের দিন তার এ সম্পদটুকুকে মারাত্মক বিষধর সাপের রূপ নিয়ে তাকে দংশন করার জন্য ডাকা হবে”।[২]

এ পর্যন্ত কতো টাকা সাদাকা করেছেন অথবা এখন আপনি কতো টাকা সাদাকা করতে যাচ্ছেন তা হিসেব রাখা ঠিক নয়ঃ

আসমা’ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لاَ تُحْصِيْ فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ

“তুমি হিসেব করে সাদাকা দিও না। তা হলে আল্লাহ্ তা‘আলাও তোমাকে হিসেব করে সাওয়াব দিবেন”।[৩]

যা পারুন সাদাকা করুন ; টাকা-পয়সা সর্বদা পকেটে পুরিয়ে রাখবেন নাঃ

আসমা’ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لاَ تُوْعِيْ فَيُوْعِيَ اللهُ عَلَيْكِ، ارْضَخِيْ مَا اسْتَطَعْتِ

“টাকা-পয়সা ধরে রেখো না তা হলে আল্লাহ্ তা‘আলাও তাঁর নিয়ামত

---

১ (স’হী’হুত্ তার্‌গীবি ওয়াত্-তার্‌হীব, হাদীস ৮৯৬)
২ (আবু দাউদ, হাদীস ৫১৩৯)
৩ (বুখারী, হাদীস ১৪৩৩ মুসলিম, হাদীস ১০২৯)

সমূহ ধরে রাখবেন। যা পারো দান করতে থাকো"।[১]

সাদাকা-খায়রাত শরীয়ত সম্মত একটি ঈর্ষণীয় বিষয়ঃ

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেনঃ

لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِيْ اثْنَتَيْنِ : رَجُلٍ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِيْ الْحَقِّ، وَرَجُلٍ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِيْ بِهَا وَيُعَلِّمُهَا

"শুধুমাত্র দু'টি বিষয়েই শরীয়ত সম্মতভাবে কারোর সাথে ঈর্ষা করা যায়ঃ তার মধ্যে একটি হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে প্রচুর সম্পদ দিয়েছেন এবং সে তা সঠিক খাতে ব্যয় করছে তথা আল্লাহ্ তা'আলার পথে সাদাকা-খায়রাত করছে। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে শরীয়তের প্রচুর জ্ঞান দিয়েছেন এবং সে তারই আলোকে মানুষের মাঝে বিচার-ফায়সালা করছে ও মানুষকে তা শিক্ষা দিচ্ছে"।[২]

সাদাকা লুক্কায়িতভাবে এবং ডান হাতে দিতে হয়ঃ

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللهُ تَعَالَى فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ : إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ اللهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِيْ الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِيْ اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّيْ أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

"সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন আর্‌শের নিচে ছায়া দিবেন যে দিন আর কোন ছায়া থাকবে না। প্রথম শ্রেণী হচ্ছে এমন

১ (বুখারী, হাদীস ১৪৩৪ মুসলিম, হাদীস ১০২৯)
২ (বুখারী, হাদীস ১৪০৯)

রাষ্ট্রপতি যিনি সর্বদা ইন্‌সাফের উপরই প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে এমন যুবক যে ছোট থেকেই আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদাতের উপর বেড়ে উঠেছে। তৃতীয় শ্রেণী হচ্ছে এমন ব্যক্তি যার অন্তর সর্বদা মসজিদের সাথেই লাগানো। চতুর্থ শ্রেণী হচ্ছে এমন দু' ব্যক্তি যারা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যই একে অপরকে ভালোবেসেছে। আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যই তারা পরস্পর একত্রিত হয় এবং তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়। পঞ্চম শ্রেণী হচ্ছে এমন পুরুষ যাকে কোন প্রভাবশালী সুন্দরী মহিলা ব্যভিচারের জন্য ডাকছে ; অথচ সে বলছেঃ আমি তা করতে পারবো না। নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় পাচ্ছি। ষষ্ঠ শ্রেণী হচ্ছে এমন ব্যক্তি যে এরূপ লুক্কায়িতভাবে সাদাকা করেছে যে, তার বাম হাত জানছে না তার ডান কি সাদাকা করছে। সপ্তম শ্রেণী হচ্ছে এমন ব্যক্তি যে একাকীভাবে আল্লাহ্ তা'আলার কথা স্মরণ করে দু' চোখের পানি প্রবাহিত করছে"।[1]

কোন কিছু আল্লাহ্ তা'আলার পথে সাদাকা করতে মনে চাইলেই সাথে সাথে তা সাদাকা করুন ; তাতে এতটুকুও দেরি করবেন নাঃ

'উক্ববাহ্ বিন্ 'হারিস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে নিয়ে আসরের সলাত পড়েই ঘর অভিমুখে খুব দ্রুত রওয়ানা করলেন। ঘরে ঢুকেই একটু পর আবার বেরিয়ে আসলেন। আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেনঃ

كُنْتُ خَلَّفْتُ فِيْ الْبَيْتِ تِبْرًا مِّنَ الصَّدَقَةِ فَكَرِهْتُ أَنْ أُبَيِّتَهُ فَقَسَمْتُهُ

(বুখারী, হাদীস ১৪৩০)

"আমি সাদাকা দেয়ার জন্য কিছু স্বর্ণ বা রুপার টুকরো ঘরে রেখে এসেছিলাম। আমি চাচ্ছিলাম না যে, একটি রাতও এগুলো আমার নিকট থাকুক। তাই আমি সেগুলো গরিবদের মাঝে বন্টন করে দিলাম"।

সাদাকাকারী ও কৃপণের একটি সুন্দর দৃষ্টান্তঃ

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ

১ (বুখারী, হাদীস ১৪২৩)

করেনঃ

مَثَلُ الْبَخِيْلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ مِنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيْهِمَا، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلاَ يُنْفِقُ إِلاَّ سَبَغَتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ، وَأَمَّا الْبَخِيْلُ فَلاَ يُرِيْدُ أَنْ يُّنْفِقَ شَيْئًا إِلاَّ لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا فَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلاَ تَتَّسِعُ

"কৃপণ ও দানশীলের দৃষ্টান্ত এমন দু' ব্যক্তির ন্যায় যাদের গায়ে রয়েছে দু'টি লৌহ বর্ম। যা বুক থেকে গলা পর্যন্ত ভালোভাবে জড়ানো। দানশীল ব্যক্তি যখন দান করে তখন তার বর্মটি অত্যন্ত প্রশস্ত হয়ে তার পুরো শরীর ঢেকে ফেলে। এমনকি তা তার আঙ্গুলাগ্র ঢেকে তার পায়ের দাগও মুছে ফেলে। অন্য দিকে কৃপণ ব্যক্তি যখন দান করতে চায় তখন তার বর্মের প্রতিটি কড়া নিজ নিজ জায়গায় গেঁথে যায়। অতঃপর সে বর্মটি প্রশস্ত করতে চায়। কিন্তু তা আর প্রশস্ত হয় না"।[১]

প্রত্যেক মুসলিমেরই একান্ত কর্তব্য, নিজের পক্ষ থেকে কিছু না কিছু সাদাকা করা তা যেভাবেই হোক না কেন ; তবে সাদাকা দেয়ার মতো তার কাছে কোন কিছু না থাকলে সে যেন কোন না কোন ভালো কাজ করে দেয় তাও তার জন্য সাদাকা হয়ে যাবেঃ

আবু যর গিফারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা কিছু সংখ্যক গরিব সাহাবা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বললেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! সম্পদশালীরা তো সব সাওয়াব নিয়ে গেলো। তারা নামায পড়ে যেমনিভাবে আমরা পড়ছি। তারা রোযা রাখে যেমনিভাবে আমরা রাখছি। তারা তাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত সকল সম্পদ আল্লাহ্ তা'আলার পথে সাদাকা করছে। যা আমরা করতে পারছি না। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ

أَوَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُوْنَ : إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ

---

১ (বুখারী, হাদীস ১৪৪৩ মুসলিম, হাদীস ১০২১)

تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، وَفِيْ بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَيَأْتِيْ أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُوْنُ لَهُ فِيْهَا أَجْرٌ ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِيْ حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِيْ الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ

“তোমাদের জন্য কি আল্লাহ্ তা‘আলা সাদাকা দেয়ার মতো কিছুই রাখেননি? অবশ্যই রেখেছেন। প্রতিবার সুব্’হানাল্লাহ্, আল্লাহু আক্‌বার, আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্ এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বললে এক একটি করে সাদাকার সাওয়াব মিলবে। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধের মধ্যেও সাদাকার সাওয়াব রয়েছে। তেমনিভাবে স্ত্রী সহবাসেও সাদাকার সাওয়াব রয়েছে। সাহাবাগণ বললেনঃ হে আল্লাহ্’র রাসূল! এটা কিভাবে হয় যে, আমরা যৌন তৃপ্তি অর্জন করবো। আর তাতে সাওয়াবও রয়েছে? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ তোমরা বলো তো দেখি, যদি কেউ ব্যভিচার করে তা হলে তার কি গুনাহ্ হবে না? অতএব সে যদি তা না করে হালালভাবে তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তা হলে তার অবশ্যই সাওয়াব হবে”।[১]

আবু বুর্‌দাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেনঃ তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ، فَقَالُوْا: يَا نَبِيَّ اللهِ! فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ؟ قَالَ: يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ، قَالُوْا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ؟ قَالَ: يُعِيْنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفَ، قَالُوْا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ؟ قَالَ: فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ

“প্রত্যেক মুসলিমকেই নিজ পক্ষ থেকে সাদাকা দিতে হবে। সাহাবাগণ বললেনঃ হে আল্লাহ্’র নবী! যদি কেউ সাদাকা দেয়ার মতো কিছু না পায়? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ সে নিজ হাতে কাজ করে নিজকে লাভবান করবে এবং সাদাকা দিবে। সাহাবাগণ বললেনঃ যদি সে তাও করতে না পারে?

---

১ (মুসলিম, হাদীস ১০০৬)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তখন সে এক জন দুর্দশাগ্রস্ত গরিবকে সহযোগিতা করবে। সাহাবাগণ বললেনঃ যদি সে তাও করতে না পারে ? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তখন সে ভালো কাজ করবে এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে। সেটাও তার জন্য সাদাকা হবে"।[১]

আবু হুরাইরাহ্‌ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

كُلُّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ، تَعْدِلُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِيْنُ الرَّجُلَ فِيْ دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيْهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ، وَتُمِيْطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ

"মানব শরীরের প্রত্যেকটি জোড়ার জন্য প্রত্যেক দিন একটি করে সাদাকা দিতে হবে। দু' জনের মাঝে ইনসাফপূর্ণ ফায়সালা করে দিবে তাতেও সাদাকার সাওয়াব। কোন মানুষ অথবা তার আসবাবপত্র তার আরোহণে উঠিয়ে দিতে সহযোগিতা করবে তাতেও সাদাকার সাওয়াব। ভালো কথা তথা কুর'আন-হাদীসের কথা কাউকে শুনাবে তাতেও সাদাকার সাওয়াব। সলাত পড়ার জন্য মসজিদ অভিমুখে কদম ফেলবে তাতেও সাদাকার সাওয়াব। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলবে তাতেও সাদাকার সাওয়াব"।[২]

কেউ সাদাকা করলে তার জন্য দো'আ করতে হয়ঃ

আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ আবু আওফা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট কেউ সাদাকা নিয়ে আসলে তিনি বলতেনঃ হে আল্লাহ্‌ আপনি অমুক বংশের উপর রহ্‌মত বর্ষণ করুন। বর্ণনাকারী বলেনঃ একদা আমার পিতা তাঁর নিকট সাদাকা নিয়ে আসলে তিনি বলেনঃ

১ (বুখারী, হাদীস ১৪৪৫ মুসলিম, হাদীস ১০০৮)
২ (মুসলিম, হাদীস ১০০৯)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِيْ أَوْفَى

"হে আল্লাহ্ আপনি আবু আওফার বংশের উপর রহ্মত বর্ষণ করুন"।[১]

কেউ আপনার নিকট সাদাকা নিতে আসলে আপনি তাকে যথাসাধ্য সন্তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করবেনঃ

জারীর বিন্ আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা কিছু গ্রাম্য লোক রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে বললোঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! কিছু সংখ্যক সাদাকা উসুলকারী আমাদের উপর যুলুম করছে। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে বলেনঃ তোমরা সাদাকা উসুলকারীদেরকে সন্তুষ্ট রাখবে। তারা বললোঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! যদিও তারা আমাদের উপর যুলুম করে তারপরও আমরা তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখবো? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ

أَرْضُوْا مُصَدِّقِيْكُمْ وَفِيْ رِوَايَةٍ : وَإِنْ ظُلِمْتُمْ

"তোমরা সাদাকা উসুলকারীদেরকে সন্তুষ্ট রাখবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যদিও তোমাদের উপর যুলুম করা হয়"।[২]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرْ عَنْكُمْ وَهُوَ عَنْكُمْ رَاضٍ

"যখন তোমাদের নিকট কোন সাদাকা উসুলকারী আসে তখন সে যেন তোমাদের কাছ থেকে সন্তুষ্ট চিত্তেই বিদায় নেয়"।[৩]

জারীর বিন্ আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উক্ত হাদীস শুনার পর কোন সাদাকা উসুলকারী আমার উপর সন্তুষ্ট না হয়ে বিদায় নেয়নি।

যারা দুনিয়াতে অঢেল সম্পদের মালিক তারা কিয়ামতের দিন অত্যন্ত গরিব হবেন যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্ তা'আলার পথে বিপুলভাবে সাদাকা-খায়রাত করেনঃ

আবু যর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

---

১ (বুখারী, হাদীস ১৪৯৭ মুসলিম, হাদীস ১০৭৮ আবু দাউদ, হাদীস ১৫৯০)
২ (মুসলিম, হাদীস ৯৮৯ আবু দাউদ, হাদীস ১৫৮৯)
৩ (মুসলিম, হাদীস ৯৮৯)

إِنَّ الْمُكْثِرِيْنَ هُمُ الْـمُقِلُّوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ مَنْ أَعْطَاهُ اللهُ خَيْرًا فَنَفَحَ فِيْـهِ يَمِيْنَـهُ وَشِمَالَهُ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ، وَعَمِلَ فِيْهِ خَيْرًا

"নিশ্চয়ই দুনিয়ার বড়ো ধনীরা কিয়ামতের দিন বড়ো গরিব হবে। তবে সে ব্যক্তি গরিব হবে না যাকে আল্লাহ্ তা'আলা অঢেল সম্পদ দিয়েছেন এবং সে তা আল্লাহ্ তা'আলার পথে ডানে-বাঁয়ে, সামনে-পেছনে তথা সর্বদিকেই সাদাকা করেছে। উপরন্তু সর্বদা সে তাঁর সম্পদগুলো কল্যাণকর কাজেই খরচ করেছে"।[১]

একমাত্র হালাল, পবিত্র এবং উত্তম বস্তুই আল্লাহ্ তা'আলার পথে সাদাকা করতে হয়ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿يَٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ أَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ صلے وَلَا تَيَمَّمُوا الْـخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ط وَاعْلَمُوْآ أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ (٢٦٧)﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা উপার্জন করেছো এবং যা আমি তোমাদের জন্য জমিন থেকে উৎপন্ন করেছি তা থেকে শুধু পবিত্র ও উন্নত বস্তুই আল্লাহ্ তা'আলার পথে সাদাকা করো। কোন অপবিত্র বা অনুন্নত বস্তু তাঁর পথে সাদাকা করো না যা তোমরা নিজেও গ্রহণ করবে না চোখ বন্ধ করা ছাড়া। জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা (এ জাতীয় সাদাকা থেকে) অমুখাপেক্ষী এবং সুপ্রশংসিত"। (বাক্বারাহ্ : ২৬৭)

বারা' বিন্ 'আযিব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ উক্ত আয়াত আন্‌সারীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁরা খেজুর কাটার সময় হলে কাঁচা-পাকা খেজুরের থোকা সমূহ মসজিদে নববীর দু' পিলারের মাঝখানে রশি টাঙ্গিয়ে তাতে ঝুলিয়ে রাখতেন। এতে করে গরিব মুহাজিরগণ তা থেকে কিছু খেজুর আহার করে খাদ্যের কাজ সেরে নিতেন। একদা জনৈক

১ (মুসলিম, হাদীস ৯৪)

আন্‌সারী সাহাবী নিম্ন মানের একটি খেজুর থোকা সে রশিতে টাঙ্গিয়ে রাখলেন। তখনই উক্ত আয়াত নাযিল হয়।[১]

হারাম বস্তু সাদাকা করলে কোন সাওয়াব পাওয়া যায় নাঃ

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

إِذَا أَدَّيْتَ الزَّكَاةَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ، وَمَنْ جَمَعَ مَالاً حَرَامًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ ؛ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيْهِ أَجْرٌ، وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ

"যখন তুমি সম্পদের যাকাত দিলে তখনই তোমার দায়িত্ব আদায় হলো। যে ব্যক্তি হারাম সম্পদ সঞ্চয় করে তা থেকে সাদাকা দেয় তাতে তার কোন সাওয়াবই হয় না। বরং তার উপর পূর্বের হারাম সম্পদ সঞ্চয়ের গুনাহ্'র বোঝা অবিকলই থেকে যায়"।[২]

সাদাকা করলে মানুষ গরিব হয়ে যায় এ কথা একমাত্র শয়তানেরই প্রবঞ্চনাঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ، وَاللهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً، وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴾

"শয়তান তো তোমাদেরকে অভাবের ভয় দেখায় এবং অশ্লীল কাজের আদেশ করে। এ দিকে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে ক্ষমা ও দয়ার ওয়াদা দিচ্ছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা হচ্ছেন বিপুল দাতা ও সর্বজ্ঞ"। (বাক্বারাহ্ : ২৬৮)

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ

১ (ইব্‌নু মাজাহ্, হাদীস ১৮৪৯)
২ (স'হী'হুত্ তার্‌গীবি ওয়াত্-তার্‌হীব, হাদীস ৭৫২, ৮৮০)

"সাদাকা-খায়রাত ধন-সম্পদ কমিয়ে দেয় না"।[১]

কোন জায়গায় সাদাকার আলোচনা চললে যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম সাদাকা করবে সে তৎপরবর্তী সকল সাদাকার সাওয়াব একাই পাবেঃ

জারীর বিন্ আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা এক দুপুর বেলায় আমরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট বসা ছিলাম এমতাবস্থায় অর্ধ উলঙ্গ, পায়ে জুতোবিহীন, তলোয়ার কাঁধে ঝুলানো, সাদা-কালো ডোরা বিশিষ্ট চাদর পরা কিছু লোক রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সম্মুখে উপস্থিত হলো। তাদের অধিকাংশ বা সবাই মুযার গোত্রের। তাদের দুরবস্থা দেখে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়। তিনি ঘরে ঢুকলেন আবার বেরুলেন। অতঃপর বিলাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে আদেশ করলে তিনি আযান ও ইকামত দেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সলাত আদায় করে বক্তব্য দিতে শুরু করেন।

তিনি বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ হে মানব সকল! তোমরা নিজ প্রভুকে ভয় করো যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁরই থেকে সৃষ্টি করেন তাঁর সহধর্মিণীকে। তাঁদের উভয় থেকে আরো সৃষ্টি করেন বহু নর-নারী। যারা পুরো দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করো যাঁর দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরের নিকট কিছু চাও এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করাকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের তত্ত্বাবধানকারী। নিসা' :১

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করো এবং প্রত্যেকেরই এ কথা ভাবা আবশ্যক যে, সে আগামীকাল তথা কিয়ামতের দিনের জন্য কি তৈরি করেছে। তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্যক অবগত। হাশ্‌র : ১৮

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ প্রত্যেকেই যেন দীনার, দিরহাম, কাপড়, গম, খেজুর এমনকি একটি খেজুরের একাংশ হলেও সাদাকা করে। এ কথা শুনে জনৈক আন্‌সারী বড়ো এক থলে খেজুর নিয়ে আসলো। যা সে অনেক কষ্ট

১ (মুসলিম, হাদীস ২৫৮৮ তিরমিযী, হাদীস ২০২৯)

করেই বহন করছিলো। এরপর আরো অনেকেই অনেক কিছু নিয়ে আসলো। এমনকি দেখতে দেখতে খাদ্য ও কাপড়ের দু’টি স্তূপ জমে গেলো। তা দেখে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চেহারা স্বর্ণের মতো জ্বল জ্বল করছিলো। অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ

مَنْ سَنَّ فِيْ الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِيْ الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

“যে ব্যক্তি কোন সমাজে ইসলামের কোন একটি ভালো কাজ চালু করলো যা ইতিপূর্বে ওই সমাজে চালু ছিলো না তা হলে তার আমলনামায় সে ভালো কাজটির সাওয়াব লেখা হবে এবং আরো লেখা হবে ওই সকল আমলের সাওয়াবও যা তার পরবর্তীতে তারই অনুকরণে করা হয়েছে। তবে ওদের সাওয়াব এতটুকুও কম করা হবে না। ঠিক এরই বিপরীতে যে ব্যক্তি কোন সমাজে ইসলামের কোন একটি খারাপ কাজ চালু করলো যা ইতিপূর্বে ওই সমাজে চালু ছিলো না তা হলে তার আমলনামায় সে খারাপ কাজটির গুনাহ্ লেখা হবে এবং আরো লেখা হবে ওই সকল আমলের গুনাহ্ও যা তার পরবর্তীতে তারই অনুকরণে করা হয়েছে। তবে ওদের গুনাহ্ এতটুকুও কম করা হবে না”।[১]

সাদাকাকারীদেরকে তিরস্কার করা মুনাফিকের আলামতঃ

আবু মাস্‌’ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমাদেরকে সাদাকা করার আদেশ করা হলে আমরা তা করতে উঠে-পড়ে লেগে যাই। তখন আবু ‘আক্বীল নামক জনৈক সাহাবী অর্ধ সা’ তথা দেড়-দু’ কিলো পরিমাণ সাদাকা করলো। আর অন্য জন সাদাকা করলো আরো অনেক বেশি। তখন মুনাফিকরা বলতে শুরু করলোঃ আল্লাহ্ তা’আলা এর এ সামান্যটুকুর মুখাপেক্ষী নন। আর ওই ব্যক্তি তো এতো বেশি সাদাকা করলো অন্যকে দেখানোর জন্য। তখন আল্লাহ্ তা’আলা নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল করেনঃ

১ (মুসলিম, হাদীস ১০১৭)

﴿ الَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ لاَ يَجِدُوْنَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُوْنَ مِنْهُمْ، سَخِرَ اللهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴾

"যারা সাদাকাকারী মু'মিনদেরকে সাদাকার ব্যাপারে তিরস্কার করে বিশেষ করে যাদের নিকট এতটুকুই সম্বল আছে এবং সে তা আল্লাহ্ তা'আলার পথে সাদাকা করেছে এরপরও তাদেরকে নিয়ে যারা ঠাট্টা করে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে নিয়ে ঠাট্টা করবেন এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি"। (তাওবাহ্ : ৭৯)

কোন জিনিস অতি সামান্য হলেও তা সাদাকা করতে অবহেলা করবেন নাঃ

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রায়ই বলতেনঃ

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ! لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ

"হে মুসলিম মহিলারা! কোন প্রতিবেশী তার প্রতিবেশীকে কোন কিছু তা যদিও অতি সামান্য হয় তুচ্ছ মনে করে দেয়া থেকে বিরত থাকবে না এমনকি তা ছাগলের খুরই বা হোক না কেন"।[১]

উম্মে বুজাইদ (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বললামঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! অনেক সময় গরিব লোক এসে আমার দরোজায় ধন্না দেয় ; অথচ আমার কাছে তখন দেয়ার মতো কিছুই থাকে না। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ

انْ لَمْ تَجِدِيْ إِلاَّ ظِلْفًا مُحَرَّقًا فَادْفَعِيْهِ إِلَيْهِ فِيْ يَدِهِ، وَفِيْ رِوَايَةٍ: لاَ تَرُدِّيْ سَائِلَكِ وَلَوْ بِظِلْفٍ

"যদি তুমি ছাগলের একটি পোড়া খুরও পাও তাই তুমি তার হাতে তুলে দিবে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তুমি ভিক্ষুককে ফিরিয়ে দিবে না। একটি খুর দিয়ে হলেও তাকে বিদায় দিবে"।[১]

১ (বুখারী, হাদীস ৬০১৭ মুসলিম, হাদীস ১০৩০)

যে ব্যক্তি অত্যন্ত গরিব ; অথচ সে এতদ্‌সত্ত্বেও কারোর কাছে কোন কিছু চায় না তাকেই সাদাকা করা উচিৎঃ

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِيْ يَطُوْفُ عَلَى النَّاسِ، فَتَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، قَالُوْا: فَمَا الْمِسْكِيْنُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ: الَّذِيْ لاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيْهِ وَلاَ يُفْطَنُ لَهُ، فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، وَلاَ يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا

"সত্যিকারের গরিব সে নয় যে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায়। অতঃপর এক-দু' গ্রাস অথবা এক-দু'টা খেজুর পেলে সে চলে যায়। সাহাবাগণ বললেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! তা হলে সত্যিকারের গরিব কে? তিনি বললেনঃ সত্যিকারের গরিব সে ব্যক্তি যে ধনী নয় ঠিকই। তবে তাকে দেখলে তা সহজেই বুঝা যায় না। যার দরুন কেউ তাকে সাদাকা দেয় না এবং সেও কারোর কাছে কিছু চায় না"।[২]

মুত্তাকি ব্যক্তিকে সাদাকা দেয়া অনেক ভালো ; তবে কেউ যদি অভাবে পড়ে ঈমান হারানোর ভয় থাকে তা হলে তাকেও সাদাকা করা প্রয়োজনঃ

সা'দ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিছু সংখ্যক লোককে সাদাকা দিলেন। যাদের মধ্যে আমিও ছিলাম। তবে তিনি তাদের মধ্যকার একজনকে কিছুই দেননি ; অথচ তাকে আমার খুবই ভালো লেগেছিলো। তখন আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে চুপে চুপে বললামঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! আপনি একে কিছুই দেননি কেন? আল্লাহ্'র কসম খেয়ে বলছি, আমি তো তাকে মু'মিনই মনে করছি। তিনি বললেনঃ না কি তুমি তাকে মুসলিমই মনে করছো। তখন আমি একটুখানি চুপ করে গেলাম। কিন্তু আমার মন তো আর চুপ থাকতে দেয়নি। আমি বললামঃ হে আল্লাহ্'র

১ (তিরমিযী, হাদীস ৬৬৫ স'হীহুত্ তারগীবি ওয়াত্ তার্হীব, হাদীস ৮৮৪ আবু দাউদ, হাদীস ১৬৬৭)
২ (মুসলিম, হাদীস ১০৩৯)

রাসূল! আপনি একে কিছুই দেননি কেন? আল্লাহ্‌'র কসম খেয়ে বলছি, আমি তো তাকে মু'মিনই মনে করছি। তিনি বললেনঃ না কি তুমি তাকে মুসলিমই মনে করছো। তখন আমি একটুখানি চুপ করে গেলাম। কিন্তু আমার মন তো আর চুপ থাকতে দেয়নি। আমি বললামঃ হে আল্লাহ্‌'র রাসূল! আপনি একে কিছুই দেননি কেন? আল্লাহ্‌'র কসম খেয়ে বলছি, আমি তো তাকে মু'মিনই মনে করছি। তিনি বললেনঃ না কি তুমি তাকে মুসলিমই মনে করছো। অতঃপর তিনি বলেনঃ

إِنِّيْ لَأُعْطِيْ الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، خَشْيَةَ أَنْ يُكَبَّ فِيْ النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ

"আমি কাউকে কোন কিছু দিয়ে থাকি ; অথচ অন্য জনই আমার কাছে অধিক প্রিয় তার চাইতে। তা এ কারণেই যে, আমি তার ব্যাপারে ভয় পাচ্ছি তাকে বঞ্চিত করলে সে ঈমান হারা হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে"।[১]

কৃপণতা সমূহ ধ্বংসের মূলঃ

আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা খুতবা দিতে গিয়ে ইরশাদ করেনঃ

إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ، أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوْا، وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيْعَةِ فَقَطَعُوْا، وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُوْرِ فَفَجَرُوْا

"তোমরা কার্পণ্যের মানসিকতা পরিহার করো। কারণ, তা কৃপণতার আদেশ করে তখন মানুষ কৃপণ হয়ে যায়। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতে বলে তখন মানুষ তা ছিন্ন করে। গুনাহ্‌ করতে আদেশ করে তখন মানুষ গুনাহ্‌ করে বসে"।[২]

কোন দুধেল পশু অথবা যা থেকে সাদাকা গ্রহণকারী সর্বদা বা সুদীর্ঘ কাল লাভবান হতে পারে এমন বস্তু সাদাকা করা বা ধার দেয়া অত্যধিক সাওয়াবের কাজঃ

আবু হুরাইরাহ্‌ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ

১ (মুসলিম, হাদীস ১০৩৯)
২ (আবু দাউদ, হাদীস ১৬৯৮)

করেনঃ

أَلاَ رَجُلٌ يَمْنَحُ أَهْلَ بَيْتٍ نَاقَةً تَغْدُوْ بِعُسٍّ، وَتَرُوْحُ بِعُسٍّ، إِنَّ أَجْرَهَا لَعَظِيْمٌ

"এমন কোন পুরুষ আছে কি ? যে কোন পরিবারকে এমন একটি দুধেল উষ্ট্রী ধার দিবে যা সকালে এক বাটি দুধ দিবে এবং বিকালেও আরেক বাটি। এর সাওয়াব অনেক বেশি"।[১]

কোন মৃত ব্যক্তির জন্য সাদাকা করলে তা অবশ্যই তার আমলনামায় পৌঁছেঃ

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করলোঃ

يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ أُمِّيْ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوْصِ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ

"হে আল্লাহ্'র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমার মা মৃত্যু বরণ করেছেন ; অথচ তিনি অসিয়ত করার কোন সুযোগই পাননি। আমার মনে হয়, তিনি কথা বলতে পারলে অবশ্যই সাদাকা করতেন। অতএব আমি তাঁর পক্ষ থেকে কোন কিছু সাদাকা করলে এতে তাঁর কোন সাওয়াব হবে কি? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ হ্যাঁ, অবশ্যই"।[২]

নিজ স্ত্রী-সন্তানের প্রয়োজনীয় খরচ চালানোর মধ্যেও সাদাকার সাওয়াব রয়েছেঃ

আবু মাস্'ঊদ্ বাদ্‌রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ

"কোন মুসলিম যদি সাওয়াবের নিয়্যাতে তার পরিবারের প্রয়োজনীয় খরচাদি চালিয়ে যায় তাতেও তার সাদাকার সাওয়াব রয়েছে"।[৩]

---

১ (মুসলিম, হাদীস ১০১৯)
২ (মুসলিম, হাদীস ১০০৪)
৩ (মুসলিম, হাদীস ১০০২)

উম্মে সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করলামঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমি তো আবু সালামাহ্'র সন্তানগুলোকে এমন অবহেলায় ছেড়ে দিতে পারি না। কারণ, তারা তো আমারও সন্তান। অতএব আমি তাদের খরচাদি চালিয়ে গেলে তাতে আমার কোন সাওয়াব হবে কি? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ

نَعَمْ، لَكِ فِيْهِمْ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ

(মুসলিম, হাদীস ১০০১)

"হ্যাঁ, তুমি তাদের জন্য যাই খরচ করবে তাতে সাদাকার সাওয়াব পাবে"।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

دِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَدِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِيْ رَقَبَةٍ، وَدِيْنَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِيْنٍ، وَدِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِيْ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

"যে (দীনার) টাকাটি তুমি আল্লাহ্ তা'আলার পথে খরচ করলে এবং যে (দীনার) টাকাটি তুমি গোলাম-বান্দির উপর খরচ করলে এবং যে (দীনার) টাকাটি তুমি কোন দরিদ্রকে সাদাকা হিসেবে দিলে এবং যে (দীনার) টাকাটি তুমি নিজ পরিবারের জন্য খরচ করলে তার মধ্যে সব চাইতে বেশি সাওয়াবের হচ্ছে সে (দীনার) টাকাটি যা তুমি নিজ পরিবারের জন্য খরচ করলে"।[1]

কাউকে কোন কিছু ঋণ দেয়া মানে তাকে তা সাদাকা করাঃ

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'উদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

كُلُّ قَرْضٍ صَدَقَةٌ

"প্রতিটি ঋণই সাদাকা"।[2]

---

১ (মুসলিম, হাদীস ৯৯৫)

২ (স'হী'হুত্-তারগীবি ওয়াত্-তারহীব, হাদীস ৮৯৯)

বুরাইদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا ؛ فَلَهُ كُلَّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ، فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ؛ فَلَهُ كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ

"কেউ যদি কোন দরিদ্র ঋণগ্রহীতাকে ঋণ আদায়ের ব্যাপারে কিছু সময় দেয় তা হলে সে প্রতিদিন ততটুকু অর্থ একটিবার সাদাকা করার সাওয়াব পাবে যতক্ষণ না ঋণ আদায়ের সে নির্ধারিত দিন এসে যায়। উক্ত নির্ধারিত দিন এসে যাওয়ার পর আবারো যদি সে তাকে দ্বিতীয়বারের মতো আরো কিছু সময় বাড়িয়ে দেয় তা হলে সে প্রতিদিন ততটুকু অর্থ দু' বার সাদাকা করার সাওয়াব পাবে"।[১]

আবু উমামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ، فَرَأَى مَكْتُوْبًا عَلَى بَابِهَا : الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ

"জনৈক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করার পর দেখতে পায় জান্নাতের গেটে লেখা, সাদাকায় দশ গুণ সাওয়াব এবং ঋণে আঠারো গুণ"।[২]

যার খাদ্য নেই আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছে করলেই তাকে খাদ্য দিতে পারেন তা হলে আমরা কেন তাকে খাদ্য দেবো এ চিন্তা কাফিরদেরই চিন্তাঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ أَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ، قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَآءُ اللهُ أَطْعَمَه، إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فِيْ ضَلاَلٍ مُّبِيْنٍ ﴾

"যখন তাদেরকে বলা হয়ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে যে রিযিক

১ (স'হী'হুত্-তারগীবি ওয়াত্-তারহীব, হাদীস ৯০৭)
২ (স'হী'হুত্-তারগীবি ওয়াত্-তারহীব, হাদীস ৮৯৯)

দিয়েছেন তা থেকে দান করো তখন কাফিররা মু'মিনদেরকে বলেঃ আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছে করলেই তো তাদেরকে খাওয়াতে পারেন। অতএব আমরা কেন তাদেরকে খাওয়াতে যাবো? তোমরা তো সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই রয়েছো"। (ইয়াসীন : ৪৭)

সময় থাকতেই সাদাকা-খায়রাত করুন ; যাতে মৃত্যুর সময় আপসোস করে বলতে না হয়, আহ্! আর একটু সময় পেলে তো সবগুলো সম্পদ সাদাকা করে ফেলতামঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَأَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِيْ إِلَى أَجَلٍ قَرِيْبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِّنَ الصَّالِحِيْنَ ﴾

"আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার পথে এখনই ব্যয় করো তোমাদের কারোর মৃত্যু আসার পূর্বেই ; যাতে মৃত্যুর সময় আর বলতে না হয়ঃ হে আমার প্রভু! তুমি যদি আমাকে আরো কিছু কাল সময় দিতে তা হলে আমি বেশি বেশি সাদাকা করতাম এবং সৎকর্মশীল হয়ে যেতাম"। (মুনাফিকূন : ১০)

যারা কুর'আন-হাদীস ও মাদ্রাসা-মক্তব নিয়ে ব্যস্ত তাদেরকে যারা সাদাকা দিতে নিষেধ করে তারা মুনাফিকঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوْا، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ، وَلٰكِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴾

"তারাই (মুনাফিকরাই) বলেঃ যারা রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আশেপাশে থাকে তথা তাঁর থেকে ধর্মীয় জ্ঞান অন্বেষণ করে তাদেরকে সাদাকা দিও না তা হলে তারা তাঁর নিকট থেকে চলে যাবে তথা কুর'আন-হাদীসের শিক্ষা বন্ধ হয়ে যাবে ; অথচ আকাশ ও পৃথিবীর সকল ধন-ভাণ্ডারের মালিক একমাত্র আল্লাহ্ই। কিন্তু মুনাফিকরা তা বুঝে না"।

(মুনাফিকূন : ১০)

কৃপণতা একমাত্র মুনাফিকেরই পরিচয় এবং তারাই অন্যদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার পথে সাদাকা-খায়রাত করতে নিষেধ করেঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۘ يَأْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ أَيْدِيَهُمْ ۗ نَسُوا اللهَ فَنَسِيَهُمْ ۗ إِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ (٦٧) ﴾

"মুনাফিক পুরুষ ও মহিলারা সবাই একই রকম। তারা অসৎ কাজের নির্দেশ দেয় এবং সৎ কাজে বাধা প্রদান করে। নিজেদের হাত সমূহ সাদাকা-খায়রাত থেকে গুটিয়ে নেয়। তারা আল্লাহ্ তা'আলাকে ভুলে গিয়েছে। সুতরাং তিনিও তাদেরকে ভুলে গিয়েছেন। নিশ্চয়ই মুনাফিকরা অতি অবাধ্য"। (তাওবাহ্ : ৬৭)

যারা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এ মর্মে দো'আ করছে যে, হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে যথেষ্ট সম্পদ দিলে আপনার পথে তা অবশ্যই ব্যয় করবো ; অথচ সম্পদ পেলে আর তাঁর পথে কিছুই ব্যয় করে না তারা খাঁটি মুনাফিকঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللهَ لَئِنْ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ (٧٥) فَلَمَّآ اٰتٰهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ (٧٦) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ إِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَآ أَخْلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ (٧٧) ﴾

"তাদের (মুনাফিকদের) মধ্যে এমন কতিপয় লোকও রয়েছে যারা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে এ মর্মে অঙ্গীকার করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যদি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে প্রচুর সম্পদ দান করেন তা হলে আমরা তাঁর পথে খুব দান-সাদাকা করবো এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো। কার্যতঃ যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে প্রচুর সম্পদ দান করলেন তখন তারা তাতে কার্পণ্য করতে লাগলো এবং তাঁর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো। আর তারা তো মুখ ফিরিয়ে নিতেই অভ্যস্ত।

অতএব আল্লাহ্ তা'আলা শাস্তি স্বরূপ তাদের অন্তর সমূহে মুনাফিকি অবতীর্ণ করলেন যা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ তথা কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে। আর তা এ কারণেই যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলাকে দেয়া অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে এবং সর্বদা মিথ্যা কথা বলছে"। (তাওবাহ্ : ৭৫-৭৭)

সাদাকা দিতে গিয়ে হঠকারিতা দেখানো অথবা আক্রমণাত্মক আচরণ করা সাদাকা না দেয়ারই শামিলঃ

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

الْـمُعْتَدِيْ الْـمُتَعَدِّيْ فِيْ الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا

"সাদাকার ব্যাপারে হঠকারী ও আক্রমণাত্মক আচরণকারী যেন সাদাকাই দেয়নি"।[১]

সাধারণত নিজের সচ্ছলতা বজায় রেখেই সাদাকা করা অধিক শ্রেয়ঃ

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ خَيْرَ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى، أَوْ تُصُدِّقَ بِهِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ

"সর্বোত্তম সাদাকা হচ্ছে তা যার পরও সচ্ছলতা অবশিষ্ট থাকে অথবা সচ্ছলতা বজায় রেখেই যা সাদাকা করা হয়। তবে ব্যয় সর্বপ্রথম নিজ অধীনস্থ থেকেই শুরু করতে হবে যাদের ব্যয়ভার তুমিই বহন করছো"।[২]

আবু উমামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

يَا ابْنَ آدَمَ ! إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ، وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ، وَلاَ تُلاَمُ عَلَى كَفَافٍ

"হে আদম সন্তান! তুমি যদি তোমার নিতান্ত প্রয়োজনাতিরিক্ত সকল

১ (আবু দাউদ, হাদীস ১৫৮৫ তিরমিযী, হাদীস ৬৪৬)
২ (আবু দাউদ, হাদীস ১৬৭৬)

ধন-সম্পদ আল্লাহ্ তা'আলার পথে খরচ করে দাও তা হলে তা হবে তোমার জন্য সর্বোত্তম কাজ। আর যদি তা আল্লাহ্ তা'আলার পথে খরচ না করে নিজের জন্য সঞ্চয় করে রাখো তা হবে তোমার জন্য সর্বনিকৃষ্ট কাজ। তবে তুমি তোমার নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু থেকে সাদাকা না করলে তাতে তুমি নিন্দনীয় নও"।[১]

তবে কারোর ঈমান সবল হলে তার সামান্য আয় থেকেও কিছু সাদাকা করা তার জন্য অনেক ভালোঃ

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! কোন্ সাদাকা বেশি ভালো? তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

جُهْدُ الْمُقِلِّ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ

"ভালো সাদাকা হচ্ছে গরীবের সাদাকা। তবে ব্যয় সর্বপ্রথম নিজ অধীনস্থ থেকেই শুরু করতে হবে যাদের ব্যয়ভার তুমিই বহন করছো"।[২]

'উমর বিন্ খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার পথে সাদাকা করতে আদেশ করেন। সে সময় আমার নিকট প্রচুর সম্পদও ছিলো। তখন আমি মনে মনে বললামঃ আজ আমি বেশি সাদাকা করে আবু বকরকে হারিয়ে দিতে চাইলে হারিয়ে দিতে পারবো। তাই আমি আমার সম্পদের অর্ধেক নিয়ে আসলাম। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ

مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ ؟ قُلْتُ مِثْلَهُ، قَالَ: وَأَتَى أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ ؟ قَالَ: أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللهَ وَرَسُوْلَهُ، قُلْتُ : لاَ أُسَابِقُكَ إِلَى شَيْءٍ أَبَدًا

"তুমি তোমার পরিবারের জন্য কি রেখে আসলে? আমি বললামঃ এর সমপরিমাণ রেখে আসলাম। 'উমর বলেনঃ অতঃপর আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাঁর সবটুকু সম্পদই নিয়ে আসলেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বললেনঃ তুমি

১ (মুসলিম, হাদীস ১০৩৬)
২ (আবু দাউদ, হাদীস ১৬৭৭)

তোমার পরিবারের জন্য কি রেখে আসলে? আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেনঃ আমি আমার পরিবারের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে রেখে আসলাম। তখন আমি মনে মনে বললামঃ আজ থেকে আর কোন ব্যাপারেই তোমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে যাবো না"।[১]

যা সাদাকা-খায়রাত করা হয় তাই আসল সম্পদঃ

'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা একটি ছাগল যবাই করা হলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

مَا بَقِيَ مِنْهَا ؟ قَالَتْ: مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلاَّ كَتِفُهَا، قَالَ: بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا

"ছাগলের আর কতটুকু বাকি আছে? 'আয়িশা বললেনঃ শুধু সামনের রানটিই বাকি আছে। আর অন্য সবগুলো সাদাকা করা হয়েছে। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ আরে শুধু রানটি ছাড়াই তো আর সব কিছুই বাকি আছে"।[২]

আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ ؟ قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ! مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلاَّ مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ، قَالَ: فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ

"তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যার ওয়ারিশের সম্পদ তার নিকট অধিক প্রিয় তার সম্পদের চাইতেও? সাহাবাগণ বললেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! আমাদের সবার নিকটই তো তার নিজের সম্পদই বেশি পছন্দনীয়। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ আরে তার সম্পদ তো শুধু তাইই যা সে সাদাকা-খায়রাত করে পরকালের জন্য আগেই পাঠিয়ে দিয়েছে। আর সে যা রেখে যাচ্ছে তা সবই তো তার ওয়ারিশের সম্পদ"।[৩]

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

يَقُوْلُ الْعَبْدُ: مَالِيْ مَالِيْ، وَإِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلاَثٌ : مَا أَكَلَ فَأَفْنَى، أَوْ لَبِسَ

---

১ (আবু দাউদ, হাদীস ১৬৭৮)
২ (তিরমিযী, হাদীস ২৪৭০)
৩ (বুখারী, হাদীস ৬৪৪২)

فَأَبْلَى، أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ

"প্রতিটি আল্লাহ্'র বান্দাহ্ই বলেঃ আমার সম্পদ, আমার সম্পদ ; অথচ সকল সম্পদই তার নয়। তার সম্পদ শুধু তিন ধরনের। যা খেয়ে সে নিঃশেষ করেছে। যা পরে সে পুরাতন করে ফেলেছে এবং যা সে আল্লাহ্'র পথে দান করে পরকালের জন্য সংগ্রহ করেছে। এ ছাড়া আর বাকি যা রয়েছে তা সবই তার মৃত্যুর পর সে অন্য মানুষের জন্যই রেখে যাবে"।[১]

কারোর দেয়া দান-সাদাকা ওয়ারিশি সূত্রে পুনরায় আবার তার নিকট ফেরত আসলে তা গ্রহণ করতে তার কোন অসুবিধে নেইঃ

বুরাইদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা আমি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় জনৈকা মহিলা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট এসে তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললোঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! একদা আমি আমার মাকে একটি বান্দি সাদাকা করেছিলাম। অতঃপর তিনি মৃত্যু বরণ করেন। এখন আমি কি করবো? তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ

وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيْرَاثُ

"তুমি সাদাকার সাওয়াব পেয়ে গেছো। তবে মিরাস হিসেবে তা তোমার নিকট আবারো ফেরত এসেছে। তাতে তোমার কোন অসুবিধে নেই"।[২]

কোন কিছু সাদাকা দেয়ার পর তা কোন ভাবেই নিজের কাছে ফেরত আনা ঠিক নয়ঃ

একদা 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আল্লাহ্ তা'আলার পথে যুদ্ধ করার জন্য জনৈক ব্যক্তিকে একটি ঘোড়া সাদাকা করলেন। অতঃপর তিনি দেখলেন, উক্ত ঘোড়াটি বাজারে বিক্রি হচ্ছে। তখন তিনি তা খরিদ করতে চাইলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেনঃ

لاَ تَعُدْ فِيْ صَدَقَتِكَ

"তুমি তোমার সাদাকায় ফিরে যেও না"[৩]।

---

১ (মুসলিম, হাদীস ২৯৫৯)
২ (তিরমিযী, হাদীস ৬৬৭)
৩ (তিরমিযী, হাদীস ৬৬৮)

একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য সঠিক পন্থায় সাদাকা উসুলকারী আল্লাহ্ তা'আলার পথে যুদ্ধ করার সাওয়াব পাবে যতক্ষণ না সে ঘরে ফিরে আসেঃ

রাফি' বিন্ খাদীজ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ، وَفِيْ رِوَايَةٍ: لِوَجْهِ اللهِ كَالْغَازِيْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ

"একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য সঠিক পন্থায় সাদাকা উসুলকারী আল্লাহ্ তা'আলার পথে যুদ্ধ করার সাওয়াব পাবে যতক্ষণ না সে নিজ ঘরে ফিরে আসে" [১]।

সাদাকাকারীর জন্য এটা বাধ্যতামূলক নয় যে, সে যথাস্থানে গিয়ে তার সাদাকা পৌঁছিয়ে দিবে। বরং সাদাকা উসুলকারীর উচিৎ তার কাছে গিয়ে সাদাকা উসুল করাঃ

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى مِيَاهِهِمْ

"মুসলিমদের সাদাকা সমূহ তাদের কর্মস্থলে গিয়ে উসুল করা হবে" [২]।

সাদাকা বা ব্যয়ের স্তর বিন্যাসঃ

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদা সাদাকার আদেশ করলে জনৈক ব্যক্তি বললোঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! আমার কাছে যদি শুধুমাত্র একটি দীনার বা টাকাই থাকে? তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ، قَالَ: عِنْدِيْ آخَرُ ؟ قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ، قَالَ:

---

১ (তিরমিযী, হাদীস ৬৪৫ ইব্‌নু মাজাহ্, হাদীস ১৮৩৬)
২ (ইব্‌নু মাজাহ্ হাদীস ১৮৩৩)

عِنْدِيْ آخَرُ؟ قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ، قَالَ: عِنْدِيْ آخَرُ ؟ قَالَ: تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ، قَالَ: عِنْدِيْ آخَرُ ؟ قَالَ: أَنْتَ أَبْصَرُ

"তা হলে তুমি তা নিজের জন্য খরচ করবে। তাতেও তুমি সাদাকার সাওয়াব পাবে। সে বললোঃ যদি আমার কাছে আরেকটি থাকে? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তা হলে তুমি তা তোমার সন্তানের জন্য খরচ করবে। তাতেও তুমি সাদাকার সাওয়াব পাবে। সে বললোঃ যদি আমার কাছে আরেকটি থাকে? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তা হলে তুমি তা তোমার স্ত্রীর জন্য খরচ করবে। তাতেও তুমি সাদাকার সাওয়াব পাবে। সে বললোঃ যদি আমার কাছে আরেকটি থাকে? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তা হলে তুমি তা তোমার কাজের লোকের জন্য খরচ করবে। তাতেও তুমি সাদাকার সাওয়াব পাবে। সে বললোঃ যদি আমার কাছে আরেকটি থাকে? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তা হলে তুমি সে সম্পর্কে আমার চাইতেও ভালো জানো"।[১]

দায়িত্ব ও প্রয়োজনের ভিত্তিতেই ব্যয়ের এ ক্রম বিন্যাস। তাই এ সম্পর্কে তৎ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিই অন্যের চাইতে বেশি ভালো জানেন।

সাদাকা দেয়ার কিছু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রঃ

১. জনকল্যাণে পাড়ায় পাড়ায় পানি সরবরাহের জন্য পুকুর বা নলকূপ খনন করাঃ

সা'দ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করলেনঃ কোন সাদাকা আপনার নিকট অধিক পছন্দনীয়? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ

الْمَاءُ

"জন কল্যাণে পানি সরবরাহ করা"।[২]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, সা'দ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) একদা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! সা'দের মা তথা আমার মা তো মরে গেলো।

---

১ (আবু দাউদ, হাদীস ১৬৯১)
২ (আবু দাউদ, হাদীস ১৬৭৯)

অতএব তাঁর জন্য কোন্ সাদাকা করলে বেশি ভালো হবে? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ

الْمَاءُ

"জন কল্যাণে পানি সরবরাহ করা"।[১]

তখন সা'দ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) একটি কূপ খনন করলেন এবং বললেনঃ এটি সা'দের মার জন্য।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

لَيْسَ صَدَقَةٌ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ مَاءٍ

"পানি সরবরাহের চাইতে আরো বেশি সাওয়াবের সাদাকা আর নেই"।[২]

জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

مَنْ حَفَرَ مَاءً لَمْ يَشْرَبْ مِنْهُ كَبِدٌ حَرَّى مِنْ جِنٍّ وَلاَ إِنْسٍ وَلاَ طَائِرٍ إِلاَّ آجَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"কেউ কোন কুঁয়া খনন করলে তা থেকে মানুষ, জিন, পাখি তথা যে কোন পিপাসার্ত প্রাণীই পান করুক না কেন আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তাকে এর সাওয়াব দিবেন"।[৩]

জনৈক ব্যক্তি কোন মানুষকে নয় বরং একটি পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করলেন।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِيْ بِطَرِيْقٍ، اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيْهَا، فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ، يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا

১ (আবু দাউদ, হাদীস ১৬৮১)
২ (স'হীহুত্ তারগীবি ওয়াত্ তারহীব, হাদীস ৯৬০)
৩ (স'হীহুত্ তারগীবি ওয়াত্ তারহীব, হাদীস ৯৬৩)

الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِيْ كَانَ بَلَغَ بِيْ، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيْهِ فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ، وَفِيْ رِوَايَةٍ: فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَإِنَّ لَنَا فِيْ الْبَهَائِمِ أَجْرًا ؟ فَقَالَ: فِيْ كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ

"একদা জনৈক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলো। এমতাবস্থায় হঠাৎ তার কঠিন পিপাসা লেগে গেলো। পথিমধ্যে সে একটি কূঁয়া দেখতে পেয়ে তাতে নেমে পানি পান করে বেরিয়ে আসলো। উপরে উঠে সে দেখতে পেলো একটি কুকুর হাঁপাচ্ছে। পিপাসায় সে কাঁচা মাটি খাচ্ছে। তখন লোকটি মনে মনে বললোঃ আমার যেমন পিপাসা লেগেছিলো তেমনি তো এ কুকুরটিরও পিপাসা লেগেছে। তখন সে আবারো কুঁয়ায় নেমে নিজের (চামড়ার) মোজায় পানি ভর্তি করে উপরে উঠলো এবং কুকুরটিকে পানি পান করালো। আল্লাহ্ তা'আলা এর প্রতিদান স্বরূপ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তাকে জান্নাত দিয়ে দিলেন। সাহাবাগণ বললেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! চতুষ্পদ জন্তুর পরিচর্যা করলেও কি আমরা সাওয়াব পাবো? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ প্রতিটি প্রাণীর পরিচর্যায়ই সাওয়াব রয়েছে"।[১]

২. কাউকে কোন দুধেল পশু ধার দেয়াঃ

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

أَرْبَعُوْنَ خَصْلَةً أَعْلاَهُنَّ مَنِيْحَةُ الْعَنْزِ، مَا يَعْمَلُ رَجُلٌ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا، وَتَصْدِيْقَ مَوْعُوْدِهَا، إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الْجَنَّةَ

"চল্লিশটি কাজ এমন রয়েছে যার কোন একটিও কেউ সাওয়াবের আশায় এবং পরকালের প্রাপ্তির উপর বিশ্বাস করে সম্পাদন করলে আল্লাহ্ তা'আলা এর বিপরীতে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তবে তার মধ্যে সর্বোচ্চ হচ্ছে কোন দুধেল ছাগী কাউকে ধার দেয়া"।[২]

---

১ (বুখারী, হাদীস ৬০০৯ মুসলিম, হাদীস ২২৪৪ স'হীহুত্ তারগীবি ওয়াত্ তারহীব, হাদীস ৯৫৮)
২ (আবু দাউদ, হাদীস ১৬৮৩)

৩. কোন ঋণগ্রস্তকে তার ঋণ পরিশোধে সহযোগিতার জন্য যথাসাধ্য সাদাকা দেয়াঃ

আবু সা'ঈদ্ খুদ্‌রী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে জনৈক ব্যক্তি কিছু ফসল খরিদ করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অতঃপর তার উপর ঋণের বোঝা খুব বেড়ে যায়। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

تَصَدَّقُوْا عَلَيْهِ، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِغُرَمَائِهِ : خُذُوْا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ

"তোমরা তাকে সাদাকা দাও। অতঃপর সবাই তাকে সাদাকা দিলো। কিন্তু তা তার ঋণ সমপরিমাণ হলো না। তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার ঋণদাতাদেরকে বললেনঃ তোমরা যা পাচ্ছো তাই নিয়ে যাও। এর চাইতে বেশি আর তোমরা পাচ্ছো না"।[১]

৪. সুযোগ পেলেই কাউকে খানা খাওয়ানোঃ

আল্লাহ্ তা'আলা সৎকর্মশীল বান্দাহ্‌দের গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ

﴿ يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيْرًا (٧) وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّأَسِيْرًا (٨) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا (٩) إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا (١٠) فَوَقٰهُمُ اللهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا ج (١١) وَجَزٰىهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا لا (١٢) ﴾

"তারা মানত পুরা করে এবং সে দিনকে ভয় করে যে দিনের বিপদ হবে অত্যন্ত ব্যাপক। তারা খাবারের প্রতি নিজেদের প্রচণ্ড আসক্তি থাকা সত্ত্বেও (তা নিজেরা না খেয়ে) অভাবী, এতিম ও বন্দীকে খাওয়ায়। তারা বলেঃ আমরা তো তোমাদেরকে খাওয়াচ্ছি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য। আমরা তোমাদের নিকট থেকে এর কোন প্রতিদান চাই না ; না চাই

১ (তিরমিযী, হাদীস ৬৫৫)

কোন ধরনের কৃতজ্ঞতা। আমরা তো আমাদের প্রভুর কাছ থেকে এক চরম ভয়ঙ্কর দিনের ভয় পাচ্ছি। তাই তো আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সে দিনের কঠিন বিপদ থেকে রক্ষা করবেন এবং তাদেরকে দিবেন অধিক আনন্দ ও উৎফুল্লতা। উপরন্তু তাদের ধৈর্যশীলতার দরুন তাদেরকে দিবেন জান্নাত ও রেশমী কাপড়"।

(ইন্‌সান/দাহ্‌র : ৭-১২)

সাধারণত কাফির ও জাহান্নামীরাই কাউকে খানা খাওয়ায় না এবং খাওয়াতে উৎসাহও দেয় না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ لا (٣٨) إِلَّآ أَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ ط (٣٩) فِيْ جَنّٰتٍ قف يَتَسَآءَلُوْنَ لا (٤٠) عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ لا (٤١) مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ (٤٢) قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ لا (٤٣) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ لا (٤٤) وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ لا (٤٥) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ لا (٤٦) ﴾

"প্রতিটি ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ। তবে ডান হাতে আমলনামাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা নয়। তারা তো থাকবে জান্নাতে। বরং তারা অপরাধীদেরকে জিজ্ঞাসা করবেঃ তোমরা কেন সাক্বার জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হলে? তখন তারা বলবেঃ আমরা তো সলাতীই ছিলাম না। অভাবীদেরকে খানাও খাওয়াতাম না। বরং আমরা সমালোচনাকারীদের সাথেই (ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী) সমালোচনায় অংশ গ্রহণ করতাম। উপরন্তু আমরা ছিলাম কর্মফল দিবসে অবিশ্বাসী"। (মুদ্দাস্‌সির : ৩৮-৪৬)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ، فَذَلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ، وَلاَ يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴾

"তুমি কি দেখেছো তাকে যে কর্মফলকে মিথ্যা বলে। সেই তো ওই ব্যক্তি যে এতিমকে (ঘৃণাভরে) তাড়িয়ে দেয়। এমনকি সে কোন অভাবীকে খানা খাওয়াতেও কাউকে উৎসাহ দেয় না"। (মা'উন : ১-৩)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ সালাম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

أَيُّهَا النَّاسُ ! أَفْشُوْا السَّلاَمَ، وَأَطْعِمُوْا الطَّعَامَ، وَصَلُّوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ؛ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ

"হে মানব সকল! তোমরা একে অপরকে সালাম দাও। মানুষকে খানা খাওয়াও। রাত্রিবেলায় তাহাজ্জুদের সলাত পড়ো যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তা হলে তোমরা চরম নিরাপত্তার মাধ্যমেই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে"।[১]

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

اُعْبُدُوْا الرَّحْمٰنَ، وَأَطْعِمُوْا الطَّعَامَ، وَأَفْشُوْا السَّلاَمَ ؛ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ بِسَلاَمٍ

"তোমরা দয়াময় প্রভুর ইবাদাত করো। মানুষকে খানা খাওয়াও। একে অপরকে সালাম দাও তা হলে তোমরা চরম নিরাপত্তার মাধ্যমেই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে"।[২]

৫. মানুষের মাঝে যে কোন ধরনের বিশুদ্ধ ধর্মীয় বই-পুস্তক, কুরআন মাজীদ, তাফসীর, সহীহ হাদীস, ওয়ায-নসীহতের বিশুদ্ধ অডিও-ভিডিও কিংবা সিডি ক্যাসেট ও লিফলেট ইত্যাদি বিতরণ করাঃ

মানুষ মৃত্যুর পরও যে আমলগুলোর সর্বদা সাওয়াব পেতে থাকবে তার মধ্যে মানুষের মাঝে যে কোন ধরনের বিশুদ্ধ ধর্মীয় বই-পুস্তক, কুরআন মাজীদ, তাফসীর, সহীহ হাদীস, ওয়ায-নসীহতের বিশুদ্ধ অডিও-ভিডিও কিংবা সিডি ক্যাসেট ও লিফলেট ইত্যাদি বিতরণ করা অন্যতম।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

---

১ (স'হীহুত্ তারগীবি ওয়াত্ তারহীব, হাদীস ৯৪৯)

২ (তিরমিযী, হাদীস ১৮৫৫)

إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ

"কোন মানুষ মারা গেলে তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমল তার মৃত্যুর পরও চালু থাকেঃ দীর্ঘস্থায়ী সাদাকা, এমন জ্ঞান যা দিয়ে মানুষ তার মৃত্যুর পরও লাভবান হয়, এমন নেককার সন্তান যে তার মৃত্যুর পর তার জন্য দো'আ করে"।[১]

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لاِبْنِ السَّبِيْلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِيْ صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ تَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ

"একজন মু'মিন ব্যক্তি মৃত্যুর পরও যে আমলগুলোর সাওয়াব পেতে থাকবে তা হচ্ছে, এমন লাভজনক জ্ঞান যা সে কাউকে সরাসরি শিখিয়েছে এবং প্রচার করেছে (তা যেভাবেই হোক না কেন)। এমন নেককার সন্তান যা সে মৃত্যুর সময় রেখে গেছে। এমন কুর'আন যা সে মিরাস রেখে গেছে। এমন মসজিদ যা সে বানিয়েছে। এমন ঘর যা সে মুসাফিরের জন্য বানিয়েছে। এমন খাল যা সে খনন করেছে। এমন সাদাকা যা সে সুস্থ ও জীবিত থাকাবস্থায় নিজ সম্পদ থেকে দিয়েছে এবং যার সাওয়াব তার মৃত্যুর পরও তার নিকট পৌঁছুবে"।[২]

৬. কুর'আন মাজীদ, তাফসীর, সহীহ হাদীস কিংবা যে কোন বিশুদ্ধ ধর্মীয় বই-পুস্তক, লিফলেট, দেয়ালিকা ইত্যাদি মানুষের মাঝে ফ্রি বিতরণের জন্য দেশে দেশে অত্যাধুনিক প্রিন্টিং প্রেস অথবা আধুনিক রুচি ও উচ্চ মান সম্পন্ন ইসলামী পুস্তক প্রকাশনী

১ (তিরমিযী, হাদীস ১৩৭৬)
২ (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ২৪২ স'হীহুত্ তারগীবি ওয়াত্ তারহীব, হাদীস ৯৪৯)

প্রতিষ্ঠা করাঃ

মানুষ মৃত্যুর পরও যে আমলগুলোর সর্বদা সাওয়াব পেতে থাকবে তার মধ্যে মানুষের মাঝে কুরআন মাজীদ, তাফসীর, সহীহ হাদীস কিংবা যে কোন বিশুদ্ধ ধর্মীয় বই-পুস্তক, লিফলেট, দেয়ালিকা ইত্যাদি ফ্রি বিতরণের জন্য দেশে দেশে অত্যাধুনিক প্রিন্টিং প্রেস অথবা আধুনিক রুচি ও উচ্চ মান সম্পন্ন ইসলামী পুস্তক প্রকাশনী প্রতিষ্ঠা করা অন্যতম। যা উপরোল্লিখিত হাদীসগুলো থেকে সহজেই বুঝা যায়।

প্রাচীন যুগে ইসলাম প্রচারের কাজগুলো একমাত্র আলিমগণই করতেন। কিন্তু বর্তমান যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উৎকর্ষতার সুবাদে এ কাজ আর তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইলো না। এখন যে কোন আগ্রহী ব্যক্তি উক্ত কাফেলায় খুব সহজেই শামিল হতে পারছেন। কেউ নিজে লিখতে বা বলতে না পারলেও কারোর লেখা কোন গুরুত্বপূর্ণ পাণ্ডুলিপি ছাপানোর কাজে যে কোন ধরনের সহযোগিতা করে কিংবা কারোর লেখা বই বা ওয়াযের ক্যাসেট মানুষের মাঝে বিতরণ করে এ মহান প্রচার কাজে অংশ গ্রহণ করা যায়। আশা করি কোন বুদ্ধিমান মানুষ এ সুবর্ণ সুযোগ কাজে লাগাতে অবহেলা করবেন না।

৭. জায়গায় জায়গায় মসজিদ-মাদ্রাসা ও ধর্মীয় সেন্টার প্রতিষ্ঠা করাঃ

আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

سَبْعٌ يَجْرِيْ لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ وَهُوَ فِيْ قَبْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ : مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا، أَوْ كَرَى نَهْرًا، أَوْ حَفَرَ بِئْرًا، أَوْ غَرَسَ نَخْلاً، أَوْ بَنَى مَسْجِدًا، أَوْ وَرَّثَ مُصْحَفًا، أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ

“সাতটা কাজ এমন রয়েছে যার সাওয়াব বান্দাহ্’র জন্য দীর্ঘকাল চালু থাকবে ; অথচ সে মৃত্যুর পর তার কবরেই শায়িতঃ যে ব্যক্তি কাউকে লাভজনক কোন জ্ঞান শিক্ষা দিলো। (জনগণের পানির সঙ্কট দূর করণার্থে) কোথাও খাল বা কূপ খনন করলো। কোথাও বা খেজুর গাছ লাগালো। আবার কোথাও বা মসজিদ ঘর তৈরি করে দিলো। কোন কুর‘আন মাজীদ

মিরাস রেখে গেলো। কোন (নেককার) সন্তান মৃত্যুর সময় রেখে গেলো যে তার জন্য তার মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তা'আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে"।[১]

'উসমান বিন্ 'আফ্ফান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا – يَبْتَغِيْ بِهِ وَجْهَ اللهِ – بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِيْ الْـجَنَّةِ

"যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কোন একটি মসজিদ বানালো আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে সেরূপ একটি ঘর বানাবেন"।[২]

উক্ত সাওয়াব পাওয়ার জন্য জুমার মসজিদ কিংবা বড় শাহী মসজিদই বানাতে হবে এমন কোন শর্ত নেই। বরং মসজিদ যত ছোটই হোক না কেন মসজিদ নির্মাণকারী উক্ত সাওয়াব থেকে কখনো বঞ্চিত হবেন না।

'উমর বিন্ খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يُذْكَرُ فِيْهِ اسْمُ اللهِ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِيْ الْـجَنَّةِ

"যে ব্যক্তি এমন একটি মসজিদ বানালো যাতে আল্লাহ্ তা'আলার নাম উচ্চারিত হয় আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাবেন"।[৩]

জাবির বিন্ আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا للهِ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ أَوْ أَصْغَرَ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِيْ الْـجَنَّةِ

"যে ব্যক্তি কবুতরের বাসা সমপরিমাণ অথবা এর চাইতেও আরো ছোট একটি মসজিদ তৈরি করলো আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন"।[৪]

---

১ (স'হীহুত্ তারগীবি ওয়াত্ তারহীব, হাদীস ৭৩)
২ (বুখারী, হাদীস ৪৫০ মুসলিম, হাদীস ৫৩৩ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৭৪৩)
৩ (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৭৪২)
৪ (ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ৭৪৫)

৮. সর্ব সাধারণের জ্ঞান আহরণের সুবিধার জন্য জায়গায় জায়গায় পাঠাগার বা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করাঃ

মানুষ মৃত্যুর পরও যে আমলগুলোর সাওয়াব পেতে থাকবে তার মধ্যে সর্ব সাধারণের জ্ঞান আহরণের সুবিধার জন্য জায়গায় জায়গায় গ্রন্থাগার কিংবা পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করাও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যা পূর্বের আনাস্‌ ও আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) এর হাদীসদ্বয় থেকেই বুঝা যায়।

৯. মানুষের সুবিধার জন্য জায়গায় জায়গায় ফলদার বৃক্ষ রোপণ করাঃ

মানুষ মৃত্যুর পরও যে আমলগুলোর সাওয়াব পেতে থাকবে তার মধ্যে জায়গায় জায়গায় ফলদার বৃক্ষ রোপণ করাও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যা পূর্বের হাদীস থেকেই বুঝা যায়।

আনাস্‌ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيْمَةٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

"যে কোন মুসলিম কোন ফলদার বৃক্ষ রোপণ করলে অথবা কোন ফসল বপন করলে তা থেকে যদি কোন পাখী, মানুষ কিংবা পশু খায় তা হলে তা তার জন্য সাদাকা হয়ে যাবে"।[১]

জাবির (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلاَّ كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَلاَ يَرْزَؤُهُ أَحَدٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ

"যে কোন মুসলিম কোন ফলদার বৃক্ষ রোপণ করলে তা থেকে যা খাওয়া হয় তা তার জন্য সাদাকা হয়ে যাবে। যা চুরি করা হয় তাও তার জন্য সাদাকা হয়ে যাবে। যা কোন হিংস্র পশু খায় তাও তার জন্য সাদাকা

১ (বুখারী, হাদীস ২৩২০ মুসলিম, হাদীস ১৫৫৩)

হয়ে যাবে। যা কোন পাখী খায় তাও তার জন্য সাদাকা হয়ে যাবে এবং যা কোন মানুষ নিয়ে যায় তাও তার জন্য সাদাকা হয়ে যাবে”।[১]

১০. মুসাফিরদের রাত্রি যাপনের সুবিধার জন্য ট্রেন বা বাস স্টেশনগুলোর আশে-পাশে খাবারের ব্যবস্থা সহ সম্পূর্ণ আবাসিক হোটেল তৈরি করাঃ

মানুষ মৃত্যুর পরও যে আমলগুলোর সাওয়াব পেতে থাকবে তার মধ্যে মুসাফিরদের রাত্রি যাপনের সুবিধার জন্য ট্রেন বা বাস স্টেশনগুলোর আশে-পাশে খাবারের ব্যবস্থা সহ সম্পূর্ণ আবাসিক হোটেল তৈরি করাও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যা পূর্বের আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর হাদীস থেকেই বুঝা যায়।

১১. কোন এতিমের ভরণপোষণের দায়িত্বভার গ্রহণ করাঃ

কোন এতিমের ভরণপোষণের দায়িত্বভার গ্রহণ করা জান্নাতে যাওয়ার একটি বিরাট মাধ্যম।

সাহ্‌ল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِيْ الْـجَنَّةِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا

“আমি ও এতিমের ভরণপোষণের দায়িত্বভার গ্রহণকারী এতো পাশাপাশি থাকবো যতটুকু পাশাপাশি থাকে তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলীদ্বয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উক্ত ব্যাপারটি অঙ্গুলীদ্বয়ের ইশারার মাধ্যমে বুঝিয়েছেন এবং উভয় অঙ্গুলীর মাঝে তিনি সামান্যটুকু ফাঁকও রাখেন”।[২]

১২. বিধবা ও মিসকীনের ভরণপোষণের দায়িত্বভার গ্রহণ করাঃ

বিধবা ও মিসকীনের ভরণপোষণের দায়িত্বভার গ্রহণ করা আল্লাহ্ তা'আলার পথে জিহাদ করা এবং নিরলস নফল সলাত ও নফল রোযা আদায় করার সমতুল্য।

আবু হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ

---

১ (মুসলিম, হাদীস ১৫৫২)
২ (বুখারী, হাদীস ৫৩০৪)

করেনঃ

السَّاعِيْ عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَكَالْقَائِمِ لاَ يَفْتُرُ، وَكَالصَّائِمِ لاَ يُفْطِرُ

"বিধবা ও মিসকীনের ভরণপোষণের দায়িত্বভার গ্রহণকারী আল্লাহ্ তা'আলার পথে জিহাদকারী এবং নিরলস নফল সলাত ও নফল রোযা আদায়কারীর সমতুল্য"।[১]

১৩. যে কোন রোযাদারকে ইফতার করানোঃ

যে কোন রোযাদারকে ইফতার করালে তার রোযার সমপরিমাণ সাওয়াব ইফতার আয়োজনকারী পাবে।

যায়েদ বিন্ খালিদ জুহানী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا ؛ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ ؛ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا

"যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করালো তার রোযার সমপরিমাণ সাওয়াব ইফতার আয়োজনকারী পাবে। তবে এতে রোযাদারের সাওয়াব এতটুকুও কমানো হবে না"।[২]

পূর্ব যুগের নিষ্ঠাবান সাদাকাকারীদের কিছু ঘটনাঃ

১. আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আবু ত্বাল্'হা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আন্সারীদের মধ্যে বেশি সম্পদশালী ছিলেন এবং তাঁর সম্পদের মধ্যে বায়রা'হা নামক বাগানবাড়িটিই ছিলো তাঁর নিকট অধিক প্রিয়। তা ছিলো মসজিদে নববীর সামনাসামনিই। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাতে ঢুকে মিষ্টি পানি পান করতেন। আনাস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেনঃ যখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ ﴾

"তোমরা কখনোই কল্যাণের নাগাল পাবে না যতক্ষণ না তোমরা

---

১ (মুসলিম, হাদীস ২৯৮২)

২ (তিরমিযী, হাদীস ৮০৭ ইব্নু মাজাহ্, হাদীস ১৭৭৩)

নিজের পছন্দনীয় বস্তু সাদাকা করো। তোমরা যা কিছুই আল্লাহ্ তা'আলার পথে ব্যয় করো তা সবই তিনি ভালোভাবে জানেন"। (আলি 'ইমরান : ৯২)

যখন উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয় তখন আবু ত্বাল্'হা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট গিয়ে বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা তো উপরোক্ত আয়াত নাযিল করেন। আর আমার নিকট সবচাইতে প্রিয় সম্পদই হচ্ছে বায়রা'হা নামক বাগানবাড়িটি। সুতরাং এটি আমি আল্লাহ্ তা'আলার পথে সাদাকা করে দিলাম। আমি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এর সাওয়াব আশা করি। সুতরাং হে রাসূল! আপনি তা যেখানে ব্যয় করতে চান ব্যয় করুন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ সাবাস! এতো খুব লাভজনক সম্পদ। এতো খুব লাভজনক সম্পদ। আমি তোমার কথা শুনেছি। তবে আমি চাই যে তুমি তা তোমার আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে বন্টন করে দিবে। তখন আবু ত্বাল্'হা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাই করলেন।[1]

২. সু'দা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি একদা আমার স্বামী ত্বাল্'হা বিন্ 'উবাইদুল্লাহ্'র সামনে উপস্থিত হলে তাঁকে ভারী ভারী মনে হলো। যেন তিনি আমার উপর রাগ করে আছেন। আমি বললামঃ আপনার কি হলো? হয়তো আপনি আমার কোন কর্মকাণ্ডে অসন্তুষ্ট হয়েছেন তাই আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি। তিনি বললেনঃ না। একজন মুসলিম পুরুষের জন্য তুমি কতোই না উত্তমা স্ত্রী! তবে একটি ঘটনা ঘটেছে। তা এই যে, আমার নিকট অনেকগুলো সম্পদ একত্রিত হয়েছে। আমি ভেবে পাচ্ছি না তা কিভাবে খরচ করবো? আমি বললামঃ আপনার কিসের চিন্তা! আপনার বংশের লোকদেরকে ডাক দিয়ে তা তাদের মধ্যে বন্টন করে দিন। তখন তিনি নিজ গোলামকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ হে গোলাম! আমার বংশের লোকদেরকে ডেকে নিয়ে আসো। বর্ণনাকারিণী বলেনঃ আমি হিসাব রক্ষককে জিজ্ঞাসা করলামঃ তিনি ইতিমধ্যে কতো টাকা বন্টন করলেন? সে বললোঃ চার লাখ।[2]

৩. একদা ত্বাল্'হা বিন্ 'উবাইদুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট সাত লক্ষ দিরহামের বিনিময়ে একটি বাগানবাড়ি বিক্রি করে দিলেন। 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যখন দিরহামগুলো নিয়ে আসলেন তখন ত্বাল্'হা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেনঃ যে

---

১ (বুখারী, হাদীস ১৪৬১ মুসলিম, হাদীস ৯৯৮)
২ (স'হীহুত্ তারগীবি ওয়াত্ তারহীব, হাদীস ৯২৫)

ব্যক্তির নিকট এতগুলো দিরহাম ; অথচ সে জানে না তার মৃত্যু কখন হবে এরপরও সে এতগুলো দিরহাম নিয়ে রাত্রি যাপন করলো সে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। অতঃপর তিনি লোক পাঠিয়ে দিলেন এগুলো মদীনার গলীতে গলীতে বিলি করতে। ফজরের সময় দেখা গেলো, তাঁর নিকট আর একটি দিরহামও নেই।[১]

৪. একদা 'উমর বিন্ খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) চার শত দিনার একটি থলিতে ভরে নিজ গোলামকে দিয়ে বললেনঃ এগুলো আবু 'উবাইদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে দিয়ে আসো। তবে কোন একটা ব্যস্ততা দেখিয়ে তাঁর ঘরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে। তা হলে দেখতে পাবে সে দিনারগুলো কোন খাতে খরচ করে। গোলাম দিনারগুলো নিয়ে তাঁর কাছে পৌঁছে বললোঃ আমীরুল মু'মিনীন বলছেনঃ দিনারগুলো আপনার কোন ব্যক্তিগত কাজে লাগাতে। তিনি বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সাথে তাঁর খাঁটি বান্দাহ্ সুলভ সুসম্পর্ক অটুট রাখুক এবং তাঁকে দয়া করুক। অতঃপর বললেনঃ হে বান্দি! এ সাতটি দিনার অমুককে দিয়ে আসো, এ পাঁচটি অমুককে, আরো এ পাঁচটি অমুককে। এমনকি তা কিছুক্ষণের মধ্যে বন্টন করা শেষ হয়ে গেলো। গোলামটি 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট এসে তা বিস্তারিত জানালেন। ইতিমধ্যে 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আরো চার শত দিনার মু'আয্ বিন্ জাবাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর জন্য প্রস্তুত করে রাখলেন। তিনি বললেনঃ এগুলো মু'আয্ বিন্ জাবাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে দিয়ে আসো। তবে কোন একটা ব্যস্ততা দেখিয়ে তাঁর ঘরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে। তা হলে দেখতে পাবে সে দিনারগুলো কোন খাতে খরচ করে। গোলাম দিনারগুলো নিয়ে তাঁর কাছে পৌঁছে বললোঃ আমীরুল মু'মিনীন বলছেনঃ দিনারগুলো আপনার কোন ব্যক্তিগত কাজে লাগাতে। তিনি বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সাথে তাঁর খাঁটি বান্দাহ্ সুলভ সুসম্পর্ক অটুট রাখুক এবং তাঁকে দয়া করুক। অতঃপর বললেনঃ হে বান্দি! এ কয়েকটি দিনার অমুকের ঘরে দিয়ে আসো, এগুলো অমুকের ঘরে, আরো এগুলো অমুকের ঘরে। ইতিমধ্যে মু'আয্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর স্ত্রী তাঁর দিকে উঁকি মেরে বললেনঃ আল্লাহ্'র কসম! আমরা একান্ত দরিদ্র। সুতরাং আমাদেরকেও কিছু দিন। তখন তাঁর নিকট শুধুমাত্র দু'টি দিনারই অবশিষ্ট ছিলো এবং তাই

১ (স্বিফাতুস-স্বাফওয়াহ্ ১/৩৪০)

তিনি তাঁর স্ত্রীর দিকে নিক্ষেপ করলেন। গোলামটি 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর নিকট এসে তা বিস্তারিত জানালেন। 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) তাতে খুবই সন্তুষ্ট হলেন এবং বললেনঃ এরা সবাই ভাই ভাই। তাই আচরণে সবাই একই।[১]

৫. 'উরওয়াহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) কে দেখেছি সত্তর হাজার দীনার বা দিরহাম সাদাকা করে দিতে ; অথচ তিনি তাঁর পরনের কাপড় তালি লাগিয়ে পরছিলেন।[২]

৬. আস্‌মা বিন্‌তে আবী বকর আগামী কালের জন্য কিছুই রাখতেন না। তিনি সব কিছুই আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় সাদাকা করে দিতেন।[৩]

৭. 'উমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা জনৈক সাহাবীকে একটি ছাগলের মাথা হাদিয়া দেয়া হলো। তিনি মনে মনে ভাবলেনঃ আমার অমুক ভাই এ মাথাটির প্রতি আমার চাইতেও বেশি মুখাপেক্ষী। তাই তিনি মাথাটি তাঁর কাছেই পাঠিয়ে দিলেন। এমনিভাবে অপরজন অন্যের কাছে। পরিশেষে সাত ঘর ঘুরে মাথাটি প্রথম ঘরেই ফিরে আসলো। [৪]

৮. আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) এর নিকট যখনই তাঁর কোন সম্পদ ভালো বা পছন্দনীয় মনে হতো তখনই তিনি তা আল্লাহ্ তা'আলার রাস্তায় সাদাকা করে দিতেন।[৫]

৯. আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) কখনো কখনো একই মজলিশে ত্রিশ হাজার দীনার বা দিরহাম সাদাকা করে দিতেন ; অথচ তিনি কোন কোন মাসে এক টুকরো গোস্ত খাওয়ার পয়সাও নিজের কাছে খুঁজে পেতেন না।[৬]

১০. একদা 'উমর বিন্ খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর যুগে মদীনায় দুর্ভিক্ষ লেগে যায়। ইতিমধ্যে সিরিয়া থেকে 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর মালিকানাধীন এক হাজার উটের একটি বাণিজ্য কাফেলা মদীনায় পৌঁছে যায়। তাতে ছিলো হরেক

---

১ (স'হীহুত্ তারগীবি ওয়াত্ তারহীব, হাদীস ৯২৬)
২ (স্বিফাতুস-স্বাফওয়াহ্ ২/৩০)
৩ (আস-সিয়ার ৩/৩৮০)
৪ (এহ্ইয়া' ৩/২৭৩)
৫ (ওয়াফায়াতুল-আ'ইয়ান ৩/৩০)
৬ (আস-সিয়ার ৩/২১৮)

রকমের খাদ্য সামগ্রী ও মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ। সে কঠিন সময়ে যার মূল্য ছিলো বর্ণনাতীত। ইতিমধ্যে সকল ব্যবসায়ীরা পণ্য সামগ্রীর জন্য তাঁর নিকট উপস্থিত। তিনি তাদেরকে বললেনঃ তোমরা আমাকে কতটুকু লাভ দিবে ? তারা বললোঃ শতকরা পাঁচ ভাগ। তিনি বললেনঃ অন্যজন (আল্লাহ্ তা'আলা) আরো বেশি দিতে প্রস্তুত। তারা বললোঃ আমরা আরো বাড়িয়ে দেবো। এমনকি তারা শতকরা দশ ভাগ লাভ দিতে প্রস্তুত হয়ে গেলো। তিনি বললেনঃ অন্যজন (আল্লাহ্ তা'আলা) আরো বেশি দিতে প্রস্তুত। অতঃপর তিনি পুরো ব্যবসাটুকুই আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য মানুষের মাঝে বন্টন করে দেন।[১]

১১. একদা জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি চারটি দিয়্যাতের দায়িত্বভার নিয়ে মদীনায় উপস্থিত হলো। সে এ ব্যাপারে মদীনাবাসীদের সাহায্য কামনা করছিলো। জনৈক ব্যক্তি তাকে বললোঃ তুমি এ ব্যাপারে চার জনের যে কোন এক জনের নিকট যেতে পারো। তাঁরা হচ্ছেন, 'হাসান বিন্ 'আলী, আব্দুল্লাহ্ বিন্ জা'ফর, সা'ঈদ বিন্ 'আস্ব এবং আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'আব্বাস ﷺ। লোকটি মসজিদে গিয়ে দেখলো সা'ঈদ বিন্ 'আস্ব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) মসজিদে প্রবেশ করছেন। লোকটি তাঁর কাছে ব্যাপারটি খুলে বলতেই তিনি নিজ ঘর থেকে ঘুরে এসে বললেনঃ তুমি আরেকজনকে নিয়ে আসো তোমার সহযোগিতা করতে। লোকটি বললোঃ আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে দয়া করুন! আমি তো এতো সম্পদ চাইনি ? তিনি বললেনঃ আমি জানি। তুমি আরেকজনকে নিয়ে আসো তোমার সহযোগিতা করতে। অতঃপর তিনি তাকে চল্লিশ হাজার দীনার বা দিরহাম দিয়ে দিলেন। এরপর লোকটির আর কারোর কাছে যেতে হলো না।[২]

১২. মাইমূন বিন্ মিহ্‌রান থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রাযিয়াল্লাহু আন্হুমা) এর স্ত্রীকে বলা হলোঃ তুমি তোমার স্বামীর প্রতি কেন দয়া করো না ? তিনি বললেনঃ আমি কি করবো ?! তাঁর জন্য খানা তৈরি করলে তিনি অন্যদেরকে সাথে নিয়ে বসে যান। তখন আর তাঁর

১ (আখলাকুনাল-ইজতিমা'ইয়্যাহ্ : ২১)
২ (আল-বিদায়াহ্ ওয়ান-নিহায়াহ্ ৮/৯৩)

খাওয়া হয় না। অতঃপর তাঁর স্ত্রী একদা সকল মিসকিনদেরকে দাওয়াত দিয়ে খাওয়ালেন যারা সর্বদা ইব্‌নু 'উমরের মসজিদ থেকে বের হওয়ার পথে বসে থাকে। এরপর তাদেরকে বিনয়ের সাথে বললেনঃ তোমরা ইব্‌নু 'উমরের পথে বসে থেকো না। অতঃপর ইব্‌নু 'উমর ঘরে এসে বললেনঃ অমুককে ডাকো, অমুককে ডাকো ; অথচ তাঁর স্ত্রী তাদের নিকট খানা পাঠিয়ে বললেনঃ তোমাদেরকে ডাকলে তোমরা কেউ আর এসো না। তখন ইব্‌নু 'উমর বললেনঃ তোমরা চাচ্ছো, আমি যেন আজ রাত্রের খাবার না খাই। তাই তিনি আর রাত্রের খাবার খেলেন না।[১]

১৩. মুহাম্মাদ বিন্ মুন্‌কাদির (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা উম্মে দুর্‌রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) [যিনি ছিলেন 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) এর খাদিমা] তাঁকে বলেনঃ একদা মু'আবিয়া (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) 'আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হা) এর নিকট এক লক্ষ আশি হাজার দিরহাম পাঠান। তিনি দিরহামগুলো পেয়ে তার সবটুকুই মানুষের মাঝে বিলি করে দিলেন। যখন সন্ধ্যা হলো তখন তিনি নিজ খাদিমাকে বললেনঃ ইফতার নিয়ে আসো। অতঃপর তাঁর জন্য রুটি ও তেল নিয়ে আসা হলো। উম্মে দুর্‌রাহ্ বলেনঃ আজ একটি দিরহাম দিয়ে আমাদের ইফতারের জন্য এতটুকু গোস্তও কিনতে পারলেন না ? 'আয়িশা বলেনঃ আমাকে ইতিপূর্বে ব্যাপারটি স্মরণ করিয়ে দিলে না কেন ?[২]

১৪. সা'দ বিন্ 'উবাদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) প্রতি রাত্রে আশি জন সুফ্‌ফাবাসীকে খানা খাওয়াতেন।[৩]

১৫. মদীনাবাসীরা আব্দুর রহ্‌মান বিন্ 'আউফ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর সম্পদের উপর বেশির ভাগই নির্ভরশীল ছিলো। কারণ, তিনি নিজ মালের এক তৃতীয়াংশ মানুষকে ঋণ দিতেন। আরেক তৃতীয়াংশ মানুষের ঋণ পরিশোধে ব্যয় করতেন। অন্য তৃতীয়াংশ আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষায় ব্যয় করতেন।[৪]

১৬. একদা জনৈক ব্যক্তি 'হাসান বিন্ 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুমা) এর দিকে একটি চিরকুট তুলে ধরলেন। তখন তিনি তা দেখার পূর্বেই বললেনঃ

---

১ ('হিল্‌য়াতুল-আউলিয়া' ৭/২৯৮)
২ (এহ্‌ইয়া' ৩/২৬২)
৩ (আস-সিয়ার ১/২১৬)
৪ (তারীখে বাগদাদ : ১২/৪৯১)

তোমার প্রয়োজন মিটিয়ে দেয়া হবে। জনৈক ব্যক্তি তাঁকে বললেনঃ হে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সন্তান! আপনি চিরকুটটি দেখেই উত্তর দিতেন তাই তো ভালো ছিলো। তিনি বললেনঃ আমি চিরকুটটি পড়া পর্যন্ত সে যতটুকু লাঞ্ছনা ভোগ করবে সে জন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে জবাবদিহি করবেন।[১]

১৭. যুবাইর বিন্ 'আউওয়াম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) এর এক হাজার গোলাম ছিলো যারা তাঁকে প্রতিদিনই নিজেদের উপার্জনগুলো দিয়ে দিতো। প্রতি রাত্রে তিনি সেগুলো সম্পূর্ণরূপে গরীবদের মাঝে বন্টন না করে কখনো ঘরে ফিরতেন না।[২]

১৮. আহ্‌মাদ বিন্ হাম্বাল (রাহিমাহুল্লাহ) আব্বাদ বিন্ আব্বাদ সম্পর্কে বলেনঃ তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত দিনদার। যিনি নিজকে আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে তিন বা চার বার খরিদ করে নিয়েছেন। তিনি নিজকে ওজন করে সে পরিমাণ রুপা আল্লাহ্'র রাস্তায় সাদাকা করেন।[৩]

১৯. 'আমর বিন্ দীনার থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা আলী বিন্ 'হুসাইন বিন্ আলী (রাহিমাহুল্লাহ) মুহাম্মাদ বিন্ উসামাহ্ বিন্ যায়েদের সাক্ষাতে গেলে দেখলেন তিনি কাঁদছেন। আলী বললেনঃ তোমার কি হয়েছে। কাঁদছো কেন ? তিনি বললেনঃ আমার উপর কিছু ঋণ রয়েছে তাই কাঁদছি। আলী বললেনঃ কতগুলো ? তিনি বললেনঃ পনেরো হাজার দীনার। আলী বললেনঃ ঠিক আছে, তা আমিই দিয়ে দেবো।[৪]

২০. আলী বিন্ হাসান বিন্ আলী (রাহিমাহুল্লাহ) এর নিকট কোন ভিক্ষুক আসলে তিনি তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বলতেনঃ তোমাকে ধন্যবাদ! কারণ, তুমি আমার ধন-সম্পদ আখিরাতের দিকে বয়ে নিয়ে যাবে।

২১. 'উমর বিন্ সাবিত (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ যখন আলী বিন্ 'হুসাইন বিন্ আলী (রাহিমাহুল্লাহ) মৃত্যু বরণ করলেন তখন তাঁকে ধোয়ানোর সময় তাঁর পিঠে অনেকগুলো কালো দাগ পরিলক্ষিত হয়। এ

---

১ (এহ্‌ইয়া ৩/৯৭)
২ ('হিল্‌য়াতুল-আউলিয়া' ১/৯০)
৩ (তাযকিরাতুল-'হুফ্‌ফায ১/২১০)
৪ (তায্‌কিরাতুল-'হুফ্‌ফায ১/৮১)

ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁর ঘনিষ্ঠরা বলেনঃ তিনি রাত্রি বেলায় আটার বস্তা পিঠে নিয়ে মদীনার ফকিদের ঘরে ঘরে পৌঁছিয়ে দিতেন।[১]

২২. আবুল 'হুসাইন নূরী (রাহিমাহুল্লাহ) বিশ বছর যাবত নিজ ঘর থেকে দু'টি রুটি নিয়ে বাজারের দিকে রওয়ানা করতেন তা সাদাকা করার জন্য। পথিমধ্যে তিনি মসজিদে ঢুকে নফল সলাতে ব্যস্ত হয়ে যেতেন যতক্ষণ না বাজারের সময় হতো। অতঃপর বাজারের সময় হলে তিনি সেখানে গিয়ে রুটি দু'টি সাদাকা করে দিতেন। সবাই মনে করতো, তিনি ঘর থেকে খানা খেয়ে বের হয়েছেন। আর ঘরের লোকেরা মনে করতো, তিনি তো দুপুরের খানা নিয়ে বের হয়েছেন ; অথচ তিনি রোযা রয়েছেন।[২]

২৩. ইমাম শা'বী বলেনঃ আমার এমন কোন আত্মীয় মরেনি যার উপর কিছু না কিছু ঋণ আছে ; অথচ আমি তা তার পক্ষ থেকে আদায় করিনি।[৩]

২৪. আবু ইসহাক্ব আত্ব-ত্বাবারী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ নাজাদ নামক জনৈক ব্যক্তি সর্বদা রোযা রাখতো। একটি রুটি দিয়ে ইফতার করার সময় তিনি তা থেকে সামন্যটুকু ছিঁড়ে রাখতেন। শুক্রবার তিনি সে টুকরোগুলো খেয়ে সে দিনের রুটিটি সাদাকা করে দিতেন।[৪]

২৫. দাউদ আত্ব-ত্বায়ির একটি বান্দি ছিলো। সে একদা তাঁকে বললোঃ আপনার জন্য কি কিছু চর্বি পাকাবো ? তিনি বললেনঃ ঠিক আছে, পাকাও। তা পাকিয়ে যখন তাঁর কাছে আনা হলো তখন তিনি বললেনঃ অমুক ঘরের এতিমগুলোর কি অবস্থা ? বান্দি বললোঃ আগের মতোই। তিনি বললেনঃ এগুলো তাদের কাছে নিয়ে যাও। বান্দি বললোঃ আপনি তো অনেক দিন থেকে রুটির সাথে কিছু খাননি। তিনি বললেনঃ তারা খেলে তো আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট তা সংরক্ষিত থাকবে। আর আমি খেলে তা বাথরুমে যাবে।[৫]

---

১ (আস-সিয়ার ৪/১৩৯)
২ (মিন্‌হাজুল-ক্বাস্বিদীন ৪১)
৩ (তায্‌কিরাতুল-'হুফ্‌ফায ১/৮১)
৪ (তায্‌কিরাতুল-'হুফ্‌ফায ৩/৮৬৮)
৫ (তারিখে বাগদাদ ৮/৩৫৩)

২৬. শু'বাহ্ বিন্ 'হাজ্জাজ একদা একটি গাধার উপর চড়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে সুলাইমান বিন্ মুগীরাহ্ নামক জনৈক ব্যক্তি তাঁর নিকট নিজ দীনতার কথা বর্ণনা করছিলো। তখন তিনি বললেনঃ আল্লাহ্'র কসম! আমি এখন শুধু এ গাধাটিরই মালিক। অন্য কিছুর নয়। এরপরও তিনি গাধা থেকে নেমে গাধাটি সুলাইমানকে সাদাকা করে দিলেন।[১]

২৭. রাবী' নামক জনৈক বুযুর্গ একদা অর্ধাঙ্গ রোগে ভোগছিলেন। দীর্ঘ দিন যাবত তিনি পুরো শরীরে খুব ব্যথা অনুভব করছিলেন। হঠাৎ তাঁর মুরগীর গোস্ত খাওয়ার ইচ্ছে হলো। চল্লিশ দিন যাবত এ ইচ্ছা তিনি কারোর কাছে ব্যক্ত করেননি। একদা তাঁর স্ত্রীর নিকট উক্ত ইচ্ছা ব্যক্ত করলে তিনি এক দিরহাম দু' দানিক্ব দিয়ে তাঁর জন্য একটি মুরগী খরিদ করে তা রান্না করলেন। সাথে কিছু রুটি এবং হালুয়াও তৈরি করা হলো। এ সব তাঁর নিকট উপস্থিত করা হলে যখন তিনি তা খেতে যাবেন তখনই জনৈক ভিক্ষুক এসে বললোঃ আমাকে কিছু সাদাকা দিন। তখন তিনি তা না খেয়ে তাঁর স্ত্রীকে বললেনঃ ভিক্ষুককে এগুলো দিয়ে দাও। তাঁর স্ত্রী বললেনঃ আমি ভিক্ষুককে এমন কিছু দেবো যাতে সে আরো বেশি খুশি হয়ে যায়। তিনি বলেলন তা কি? তাঁর স্ত্রী বললেনঃ আমি তাকে এগুলোর পয়সা দিয়ে দেবো। আর আপনি এগুলো খাবেন। তিনি বললেনঃ ভালোই বলেছো। তা হলে পয়সাগুলো নিয়ে আসো। পয়সাগুলো নিয়ে আসা হলে তিনি বললেনঃ পয়সা এবং খাবার সবই তাকে দিয়ে দাও।[২]

২৮. 'আমির বিন্ আব্দুল্লাহ্ বিন্ যুবাইর (রাহিমাহুল্লাহ) দীনার ও দিরহামের থলি নিয়ে মসজিদে মসজিদে ঘুরে বেড়াতেন। কোন নেককার বান্দাহ্কে সিজদাহ্রত অবস্থায় দেখলে তার জুতার পার্শ্বে থলিটি রেখে দিতেন। যাতে লোকটি তাঁকে চিনতে না পারে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলোঃ থলিটি এদের বাড়িতে পাঠান না কেন? তখন তিনি বলেনঃ থলিটি তাদেরকে সরাসরি দিলে সময় সময় তারা আমাকে বা আমার প্রতিনিধিকে দেখে লজ্জা পাবে।[৩]

২৯. 'আমির বিন্ আব্দুল্লাহ্ বিন্ যুবাইর (রাহিমাহুল্লাহ) ছয় বার নিজের

---

১ ('হিল্‌য়াতুল-আউলিয়া' ৭/১৪৬)
২ (আহ্‌সানুল মা'হাসিন ২৮৯)
৩ (মিন্‌হাজুল-ক্বাস্বিদীন ৪১)

দিয়্যাত সমপরিমাণ সাদাকা করে আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে নিজকে কিনে নিয়েছেন। তেমনিভাবে 'হাবীব আল-'আজমীও চল্লিশ হাজার দিরহাম সাদাকা করে নিজকে আল্লাহ্ তা'আলার কাছ থেকে কিনে নিয়েছেন।[১]

৩০. মুওয়ার্‌রিক্ব আল-'ইজ্‌লী ব্যবসা করে যা লাভ হতো তার সবটুকুই গরীব-দুঃখীর মাঝে বন্টন করে দিতেন। তিনি বলতেনঃ গরীব-দুঃখী না থাকলে আমি কখনো ব্যবসাই করতাম না।[২]

৩১. রাক্বিদী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ রাষ্ট্রপতি আমাকে ছয় লক্ষ দিরহাম দিয়েছেন ; অথচ এগুলোর উপর কখনো যাকাত আসেনি। অর্থাৎ বছর পুরানোর আগেই তিনি তা সব সাদাকা করে দিয়েছিন।[৩]

৩২. লাইস বিন্ সা'দ (রাহিমাহুল্লাহ) এর বার্ষিক আয় ছিলো আশি হাজার দিনার ; অথচ তাঁর উপর কখনো যাকাত ওয়াজিব হয়নি। অর্থাৎ বছর পুরানোর আগেই তিনি তা সব সাদাকা করে দিয়েছিন।[৪]

৩৩. একদা মা'রূফ কার্‌খী (রাহিমাহুল্লাহ) অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন তাঁকে বলা হলোঃ আপনি ওয়াসিয়ত করুন। তিনি বললেনঃ আমি মরে গেলে আমার গায়ের জামাটি তোমরা সাদাকা করে দিবে। কারণ, আমি চাই, দুনিয়াতে আমি যেভাবে খালি এসেছি সেভাবেই দুনিয়া থেকে বিদায় নেবো।[৫]

৩৪. খলীফা আব্দুল মালিক বিন্ মারওয়ান একদা আস্‌মা বিন্‌তে খারিজাকে ডেকে বললেনঃ তোমার কয়েকটি গুণ আমার কানে এসেছে তা এখন সরাসরি আমাকে খুলে বলবে কি ? তিনি বললেনঃ এ ব্যাপারটি অন্যের থেকে শুনাই ভালো। খলীফা বললেনঃ না, তুমি আমাকে সেগুলো বলতেই হবে। তখন তিনি বললেনঃ হে আমীরুল-মু'মিনীন! গুণগুলো হচ্ছে এই যে, আমি কখনো কারোর সামনে পা ছড়িয়ে বসি না। আমি কখনো কাউকে খাবারের দাওয়াত করলে সেই আমাকে খোঁটা দেয় যা আমি দেই

১ ('হিল্‌য়াতুল-আউলিয়া' ৩/১৬৬)
২ (আয-যুহ্‌দ ৪৪)
৩ (আস-সিয়ার ৯/৪৬৭)
৪ (ওয়াফায়াতুল-আ'ইয়ান ৪/১৩০)
৫ (ওয়াফায়াতুল-আ'ইয়ান ৫/২৩২)

না। কেউ আমার নিকট কোন কিছু চাইলে যা কিছুই আমি তাকে দেই তা বেশি মনে করি না।[১]

৩৫. একদা জনৈক সিরিয়াবাসী মদীনায় এসে বললোঃ স্বাফ্‌ওয়ান বিন্ সুলাইম কে ? আমি তাকে জান্নাতে দেখেছি। তিনি জান্নাতে প্রবেশ করেছেন একটি জামার পরিবর্তে। যা একদা তিনি জনৈক ব্যক্তিকে পরিয়েছেন। তিনি একদা এক প্রচণ্ড শীতের রাত্রিতে মসজিদ থেকে ঘরে রওয়ানা করছিলেন। পথিমধ্যে দেখছেন জনৈক ব্যক্তি উলঙ্গ। তখন তিনি জামাটি খুলে তাকে পরিয়ে দিলেন।[২]

৩৬. সা'লিম বিন্ আবুল-জা'দ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ একদা জনৈকা মহিলা নিজ সন্তানকে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়। পথিমধ্যে একটি বাঘ তার সন্তানটি ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। তখন মহিলাটি তার পিছু নেয়। তার সাথে একটি রুটি ছিলো। পথিমধ্যে সে রুটিটি একজন ভিক্ষুককে দিয়ে দেয়। তখন বাঘটি তার সন্তানটিকে ফেরত দেয়। তখন তার কানে একটি আওয়াজ আসে, এক নেওলার পরিবর্তে আরেকটি নেওলা।[৩]

৩৭. ইব্রাহীম বিন্ বাশ্‌শার বলেনঃ একদা আমি ইব্রাহীম বিন্ আদমের সঙ্গে ত্রিপলী (বর্তমান লিবিয়ার রাজধানী) এলাকায় হাঁটছিলাম। আমার সাথে ছিলো শুধু দু'টি শুকনো রুটি। পথিমধ্যে জনৈক ভিক্ষুক কিছু চাইলে তিনি আমাকে বলেনঃ তোমার সাথে যা আছে তা একে দিয়ে দাও। আমি রুটি দু'টো দিতে একটু দেরি করলে তিনি বললেনঃ তুমি ওকে দিয়ে দাও। অতঃপর আমি রুটি দু'টো দিয়ে দিলাম। আমি তাঁর এ রকম কাণ্ড দেখে আশ্চর্য হলে তিনি আমাকে বলেনঃ হে আবু ইসহাক্ব! তুমি কিয়ামতের দিন এমন বিপদাপদের সম্মুখীন হবে যা ইতিপূর্বে কখনো হওনি। তুমি তখন তাই পাবে যা তুমি এ দুনিয়া থেকে পরকালের জন্য এখন পাঠাচ্ছো। যা রেখে যাবে তা কখনোই পাবে না। সুতরাং তুমি এখন থেকেই প্রস্তুতি নাও। কারণ, তুমি জানো না কখন তোমার মৃত্যু হবে। তাঁর কথায় আমি কেঁধে ফেললাম। দুনিয়া আমার কাছে তখন কিছুই মনে হলো না। আমার দিকে

১ (এহ্‌ইয়া' ৩/২৬৫)
২ (স্বিফাতুস্ব-স্বাফওয়াহ্ ২/১৫৪)
৩ (তাম্বীহুল-গাফিলীন ৫২১)

তাকিয়ে তিনিও কেঁধে কেঁধে বললেনঃ এমনই হওয়া চাই।[১]

৩৮. জরীর বিন্ আব্দুল-'হামীদ বলেনঃ সুলাইমান আত-তাইমী যখনই হাতের নাগালে যাই পেতেন সাদাকা করে দিতেন। আর কোন কিছু না পেলে দু'রাক'আত সলাত পড়তেন।[২]

৩৯. একদা জনৈক ব্যক্তি তার বন্ধুর দরোজায় আঘাত করলে সে ঘর থেকে বের হয়ে বললোঃ তুমি কি জন্য আসলে ? সে বললোঃ আমি চার শত দিরহাম ঋণী যা এখনো আদায় করতে পারছি না। বন্ধুটি সাথে সাথে চার শত দিরহাম গুণে তার হাতে তুলে দিলো। অতঃপর ঘরে এসে সে কাঁদতে লাগলো। তার স্ত্রী বললোঃ এতো কষ্ট লাগলে দিলে কেন ? সে বললোঃ দেয়ার জন্য কাঁদছি না। কাঁদছি এ জন্য যে, আমি তার বন্ধু হয়ে এতোদিন কেন তার কোন খোঁজ খবর রাখিনি। যার দরুন তাকে আজ আমার নিকট আসতে হলো।[৩]

৪০. সুফইয়ান বিন্ 'উয়াইনাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) একদা রাস্তা দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন এমতাবস্থায় জনৈক ভিক্ষুক তাঁর কাছে কিছু ভিক্ষা চাইলে তিনি তাকে কিছুই দিতে পারলেন না। তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন। জনৈক ব্যক্তি বললোঃ হে আবু মুহাম্মাদ! আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বললেনঃ এর চাইতে আর বড় বিপদ কি হতে পারে যে, কেউ তোমার নিকট কিছু চাইলো আর তুমি তাকে কিছুই দিতে পারলে না।[৪]

৪১. জনৈকা মহিলা 'হাস্সান বিন্ আবু সিনান (রাহিমাহুল্লাহ) এর নিকট কিছু ভিক্ষা চাইলে তিনি তাঁর শরীককে দু'টি অঙ্গুলি দিয়ে ইশারা করেন। তাঁর শরীক মহিলাটিকে দু'টি দিরহাম দিতে গেলে তিনি নিজে উঠে গিয়ে মহিলাটিকে দু'শত দিরহাম দিলেন। জিজ্ঞাসা করা হলোঃ হে আবু আব্দুল্লাহ্! আপনি তো এ দু'শত দিরহাম দিয়ে অনেকগুলো ভিক্ষুককে সন্তুষ্ট করতে পারতেন। তিনি বললেনঃ আমি যা ভাবছি তোমরা তা ভাবোনি। আমি ভাবলাম, মহিলাটি তো এখনো যুবতী। তাই আমি চাই না মহিলাটি

---

১ (আয-যুহ্দ/বায়হাক্বী ২৫১ স্বিফাতুস্ব-স্বাফওয়াহ্ ২/১৫৪)
২ (আস-সিয়ার ৬/১৯৯)
৩ (এহ্ইয়া' ৩/৯৭)
৪ (ওয়াফায়াতুল-আ'ইয়ান ২/২৯৩)

প্রয়োজনের তাড়নায় ব্যভিচার করে বসুক।[১]

৪২. ‘আলী বিন্ ’ঈসা আল-ওয়াযীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ আমি এ যাবত সাত লাখ দীনার কামিয়েছি। তার মধ্য থেকে ছয় লাখ আশি হাজার দিরহামই আল্লাহ্ তা‘আলার রাস্তায় খরচ করে দিয়েছি।[২]

৪৩. সুফইয়ান বিন্ ’উয়াইনাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ আমার পিতা পঞ্চাশ হাজার দিরহাম মিরাস পেয়েছেন। অতঃপর তিনি তা থলে ভরে ভাইদের নিকট পাঠিয়ে দিলেন এবং বললেনঃ আমি আমার নফল সলাতগুলোতে আমার ভাইদের জন্য জান্নাতের দো‘আ করি। সুতরাং তাদের সাথে আমার সম্পদ নিয়ে কার্পণ্য করবো কেন ?

৪৪. শফিক বিন্ ইব্রাহীম বলেনঃ একদা আমরা ইব্রাহীম বিন্ আদ্‌হামের নিকট ছিলাম। এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো। তিনি বললেনঃ এ কি অমুক ব্যক্তি নয় ? বলা হলোঃ হ্যাঁ। তখন তিনি জনৈক ব্যক্তিকে বললেনঃ তুমি ওর কাছে গিয়ে বলোঃ ইব্রাহীম বিন্ আদ্‌হাম বলছেনঃ কেন তুমি তাঁকে সালাম করোনি ? সে বললোঃ আল্লাহ্’র কসম! আমি এখন পাগলের ন্যায়। আমার স্ত্রী সন্তান প্রসব করেছে ; অথচ আমার নিকট কিছুই নেই। ইব্রাহীম বিন্ আদ্‌হামকে ব্যাপারটি বলা হলে তিনি বললেনঃ ইন্নালিল্লাহ্! আমাদের কি হলো! লোকটির কোন খবরই নিলাম না ; অথচ লোকটি সমস্যাগ্রস্ত। অতঃপর তিনি জনৈক ব্যক্তিকে বললেনঃ এ বাগানের মালিকের কাছ থেকে দু’টি দীনার ধার নিয়ে একটি দীনার দিয়ে তার প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র খরিদ করো। অতঃপর জিনিসগুলো এবং বাকি দীনারটি তাকে দিয়ে আসবে। লোকটি বললোঃ আমি বাজার থেকে জিনিসপত্র কিনে যখন তার দরোজায় গিয়ে আঘাত করি তখন তার স্ত্রী বললোঃ কে? আমি বললামঃ আমি অমুককে চাই। তার স্ত্রী বললোঃ সে তো ঘরে নেই। আমি বললামঃ দরোজাটি খুলে একটু সরে দাঁড়াও। মহিলাটি দরোজা খুললে আমি আসবাবপত্রগুলো ঘরের মেঝে রেখে বাকি দীনারটি তার হাতে তুলে দিলে সে বললোঃ এগুলো কে পাঠালো।

---

১ (স্বিফাতুস্ব-স্বাফওয়াহ্ ৩/৩৩৮)
২ (আস-সিয়ার ১৫/৩০০)

আমি বললামঃ তোমার স্বামীকে বলবেঃ এগুলো ইব্রাহীম বিন্ আদ্‌হাম পাঠিয়েছে। মহিলাটি বললোঃ হে আল্লাহ্! আপনি ইব্রাহীম বিন্ আদ্‌হামকে এ দিনের প্রতিদান দিন।[১]

৪৫. বায়ান মিসরী থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা আমি মক্কায় বসা ছিলাম। আমার সামনে ছিলো জনৈক যুবক। জনৈক ব্যক্তি যুবকটিকে দিরহাম ভর্তি একটি থলি দিলে সে বললোঃ এতে আমার কোন প্রয়োজন নেই। লোকটি বললোঃ তোমার কোন প্রয়োজন না থাকলে মিসকিনদেরকে দিয়ে দিবে। অতঃপর যুবকটি সবগুলো দিরহাম মিসকিনদেরকে দিয়ে দিলো। যখন রাত্রের খাবারের সময় হলো তখন আমি যুবকটিকে দেখতে পেলাম মাঠে পরিত্যাক্ত কোন খাবার যেন সে খুঁজছে। আমি বললামঃ এ সময়ের জন্য কয়েকটি দিরহাম রেখে দিলে না কেন? সে বললোঃ এ পর্যন্ত বাঁচবো বলে আমি এতটুকুও নিশ্চিত ছিলাম না।

৪৬. জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তি সা'ঈদ বিন্ 'আস্বের নিকট কোন কিছু চাইলে তিনি তাঁর খাদিমকে বললেনঃ একে পাঁচ শত দিয়ে দাও। খাদিম বললোঃ পাঁচ শত দীনার দেবো না দিরহাম? তিনি বললেনঃ আমি পাঁচ শত দিরহাম দিতেই বলেছিলাম। তবে যখন তোমার অন্তরে দীনারের কথাই আসলো তা হলে তাকে পাঁচ শত দীনারই দিয়ে দাও। গ্রাম্য ব্যক্তিটি তা গ্রহণ করে কাঁদতে লাগলো। তিনি বললেনঃ কাঁদো কেন? তুমি যা চাইলে তা তো পেয়ে গেলে? সে বললোঃ অবশ্যই। তবে আমি কাঁদছি এ জন্য যে, মৃত্যুর পর আপনার মতো মানুষকে জমিন কিভাবে খেয়ে ফেলবে?[২]

৪৭. রাবী' (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ একদা জনৈক ভিক্ষুক ইমাম শাফি'য়ী (রাহিমাহুল্লাহ) এর ঘোড়ার লাগাম ধরলে তিনি আমাকে বললেনঃ লোকটিকে চারটি দীনার দিয়ে দাও। আর আমার পক্ষ থেকে তার নিকট এ বলে ক্ষমা চাও যে, সময়ের অভাবে আমি তার কোন খবরাখবর রাখতে পারিনি।[৩]

৪৮. 'হাকীম বিন্ 'হিযাম (রাহিমাহুল্লাহ) কোন দিন কোন ভিক্ষুককে না

---

১ (স্বিফাতুস্ব-স্বাফওয়াহ্ ৪/১৫৫)
২ (আল-বিদায়াহ্ ওয়ান-নিহায়াহ্ ৮/৯৩)
৩ (আস-সিয়ার ১০/৩৭)

দেখলে তিনি খুব মন খারাপ করে বলতেনঃ আমি কোন দিন সকালে যদি আমার ঘরের দরোজায় কোন ভিক্ষুককে না পাই তা হলে আমি সে দিনকে বড়ো বিপদের দিন মনে করি।

৪৯. ইব্‌নু শুব্‌রুমাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ) একদা জনৈক ব্যক্তির একটি বড়ো প্রয়োজন মিটিয়ে দিলেন। অতঃপর লোকটি তাঁর নিকট কিছু হাদিয়া নিয়ে আসলে তিনি বললেনঃ এটি কি? সে বললোঃ আপনি যে অমুক দিন আমার বড়ো একটি উপকার করেছেন তাই আপনার জন্য কিছু হাদিয়া নিয়ে আসলাম। তিনি বললেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে সুস্থ রাখুন! এটি নিয়ে যাও। মনে রাখবে, তুমি কারোর নিকট কোন প্রয়োজন উপস্থাপন করলে সে যদি তা মেটানোর যথাসাধ্য চেষ্টা না করে তা হলে তুমি ভালোভাবে ওযু করে তার জানাযার সলাতটুকু পড়ে দিবে। কারণ, সে মৃত সমতুল্য।[১]

৫০. মালিক ইব্‌নু দীনার (রাহিমাহুল্লাহ) একদা বসা ছিলেন এমতাবস্থায় জনৈক ভিক্ষুক তাঁর নিকট কিছু চাইলে তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেনঃ খেজুরের পাত্রটি নিয়ে আসো। অতঃপর তিনি সেখান থেকে অর্ধেক খেজুর ভিক্ষুকটিকে দিয়ে দিলেন। তাঁর স্ত্রী বললোঃ তোমার মতো মানুষকে যাহিদ বলা হয় ?! তোমার নাকি দুনিয়ার প্রতি কোন লোভ নেই। তুমি কি কখনো দেখেছো কোন রাষ্ট্রপতিকে অর্ধেক হাদিয়া দিতে। অতঃপর তিনি ভিক্ষুকটিকে সবই দিয়ে দিলেন। এরপর তাঁর স্ত্রীকে বললেনঃ তুমি ভালোই করেছো। আরো করতে চেষ্টা করো। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ، ثُمَّ الْجَحِيْمَ صَلُّوْهُ، ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ، إِنَّهُ كَانَ لاَ يُؤْمِنُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ، وَلاَ يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴾

"(ফিরিশতাদেরকে বলা হবেঃ) তাকে ধরো। অতঃপর তার গলোদেশে বেড়ি পরিয়ে দাও। এরপর জাহান্নামে নিক্ষেপ করো। পুনরায় তাকে শৃঙ্খলিত করো সত্তর হাত দীর্ঘ এক শৃঙ্খলে। কারণ, সে মহান আল্লাহ্তে বিশ্বাসী ছিলো না এবং অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে উৎসাহিত করতো না"। (আল-'হাক্বাহ্ : ৩০-৩৪)

---

১ (এহ্ইয়া' ২/১৫৯)

মালিক বিন্ দীনার তাঁর স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ আমরা এ কঠিন পরিস্থিতির অর্ধেক এড়াতে আল্লাহ্ তা'আলার উপর ঈমান এনেছি। বাকি অর্ধেক এড়াবো সাদাকা-খায়রাত করে।[১]

৫১. আব্দুল্লাহ্ বিন্ জা'ফর (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি একদা এক হারানো জিনিসের খোঁজে বের হলাম। পথিমধ্যে একটি খেজুর বাগানে ঢুকে দেখি, তাতে একটি কালো গোলাম কাজ করছে। তার খাবার উপস্থিত করা হলে কিছুক্ষণের মধ্যেই তাতে একটি কুকুর ঢুকে পড়লো। কুকুরটি গোলামের নিকটবর্তী হতেই সে তাকে এক টুকরো রুটি ছিঁড়ে দিলো। অতঃপর আরেক টুকরো। এরপর আরেক টুকরো। এমনকি কুকুরটি তার পুরো খাবারই খেয়ে ফেলে। অতঃপর আমি বললামঃ হে গোলাম! প্রতিদিন তুমি কতটুকু খাবার পাও। সে বললোঃ এতটুকুই যা আপনি ইতিপূর্বে দেখেছেন। আমি বললামঃ তা হলে কুকুরটিকে খাওয়ালে কেন? সে বললোঃ এ এলাকাতে কুকুর নেই। অতএব কুকুরটি ক্ষিধার জ্বালায় নিশ্চয়ই অনেক দূর থেকেই এসেছে। আর আমি চাই না যে, আমি খাবো আর কুকুরটি উপবাস থাকবে। আমি বললামঃ তা হলে তুমি আজ খাবে কি? সে বললোঃ আমি আজ আর কিছুই খাবো না। উপবাস থাকবো। তখন আমি মনে মনে বললামঃ আমাকে মানুষ দানশীলতার জন্য তিরস্কার করে। এতো বেশি দান করি কেন? অথচ এ গোলামটি আমার চাইতেও অধিক দানশীল। অতঃপর আমি বাগানবাড়িটি গোলাম ও সকল আসবাবপত্রসহ খরিদ করলাম এবং গোলামটিকে স্বাধীন করে বাগানবাড়িটি তাকে দিয়ে দিলাম।[২]

৫২. আনাস্ বিন্ সীরীন (রাহিমাহুল্লাহ) রামাযানের প্রতিটি সন্ধ্যায় পাঁচ শত মানুষকে ইফতার খাওয়াতেন।[৩]

৫৩. জা'ফর বিন্ মুহাম্মাদ বিন্ 'আলী (রাহিমাহুল্লাহ) মানুষদেরকে এতো বেশি খাওয়াতেন যে, পরিশেষে তাঁর পরিবারের জন্য খাবারের কিছুই

---

১ (তাম্বীহুল-গাফিলীন ২৫২)
২ (এহ্ইয়া' ৩/৩৭৩)
৩ (শাযারাতুয-যাহাব ১/১৫৭)

থাকতো না।[১]

৫৪. মুহাম্মাদ বিন্ ইসহাক্ব (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ মদীনাবাসীরা অত্যন্ত সুন্দরভাবে জীবন যাপন করে যাচ্ছিলো। তারা কখনো জানতো না রাতের অন্ধকারে তাদের খাবার-দাবার কোথায় থেকে আসে। যখন 'আলী বিন্ 'হাসান (রাহিমাহুল্লাহ) ইন্তিকাল করলেন তখন ব্যাপারটি সুস্পষ্ট হয়ে যায়। কারণ, রাতের অন্ধকারে তাদেরকে আর কেউ খাবার-দাবার দিয়ে যায় না।[২]

৫৫. একদা জনৈকা মহিলা লাইস বিন্ সা'দ (রাহিমাহুল্লাহ) এর নিকট এসে বললোঃ হে আবুল-'হারিস! আমার সন্তানটি রোগাক্রান্ত। সে মধু খেতে চায়। তখন লাইস তাঁর গোলামকে বললেনঃ মহিলাটিকে একশত বিশ লিটারের একটি মধুর ভাণ্ড দিয়ে দাও।

৫৬. আহ্‌মাদ ইবন্ ইব্রাহীম বেশি বেশি সাদাকা করতেন। একদা জনৈক ভিক্ষুক তাঁর নিকট কিছু চাইলে তিনি তাকে দু'টি দিরহাম দান করেন। ভিক্ষুকটি বললোঃ আল-'হাম্‌দুলিল্লাহ্। তখন তিনি আরো তিনটি দিরহাম দিলেন। ভিক্ষুকটি বললোঃ আল-'হাম্‌দুলিল্লাহ্। তখন তিনি আরো পাঁচটি দিরহাম দিলেন। এভাবে তিনি বাড়িয়ে দিচ্ছেন। আর ভিক্ষুকটি শুধু আল-'হাম্‌দুলিল্লাহ্ বলছে। এমনকি তিনি ভিক্ষুকটিকে একশতটি দিরহাম দিয়ে দিলেন। তখন ভিক্ষুকটি বললোঃ আল্লাহ্ তা'আলা আপনার সম্পদকে বিপদাপদ থেকে রক্ষা করুন এবং তা দীর্ঘস্থায়ী করুন। তখন তিনি ভিক্ষুকটিকে বললেনঃ আল্লাহ্'র কসম! তুমি যদি আরো আল-'হাম্‌দুলিল্লাহ্ বলতে আমি তোমাকে আরো বাড়িয়ে দিতাম। যদিও তা দশ হাজার দিরহাম হোক না কেন।[৩]

৫৭. 'হাসান বিন্ সাহ্‌ল (রাহিমাহুল্লাহ) কে যখন তিরস্কার করে বলা হলোঃ সীমাতিরিক্ত দানে কোন সাওয়াব নেই। তিনি বললেনঃ দানের মধ্যে সীমাতিরিক্ত বলতে কিছুই নেই।[৪]

৫৮. খালিদ আত্ব-ত্বাহ্'হান (রাহিমাহুল্লাহ) নিজকে আল্লাহ্ তা'আলার কাছ

---

১ (স্বিফাতুস্ব-স্বাফওয়াহ্ ২/১৬৯)
২ (আল-বিদায়াহ্ ওয়ান-নিহায়াহ্ ৯/১১৭)
৩ (আল-বিদায়াহ্ ওয়ান-নিহায়াহ্ ১১/১৩১)
৪ (ওয়াফায়াতুল-আ'ইয়ান ২/১২১)

থেকে চার বার খরিদ করেছেন। নিজকে ওজন করে নিজ ওজন সমপরিমাণ রুপা তিনি আল্লাহ্‌ তা'আলার রাস্তায় সাদাকা করেন।

৫৯. ইয়াযীদ বিন্‌ আবু হাবীব (রাহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেনঃ মিসরের মারসাদ বিন্‌ আবু আব্দুল্লাহ্‌ আল-ইয়াযানী (রাহিমাহুল্লাহ্‌) সবার আগে মসজিদে যেতেন। যখনই তিনি মসজিদে আসতেন তখনই তাঁর সাথে কিছু না কিছু সাদাকা নিয়ে আসতেন। তা পয়সা, রুটি, গম যাই হোক না কেন। একদা তিনি পিয়াজ নিয়ে মসজিদে আসলেন। ইয়াযীদ বলেনঃ একদা আমি তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ হে কল্যাণকামী মহান ব্যক্তিত্ব! এ পিয়াজ তো আপনার পোশাক-পরিচ্ছদ গন্ধময় করে দিবে। তখন তিনি বলেনঃ হে আবু হাবীবের ছেলে! আমি তো এ পিয়াজ ছাড়া ঘরে সাদাকা দেয়ার মতো আর কিছুই পেলাম না। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জনৈক সাহাবী আমাকে বললেনঃ একদা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ

ظِلُّ الْـمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَتُهُ

"কিয়ামতের দিন একজন মু'মিনের জন্য তার সাদাকাই হবে তার জন্য ছায়া"।[১]

আপনি যতো বড়ো ধনীই হোন না কেন তবুও আপনি এ ব্যাপারে কখনো নিশ্চিত নন যে, আপনি অন্ততপক্ষে কাফনের কাপড়টুকু নিয়ে হলেও কবরে যেতে পারবেন।

বনী বুওয়াই রাষ্ট্রপতি ফখরুদ-দাউলাহ্‌ 'আলী বিন্‌ রুক্‌ন সর্বদা বলে বেড়াতেনঃ আমি এতোগুলো সম্পদের মালিক যা আমার সন্তান ও সেনা বাহিনী সবাই মিলে পনেরো বছর খেলেও তা শেষ হবে না। কিন্তু যখন তিনি রায় নামক এলাকার সুপ্রসিদ্ধ কেল্লাতে ইন্তিকাল করেন তখন তার ধন-ভাণ্ডারের চাবি ছিলো তাঁর ছেলের কাছে। তাঁর ছেলেটি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলো না। যার দরুন তাঁর কাফনের কাপড়টুকুরও ব্যবস্থা হয়নি। পরিশেষে তাঁর কাফনের জন্য কেল্লাটির নিচে অবস্থিত জামে' মসজিদের জনৈক দায়িত্বশীল থেকে এক টুকরো কাপড় কেনা হলো যা তিনি নিজেই একদা মসজিদের জন্য রেখে গিয়েছিলেন। তাঁর সেনারা উক্ত কাফনের

১ (স'হীহুত্‌ তারগীবি ওয়াত্‌ তারহীব, হাদীস ৮৭২)

ব্যাপারে মতানৈক্য করলে তাঁকে এভাবেই দীর্ঘ সময় রাখা হয়। ইতিমধ্যে তাঁর শরীরে পঁচন ধরে যায়। তখন তাঁর নিকটবর্তী হওয়াই কারোর পক্ষে সম্ভব ছিলো না। অতএব তাঁর লাশে রশি বেঁধে কেল্লার সিঁড়ি দিয়ে দূর থেকে টেনে নিচে নামানো হয়। তাতে করে তাঁর লাশটি ছিঁড়ে খণ্ড খণ্ড হয়ে যায় ; অথচ তিনি আটাশ লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার দীনার নগদ অর্থ, চৌদ্দ হাজার পাঁচ শত হীরা-জাওয়াহির মণি-মুক্তা যার মূল্য দশ লক্ষ দীনার, ত্রিশ লক্ষ দীনারের বাসন-কোসন, তিন হাজার উটের বোঝাই ঘরের আসবাবপত্র, এক হাজার উটের বোঝাই যুদ্ধাস্ত্র এবং দু' হাজার পাঁচ শত উটের বোঝাই বিছানাপত্র রেখে যান।[১]

সাদাকা সম্পর্কে এতো কিছু শুনার পরও এমন হবেন না যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ هَآ أَنْتُمْ هٰؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ، وَمَنْ يَّبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهِ، وَاللهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ، وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُوْنُوْا أَمْثَالَكُمْ ﴾

"হ্যাঁ, তোমরাই তো ওরা যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার পথে সাদাকা করতে বলা হয়েছে ; অথচ তোমাদের অনেকেই এ ব্যাপারে কৃপণতা দেখাচ্ছে। মূলতঃ যারা কার্পণ্য করে তারা তো নিজেদের ব্যাপারেই কার্পণ্য করে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তো ধনী-অভাবমুক্ত। তাঁর কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই। বরং তোমরাই গরীব। যদি তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার পথে খরচ করতে বিমুখ হও তা হলে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে বাদ দিয়ে অন্য আরেক জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন যারা কখনোই তোমাদের মতো হবে না"। (মুহাম্মাদ : ৩৮)

ওদের মতোও হবেন না যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ، وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَآ آتَاهُمُ اللهُ مِنْ

১ (শাযারাতুয-যাহাব ৩/১২৪)

فَضْلِهِ، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴾

"যারা কৃপণতা করে এবং লোকদেরকে কার্পণ্য শিক্ষা দেয়। উপরন্তু আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত সম্পদ সমূহ লুকিয়ে রাখে (তারা তো বস্তুতঃ কাফির) আর আল্লাহ্ তা'আলা তো এমন কাফিরদের জন্য অপমানজনক শাস্তির ব্যবস্থাই রেখেছেন"। (নিসা' : ৩৭)

কখনো এমন মনে করবেন না যে, আপনি নিজেই আপনার মেধা ও বাহু বলে আপনার সম্পদগুলো কামিয়েছেন। বরং তা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত মেহেরবানিতেই সম্ভবপর হয়েছে। অভিশপ্ত ক্বারূন তো নিজের সম্পদের ব্যাপারে এমন ধারণাই পোষণ করতো। তার কথাই তো আল্লাহ্ তা'আলা নিজ কুর'আন মাজীদে উল্লেখ করেন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ قَالَ إِنَّمَآ أُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِيْ، أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُوْنِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّأَكْثَرُ جَمْعًا، وَلاَ يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوْبِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ﴾

"সে বললোঃ এ সম্পদ তো শুধু আমি আমার মেধার বলেই লাভ করেছি। সে কি জানে না যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইতিপূর্বে বহু মানব গোষ্ঠীকেই ধ্বংস করে দিয়েছেন। যারা ছিলো তার চাইতেও অনেক বেশি শক্তিশালী এবং প্রচুর সম্পদের মালিক। অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করার তো কোন প্রয়োজনই নেই। (কারণ, সবই তো আল্লাহ্ তা'আলা তাদের আমলনামায় লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন"। (আল-ক্বাস্বাস্ব : ৭৮)

সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে যে সম্পদ দিয়েছেন সে জন্য একমাত্র তাঁরই প্রশংসা করুন। তা নিজেও খান। অপরকেও খাওয়ান। আল্লাহ্'র রাস্তায় যথাসাধ্য খরচ করুন। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে সাদাকা দেয়ার উপযুক্ত বানিয়েছেন। খাওয়ার নয়। সর্বদা নিম্নোক্ত আয়াত স্মরণ করুন।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيْهِ وَلاَ

خُلَّةٌ وَّلاَ شَفَاعَةٌ، وَالْكَافِرُوْنَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴾

"হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা হতে আল্লাহ্‌ তা'আলার রাস্তায় খরচ করো এমন দিন আসার পূর্বে যে দিন কোন ক্রয়-বিক্রয় চলবে না, না কোন বন্ধুত্ব কাজে আসবে, না কারোর সুপারিশ ফায়দা দিবে। কাফিররা তো সত্যিই যালিম"। (বাক্বারাহ্‌ : ২৫৪)

আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদেরকে তাঁরই দ্বীন প্রতিষ্ঠা এবং মানবতার কল্যাণে যথাসাধ্য ব্যয় করার তাওফীক দান করুন। আ'মীন সুম্মা আ'মীন। ইয়া রাব্বাল আ'লামীন।

وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ

❊ ❊ ❊

লেখকের অন্যান্য বই

১. তাওহীদের সরল ব্যাখ্যা
২. বড় শির্ক ও ছোট শির্ক
৩. হারাম ও কবীরা গুনাহ্
৪. ব্যভিচার ও সমকাম
৫. নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেভাবে পবিত্রতা অর্জন করতেন
৬. কিয়ামতের ছোট-বড় নিদর্শনসমূহ
৭. সকাল-সন্ধ্যার যিকির ও প্রত্যেক ফরজ নামায শেষে যা বলতে হয়
৮. গুনাহ্'র অপকারিতা ও চিকিৎসা
৯. ইস্তিগ্ফার
১০. সাদাকা-খায়রাত
১১. ধুমপান ও মদপান
১২. আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা
১৩. নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড
১৪. সলাত ত্যাগ ও জামাতে সলাত আদায়ের বিধান এবং সলাত আদায়কারীদের প্রচলিত কিছু ভুল-ভ্রান্তি
১৫. জামাতে সালাত আদায় করা
১৬. ধর্ম পালনে একজন মোসলমানের জন্য যা জানা অবশ্যই প্রয়োজনীয়
১৭. ভালো সাথী বনাম খারাপ সাথী
১৮. একজন ইসলাম গ্রহণেচ্ছুর করণীয়

সুখবর সুখবর সুখবর সুখবর

প্রিয় পাঠক! ইতিমধ্যে আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে এ জাতীয় বিশুদ্ধ বই-পুস্তকগুলো ফ্রি বিতরণের জন্য "দারুল-'ইরফান" নামক একটি স্বনামধন্য প্রকাশনী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যা গত দু'বছর থেকে হাটি হাটি পা পা করে সামনে এগুচ্ছে। যে কোন দ্বীনি ভাই এ খাঁটি আক্বীদা-বিশ্বাসের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে এমনকি নিজ মাতা-পিতার পরকালের মুক্তির আশায় এ গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে সাদাকা-খায়রাত করে একে আরো শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী করার কাজে যথাসাধ্য সহযোগিতা করবেন বলে আমরা দৃঢ় আশা পোষণ করছি। জ্ঞানের প্রচার এমন একটি বিষয় যার সাওয়াব মৃত্যুর পরও পাওয়া যায়। এমনকি তা সাদাকায়ে জারিয়ারও অন্তর্গত। যা বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আমরা আপনার দ্রুত যোগাযোগের অপেক্ষায় থাকলাম। আশা করছি, এ ব্যাপারে আমরা এতটুকুও নিরাশ হবোনা ইন্শাআল্লাহ্।